বিজ্ঞাপন।

যৎকালে আমি সংবাদ প্রভাকরপত্রে প্রকাশিত এই প্রস্তাবিত প্রশ্নটী দৃষ্টি করিয়া তাহার রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, প্রবন্ধপ্রদাতা কখনই আমার অভিপ্রায় ও রচনা মনোনীত করিবেন না, কেননা রাজনীতি ও রাজ্যভার গ্রহীতার বিষয়ে লেখনী ধারণে পুরস্কৃত হইবার প্রত্যাশা করা মাদৃশ অদূরদর্শী যুবকগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অপ্রতি-বিধেয়; হয় ত প্রশ্নদাতা মদ্রচিত প্রবন্ধ গ্রহণ ও পাঠ করা দূরে থাকুক, দৃষ্টি মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন; সুতরাং ইহার সঙ্কলন ও রচনা বিষয়ে যে পরিশ্রম করিতেছি সমুদায়ই নিষ্ফল হইবে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধরচনা সমাপ্ত হইলে পর, পুরস্কার প্রদানকারী ও রচনাপরীক্ষক কুমার উদয়কৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করি, তিনি আমার সৌভাগ্যক্রমে আদ্যোপান্ত পঠন পূর্ব্বক মনোনীত করিয়া অবধারিত পুরস্কার প্রদানে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

প্রভাকরের বাৎসরিক সভার পুরস্কৃত প্রস্তাব সমুদায় সাধারণের নয়নগোচরার্থ উক্ত বাৎসরিক পত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত মল্লিখিত প্রবন্ধটি উহাতে সন্নিবেশিত না হওয়াতে, বর্ত্তমান সালের ১লা, ৪ঠা ও ২৫শে বৈশাখের পত্রে প্রভাকর সম্পাদক স্বীকার করেন যে, আগামী মাসিকপত্রে ঐ বিষয়টী প্রকাশিত হইবেক; কিন্তু আমার কতিপয় পরমাত্মীয় বান্ধব পরামর্শ দেন যে, কবীশ্বর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিহনে বর্ত্তমান সময়ে প্রভাকরের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তদ্দ্বারা এরূপ অনুমান হইতেছে উক্ত পত্রে কোন বিষয় প্রকাশিত হইলেও বিজ্ঞ পাঠকগণের নয়নগোচর হইয়া দোষ গুণের বিচার হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে, এবং লাড বাহাদুরও অতি ত্বরায় বিলাত গমন করিবেন অতএব ঐ প্রবন্ধটী সতন্ত্ররূপে পুস্তকাকারে প্রচারিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। আমি তাঁহাদিগেরই সেই সদুক্তি

শিরোধার্য্য করত ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া সাধারণের হস্তে অর্পণ করিতেছি, এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সন্নিধানে প্রার্থনা, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের যে যে স্থানে দোষ দৃষ্টি করিবেন, স্ব স্ব মহানুভাবতাগুণে তাহা সংশোধন পুরঃসর পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না।

আমার এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করণের মুখ্য তাৎপর্য্য এই, ইহার দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইবেক মুদ্রিত ও প্রচারিত করণের ব্যয় ভিন্ন সমুদায়ই "রিলিফফণ্ড" অর্থাৎ ছুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভায় প্রদান করিব। অতএব দেশহিতৈষী গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন এই পুস্তকের মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, কারণ ইহা সদ্ব্যয় জন্যই সংগৃহীত হইতেছে। আমার সঙ্কল্পিত বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইয়া অত্রনগরীয় ও অন্যান্য জেলার অনেকানেক ভদ্র ও ধনী মহোদয়গণে এই পুস্তকের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাকে বিলক্ষণরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত হিন্দু পেট্রীয়ট, ভাস্কর, ঢাকাপ্রকাশ ও রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণ এবং গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে আমাকে সমধিক উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণকে এই পুস্তকের গ্রাহক হইবার জন্যও অনুরোধ করিতে ক্রটি করেন নাই। বলিতে কি; তাঁহাদিগেরই যত্নে ও উৎসাহে আমি এই মহতীসঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইলাম। মিস্যুয়ার্স আই, সি, বসু এণ্ড কোং মহোদয়গণও অনেক বিষয়ে আমার আনুকূল্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যব্যবসায়ী হইয়াও সৎকার্য্য সাধনার্থ পুস্তক প্রকাশের ন্যায্য ব্যয় ভিন্ন অতিরিক্ত কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, সিমুলিয়া।
১২৩৮ সাল, ৮ই শ্রাবণ।

লার্ড কেনিং।

"আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর ভারতবর্ষ আগমন করণাবধি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কি কি উপকার করিতেছেন?" আমি এই বিষয়টী বঙ্গভাষায় উত্তমরূপে লিখিতে পারিলেই যে, পারিতোষিক পাইব, ইহা স্বপ্নেও জ্ঞান করিতেছি না; কারণ যাঁহারা রাজনীতি বা রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে লেখনী ধারণ করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না; তৎপ্রমাণে, মান্যবর মৃত উইলসন্ সাহেব যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আয়-কর গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হওন জন্য কত শত মহৎ লোকে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন, তাহা পাঠক মহাশয়দিগের অবিদিত নাই। অধিক কি বলিব, মাদ্রাজের পূর্ব্বতন গবর্ণর মান্যবর শ্রীযুক্ত ট্রিবেলিয়ান সাহেব আয়-করবিধি অন্যায় বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, যে যে কারণবশতঃ আয়-কর লওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহারও যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আপন মত বলবৎ রাখিবার জন্য পদচ্যুত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। এক পক্ষে ট্রিবেলিয়ান যেরূপ যোগ্য ছিলেন, তাহা এস্থলে বলিবার আর প্রয়োজন নাই; কেননা যে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়গণ এদেশের প্রধান মাননীয়, যোগ্য এবং বঙ্গদেশবাসীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাঁহারাই উক্ত সভায় আপন মুখে ট্রিবেলিয়ান সাহেবের গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে স্যার চারল্‌স্ উড্ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সাহেব উইলসন্ সাহেবের আয়-কর মতে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে পারদর্শী ও

যোগ্যব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ স্থলে এই বিবেচ্য যে, যখন রাজ্যভারগ্রস্ত উইলসন্ সাহেবের একটী কীর্ত্তি স্থাপন জন্য নানা মহৎ ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন মাদৃশ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লার্ড্ কেনিং বাহাদুরের কীর্ত্তির উপর স্বাভিপ্রায় প্রকাশ এবং তাঁহাকর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকের উপকার হইয়াছে কি না? তদ্বিষয়ে মীমাংসা করিয়া মত প্রকাশ করিলে, ইহা অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার; এক্ষণে পাঠকগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, যে সকল যুক্তি দর্শাইয়া এই কথাগুলিন্ উল্লেখ করিলাম, তাহা ন্যায়ানুগত কি না? তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যাহা হউক, প্রস্তাব আরম্ভ করিবার জন্য আর বাহুল্যরূপে নানা বিষয়ের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে, পাঠকগণ নিম্ন লিখিত বিষয়টী পাঠকালীন যে কোন স্থানে ভ্রম দেখিবেন, কৃপা করিয়া তাহা সংশোধনানন্তর সমুদায় প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই চরিতার্থ লাভ করিব। অতএব নির্দ্ধারিত প্রস্তাববিষয়ক যাহা বক্তব্য তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

লার্ড কেনিং বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশের পোষ্ট মাষ্টার অর্থাৎ ডাকঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিলাতীয় অনেকানেক মহোদয় তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও সরল-স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে সদ্বংশজাত জানিয়া ধার্য্য করেন যে, লার্ড ডেলহাউসী আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই লার্ড কেনিং বাহাদুরকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলিপদে নিযুক্ত করিবেন। ইংরাজি ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে লার্ড কেনিং বাহাদুর বিলাত হইতে শুভযাত্রা করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে মহানগর কলিকাতায় উপনীত হওনানন্তর রাজনিয়মানুসারে শপথ করিয়া লার্ড ডেলহাউসির পরিবর্ত্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

লার্ড কেনিং বাহাদুর ২।৩ মাস রাজ্যভার না লইতে লইতেই

রাজবিদ্রোহ ঘটনার সঞ্চার হইল। চাণকস্থ সিপাহীগণ সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টতার চিহ্ন দেখাইতে আরম্ভ করিল, এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে সৈন্যগণের তৃণাচ্ছাদিত গৃহাদিও দগ্ধ হইতে লাগিল। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরে বহরমপুরের সৈন্যগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করণের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় অনেকানেক স্থানের সৈন্যগণ প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আহা! মিরাট, ঝাঁসী, কাণপুর ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহিগণ গবর্ণমেন্টের ও প্রজাবর্গের প্রতি যেরূপ পীড়ন করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে অদ্যাপিও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। মিলেটরি ডিপার্টমেন্টের কতিপয় অদূরদর্শী ও মুর্খ সাহেবে লার্ড কেনিং বাহাদুরকে পরামর্শ দেন যে, চাণকের পদাতিক সিপাহীগণকে অগ্ন্যস্ত্র অর্থাৎ তোপদ্বারা নিহত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু তাহাদিগকে বিহিতমত শাস্তি প্রদান না করিলে, অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণও এইরূপ অন্যায়াচরণ করিবে সন্দেহ নাই। লার্ড বাহাদুর অত্যন্ত শান্ত-স্বভাব, তাঁহার অন্তঃকরণ পরামর্শদাতাগণের ন্যায় নিষ্ঠুর নহে; সুতরাং উপরোক্ত নির্দ্দয় মন্ত্রণা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি একদা রাত্রিকালে চাণকের সৈন্যগণের নিকট স্বয়ং গিয়া বিনীতবাক্যে শিক্ষা দেন যে, "তোমরা এরূপ অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত হও, যদি তোমাদিগের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে, আমাকে বল; আমি সত্বরে তাহার বিশেষ প্রতিকার করিতে উদ্যত হই।" কিন্তু সৈন্যগণ মূর্খতাপ্রযুক্ত লার্ড সাহেবের সৎপরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিল না। ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যক্তির ভৃত্য অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতি ক্রোধভরে কটুকাটব্য বলিয়া সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু লার্ড কেনিং বাহাদুর এতাধিক শান্ত, দয়াবান্, ভদ্র ও বহুদর্শী যে, যদিও তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রধান অনেকানেক মহৎ লোককে দণ্ড দিলেও দিতে পারেন, ফলে তাহা দূরে থাকুক,

সামান্য সিপাহীগণের প্রতিও কঠিনতর ব্যবহার করেন নাই। মিলেটরি সাহেবেরা বলিয়াছিলেন, চাণকের সিপাহীগণকে শাস্তি না দিলে, হয় ত অন্যান্য সিপাহীগণও বিদ্রোহী হইবে; কিন্তু ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে; বোধ হয় চাণকের সিপাহী-গণের প্রতি কঠিনতর দণ্ড বিধান করিলে বিদ্রোহানল যে পরিমাণে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি হইয়া প্রজাবর্গের সমূহ শঙ্কা উৎপাদন করিত।

যাহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল, তাহারা অপরের কার্য্য দৃষ্টি করিয়া কখনই প্রবৃত্ত হয় নাই, কেবল লার্ড ডেলহাউসী সাহেবের অধীনে নিয়ত দুঃখভোগজন্যই একমনা হইয়া তদাচরণে বিলিপ্ত হয়। ফলে বক্তব্য এই যে, তাহারা বিদ্রোহা-চরণ না করিয়া বিলাতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সমীপে আপন আপন দুঃখ অবগত করাইলে ভাল হইত; যে কোন কারণ বশতঃ হউক, প্রজা হইয়া রাজবিরুদ্ধে কার্য্য করা প্রকৃত রাজভক্ত প্রজার কর্ত্তব্য নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্রোহানল ক্রমে ক্রমে প্রবল হওয়াতে, বিলাতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া এদেশের কার্য্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ ধার্য্য করেন যে, আর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীনে স্বীয় ভারতবর্ষ রাজ্য না রাখিয়া স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। ইহা নির্দ্ধারিত হইলে, মহারাণী উক্ত বিষয় প্রজাগণকে ঘোষণা-পত্র দ্বারা জ্ঞাত করনার্থ লার্ড কেনিং বাহাদুরকে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য আদেশ করেন। লার্ড বাহাদুর ঐ আদেশে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, মহারাণী তদনুযায়ী ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। উক্ত ঘোষণায় এই মর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছিল যথা :—

"প্রজাগণ সকলেই নির্ব্বিবাদে আপনাপন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কা-র্য্যাদি করিতে পারিবেন,—যে কোন জাতি বা যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি হউক না কেন, যোগ্য হইলেই রাজকীয় উচ্চপদাভিষিক্ত

হইবেন,—যাহারা বিদ্রোহব্যাপারে গুরুতররূপে লিপ্ত ছিল না, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে দণ্ডভাগী করিবেন না—যে সকল স্বাধীন রাজগণের সহিত সন্ধিপত্র আছে, মহারাণী তাহা কদাচ ভঙ্গ করিবেন না" ইত্যাদি।

বিশ্বাসঘাতিতা অপেক্ষা আর কুকর্ম্ম নাই, যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করে, কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না এবং সকলেই তাহার শত্রুপক্ষ হয়। লার্ড বাহাদুর ইহা বিশেষরূপেই জানিতেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

যদিও মহারাণী ঘোষণাপত্রে স্বীকার করেন নাই যে, বিদ্রোহকাণ্ডে বিশেষরূপ বিলিপ্ত ব্যক্তিদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, তথাপি কর্ণেল বেরো সাহেব উক্ত ঘোষণাপত্রের বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ফরক্কাবাদের নবাব তফজ্জল হোঁসেন খাঁকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হও, পলায়ণ পরায়ণ হইবার আবশ্যক নাই; আমি স্বীকৃত হইতেছি তোমার প্রাণরক্ষা করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিদ্রোহীতাচরণ জন্য দণ্ড পাইবেন না; পশ্চাৎ ইংরাজ রাজ্যে আসিলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ধৃত করিয়া কতিপয় যোগ্য লোকের প্রতি তাঁহার অপরাধবিষয়ক বিচারের ভার দেন, বিচারপতিগণ নবাবের দোষগুণাদি বিবেচনাপূর্ব্বক ধার্য্য করেন যে, ঐ নবাব বিদ্রোহকাণ্ডে বিশেষরূপ বিলিপ্ত ছিল, তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড কর্ত্তব্য। লার্ড কেনিং বাহাদুর এই কথা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও তফজ্জল হোঁসেন খাঁর প্রাণদণ্ড করা উচিত; কিন্তু গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ম্মচারী কর্ণেল বেরো সাহেব ঐ নবাবকে প্রাণ রক্ষা জন্য আশ্বাস দিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার জীবন রক্ষা বিধেয়। তদ্বিপরীতাচরণ করিলে, প্রজাবর্গ কেহই কখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না, তাহা হইলে আমাদিগের অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; অতএব নবাবের প্রাণ রক্ষা হইল; কিন্তু বেরো সাহেব নবাবকে অন্যায়

আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে উচ্চপদভ্রষ্ট করিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া যাউক।

লার্ড সাহেব এবম্বিধ নিষ্পত্তি করাতে তাঁহার অসামান্য অপক্ষপাতিত্ব ও বিচারশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা এতদ্দেশের কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সকল প্রজাতেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেছে। স্বদেশহিতান্বেষক লোকসমূহ বিদ্রোহকালীন যে পরিমাণে রাজভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিল, লার্ড বাহাদুর তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক পারিতোষিক ও উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছেন; তদ্বিবরণাদি লিখিলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। তিনি কেবল পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, হিন্দুস্থানবাসী প্রধান প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সদালাপদ্বারা এমত তুষ্ট ও বাধিত করিয়াছেন যে, বোধ হয় (পরমেশ্বর না করুন্) এদেশে পুনরায় রাজবিদ্রোহ হইলে লোকপুঞ্জ ইংরাজ রাজপুরুষগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া বিদ্রোহ দমনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্রোহকালীন যে সকল অজ্ঞ ইংরাজ এতদ্দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা লার্ড বাহাদুরকে অনুরোধ করেন যে, হিন্দুস্থানের সমুদায় লোকের প্রতি কঠিনতর ব্যবহার করা বিধেয়; তজ্জন্য বঙ্গরাজ্যেও (মার্সিএল্ লা) যুদ্ধসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রচারিত হউক। লার্ড সাহেব বহুদর্শী; মন্দ লোকের পরামর্শাকর্ণন করেন নাই, ইহাতে কথিত অর্ব্বাচীন সাহেবগণ রাগান্বিত হইয়া "ইণ্ডীয়ান রিফরম্ (ডিফরম্) লিগ্" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপন করত, লার্ড-বাহাদুরকে পদচ্যুত করণ মানসে বিলাতে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। বিলাতীয় যোগ্য ব্যক্তিনিচয় ঐ আবেদনপত্র গ্রাহ্য করেন নাই।

এক্ষণে সাধারণে বিবেচনা করুন যে, আমাদিগের গৃহমধ্যে

একটী সামান্য আপদ্ ঘটিলে আমরা এত ব্যাকুলচিত্ত হই যে, ধৈর্য্য, বিবেচনাদি সমুদায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়; কিন্তু যদিও লার্ড বাহাদুর বিদ্রোহপ্রারম্ভে লার্ড ডেলহাউসীর আনুপূর্ব্বীক অন্যায় কার্য্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক বৈতনিক সিপাহীদিগের ক্ষমতারও উত্তমরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই, সংক্ষেপতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় বিদ্রোহঘটিত-ব্যাপারে যদিও অনেকানেক লোকে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ধৈর্য্য ও শীলতাগুণ অন্তর্হিত হয় নাই, ইহা সাধারণ সমাজে দেদীপ্যমান আছে। তিনি ঐ সকল সদ্গুণে ভূষিত না হইলে, কদাচ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে পারিতেন না, আমাদিগেরও ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করা ভার হইত; সুতরাং অন্যান্য রাজাগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কখনই সন্তুষ্ট ও বাধিত থাকিতেন না।

এদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও স্বাধীন ইংরাজগণের রোষপরবশতা দৃষ্ট হয়, লার্ড কেনিং বাহাদুরের তদ্রূপ প্রকৃতি নহে। হাওড়া হইতে যে দিবস রাজমহলে প্রথম বাষ্পীয় শকট গমন করে, সেই দিবস উক্ত শকটযোগে লার্ড সাহেব রাজমহলে উপস্থিত হইয়া যে বক্তৃতা করেন এবং তদ্ব্যতীত অত্র রাজধানীস্থ টাউনহাল নামক প্রধান প্রকোষ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি প্রদান জন্য যে সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রমাণ-স্থল। লার্ড বাহাদুরের ভিন্ন জাতি প্রতি জাতক্রোধ না থাকাতে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিতেছে, বর্ত্তমানে তিনি যে সকল বিধি নিবন্ধন করিতেছেন কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি যিনি তাহা অবহেলন করিবেন, তিনই দণ্ডার্হ হইবেন, যথা "আর্‌মস্ আক্ট" অর্থাৎ অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করণ নিয়ম।

এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ যাহাতে বিদ্বান্‌রূপে পরিচিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে লার্ড বাহাদুরকে যেরূপ যত্নবান্ ও আগ্রহান্বিত

দেখিতে পাওয়া যায়, অপর কোন ইংরাজ বা বাঙ্গালিকে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, লার্ড সাহেব ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াই (স্কুল অব ইণ্ডষ্ট্রীয়াল আর্ট) এতন্নগরস্থ শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইবার জন্য স্বয়ং মাসিক দান এবং গবর্ণমেন্ট হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। এতদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জেলান্তর্গত যে সকল স্থানে গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, উক্ত মহোদয় তৎসমুদায় সংস্থাপনের প্রধান কারণ। তাঁহারই যত্ন ও অনুরোধক্রমে বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদ্দেশের গবর্ণমেন্টকে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের সংস্থাপন ও স্থায়িত্ব জন্য সাহায্য করিতে অনুমতি করেন।

যত দিন অবধি এতদ্রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছে, তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজীভাষা শিক্ষা বিষয়ে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষা করিতেও অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, উপযুক্ত বিদ্যালয়াভাবে তাঁহাদিগের শিক্ষাকার্য্যের অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। অধুনা যাহাতে এদেশ মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য লার্ড বাহাদুর শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এতদ্দেশে তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিতকরিয়াছেন। আহা! ইহা কি কাহারো মনে ছিল যে, অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইবে? এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দ মধ্যে অনেকেই, এম, এ (M. A.) বি, এল (B. L.) প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেছেন। এই সমুদায় শুভলক্ষণদ্বারা এরূপ অনুমান হইতেছে যে, ২।৩ বৎসর পরে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়স্থ অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইয়া ডিউকসন্তানগণকে ইংরাজীভাষায় শিক্ষা প্রদান করিবেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা কাহাকে বলে, ইতিপূর্ব্বীয় লোকেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং তাহার শিক্ষা প্রাপণেরও কোন উপায় ছিল না; সম্প্রতি লার্ড বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ নামক একটী বিদ্যামন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। কি বাঙ্গালি, কি ইংরাজ, কি অন্য কোন জাতীয় লোক, যে কেহ হউক না কেন, যোগ্যব্যক্তি মাত্রেই উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। যদিও উল্লেখিত বিদ্যালয় ২।৩ বৎসর মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেকানেক যুবকগণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্তান্তে গবর্ণমেন্টের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

ইংরাজীভাষার উন্নতি জন্য লার্ড বাহাদুরকে যেরূপ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও তদনুরূপ। তিনি স্বইচ্ছায় (বর্ণাকিয়ুলার লিটেরেচার কমিটি) "বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ" নামক সভার সর্ব্বাচ্ছাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবেশজন্য পরীক্ষা প্রদান করিবেন, বঙ্গভাষাতেও তাঁহাদিগকে সতন্ত্র পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং যাহাতে বঙ্গীয় পুস্তক ও সমাচার পত্রাদির মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য এক জন অনুবাদক নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেন্টের অর্থঘটিত অবস্থা কিঞ্চিৎ মন্দ বলিয়া আপাততঃ তাহাতে নিরস্ত আছেন, বোধ হয় অবকাশক্রমে অনুবাদক নিযুক্ত করণ জন্য প্রস্তাব করিতে ত্রুটি করিবেন না।

লার্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষীয় অনেকানেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকে ভাবিয়াছিলেন যে, যদ্যপি উত্তরোত্তর পর্য্যায়ক্রমে গবর্ণরেরা এরূপ কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে একেবারে সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা এবং এ দেশ হইতে সুখসম্ভোগের আশা ভরষা এক কালে সকলই

তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু মহানুভাব লার্ড কেনিং বাহাদুর, লার্ড ডেলহাউসি সাহেবের ন্যায় প্রজাপীড়নে স্থির-প্রতিজ্ঞ না হইয়া যাহাতে সকলেরই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত আছেন। ডেলহাউসি সাহেবের কার্য্যের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীতভাব ধারণ করিয়াছে। লার্ড ডেলহাউসি সাহেব পাতিয়ালার রাজার নিকট হইতে ৫০০ পাঁচ শত খানি গ্রাম হরণ পূর্ব্বক রাজ্যভুক্ত করেন; কিন্তু কেনিং বাহাদুর স্বীয় সৌজন্যপ্রভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের রাজাগণ মধ্যে যাঁহারা সন্তানাদি বিহীন, তাঁহাদিগকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক সকলের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুতের এই আদেশ রাজাগণের পক্ষে মহদুপকারী বলিতে হইবে, কেননা ভবিষ্যতে তাঁহাদের রাজ্য অকারণে অপর কোন রাজার কর্ত্তৃত্বাধীন হইবেক না, এমত আশায় তাঁহা-দের মানস-ক্ষেত্র প্রফুল্ল হইয়াছে।

পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম এবং বঙ্গদেশবাসী প্রধান প্রধান ভূম্যাধিকারী ও বণিকগণকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত করিয়া লার্ড বাহাদুর এতদ্রাজ্যের মঙ্গলোন্নতির বিলক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, কেননা উক্ত বিচারকগণ গবর্ণমেন্টের সানুগ্রহে বাধিত হইয়া বিচারকার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য বিশেষ মনোযোগী হইলে এতদ্দেশের কুক্রিয়াদি হীনবল প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বিলাতীয় রাজসভার সভ্যগণমধ্যে প্রত্যেকেই ইংলণ্ডদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর এক এক জন প্রতিনিধি স্বরূপ; কিন্তু অস্মদ্দেশস্থ ব্যবস্থাপক সমাজের এরূপ রীতি নীতি প্রচলিত না থাকা সাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অনিষ্টোৎপাদক। অধুনা যাহাতে ব্যবস্থা-পক সমাজে এতদ্দেশীয় কতিপয় স্বাধীন লোকে প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, উক্ত সভার সভ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, তজ্জন্য লার্ড সাহেব বিশেষ যত্নবান্ আছেন। যদ্যপি বঙ্গ-

বাসীগণের সৌভাগ্যক্রমে উক্ত কার্য্যটী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সমাধা হইত, তাহা হইলে প্রজাগণের দুঃখবৃদ্ধি করিবার জন্য বিডন্ সাহেব নীল-করদিগের সাপক্ষ হইয়া কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিতে পারিতেন না। এক্ষণে সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, উক্ত মহাত্মার যত্ন সকল সফল হইয়া অতি ত্বরায় আমাদিগের চিরযন্ত্রণা দূর হউক।

কেনিং বাহাদুরের পূর্ব্বসহযোগীরা সাধারণ কর্ম্মচারীদিগকে সামান্য বিষয়ে অপরাধী দৃষ্টি করিলে, কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়া পদচ্যুত করিতেন ; কিন্তু লার্ড কেনিং বাহাদুর এতদনুরূপ কার্য্য করণে বিরত হইয়া এরূপ ব্যক্ত করেন যে, যখন মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে কাহাকেও দোষহীন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহাদিগকে সামান্য অপরাধ জন্য গুরুতর দণ্ড প্রদান করা প্রকৃত ন্যায়বান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যদিও ডিবরু সাহেব প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর অন্যায়াচরণ জন্য লার্ড বাহাদুর বিলাতে সেক্রেটরি অফ্ দি ষ্টেট্ মেং উড্ সাহেবের নিকট যথার্থ রিপোর্ট প্রেরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার কারুণ্য-স্বভাব বশতঃ যাহাতে উক্ত সাহেবদ্বয় পদচ্যুত না হন, ঐ রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উড্ সাহেবও তাঁহার মতে সম্মত হইয়া অনুমতি করেন যে, উহাদি-গকে কর্ম্মচ্যুত না করিয়া কিঞ্চিৎ দণ্ড প্রদান করা উচিত। হিন্দু-স্থানের অনেকানেক লোক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ; অতএব বর্ত্তমান গবর্ণর, ডিবরু ও অন্যান্য সাহেবের প্রতি এরূপ সুবিচার করাতে আপন অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারীর বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। কর্ম্মচারীগণেরা সামান্য অপরাধে পদচ্যুত হইবার আশঙ্কা পরি-ত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রভুভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে আপনাপন কার্য্য সুনির্ব্বাহি করিতেছে।

নীলকরগণ এ কাল পর্য্যন্ত প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিয়া আসিতে ছিল ; কেহই তাহাদিগের প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি

মান্যবর গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগকে উচিতমত দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে লার্ড কেনিং বাহাদুরের নিকট অনেক আবেদন-পত্র অর্পণ করেন; কিন্তু লার্ড সাহেব তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া গ্রাণ্ট সাহেবের মতই বলবৎ রাখেন। প্রজাবৎসল কেনিং বাহাদুর গ্রাণ্ট সাহেবের মতে পোষকতা করিয়া এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না; অধিক কি, কেনিং সাহেব ইহার বিপরীত মতাবলম্বী হইলে সহস্র সহস্র প্রজার ক্লেশের কারণ হইতেন।

আয়-কর, ষ্ট্যাম্প-আইন, ও সিবিল ফাইনেন্স কমিস্যন প্রভৃতি কতিপয় কার্য্যের জন্য অনেকেই লার্ড বাহাদুরকে নিন্দাভাজন করিয়া ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ঐ সকল কার্য্য হইতে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিলে ঐ সকল বিষয় জন্য তাঁহাকে দোষী মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর অতীত হইল, ইংরাজেরা এতদ্রাজ্যভার গ্রহণ করত নিয়ত ঋণগ্রস্থ হইয়া আসিতেছিলেন এবং অন্যান্য কার্য্যাদিদ্বারা রাজ্য মধ্যে অনেক অনিয়মও ঘটিয়াছিল; তজ্জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক ইহাই স্থির করেন যে, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইয়া ভারতরাজ্যের অর্থানাটন নিবারণ হয়, তৎপ্রতীকারার্থে উইলসন্ সাহেব ভারতবর্ষে প্রেরিত হউন। এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসু হইতে পারেন যে, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়াতে লার্ড সাহেব কি জন্য কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন? এ স্থলে বক্তব্য, শ্রীযুক্ত লার্ড সাহেব ব্যতীত আর কেহই এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না। কেবল অনুমান দ্বারা এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধের উপায় উদ্ভাবন করা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব ইহাতে কোন আপত্তি করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তন্নিমিত্তই অগত্যা তাহাতে সম্মত হন। তিনি উপরোক্ত বিষয়ে অনুমতি

প্রদান করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু প্রজাপীড়নকারী কোন প্রকার নূতন কর সংস্থাপনে কখনই তাঁহার ইচ্ছা নাই*। (যৎকালে আমি এই প্রবন্ধটী রচনা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হই, তাহার কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ ২৭ মে তারিখে ব্যবস্থাপক সমাজে মেং লেং সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।)

দরিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনে লার্ড সাহেবকে অত্যন্ত দয়াবান্ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি "ডিষ্ট্রাক্ট চেরিটেবিল সোসাইটী নামক" দাতব্যশালায় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি হিতকর কার্য্য সাধন নিমিত্ত যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে সাহার্য্য প্রার্থনা করেন, তিনি তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য করিয়া উৎসাহ প্রদানে ক্রটী করেন না; বলিতে কি, লার্ড বাহাদুর আপন আয়ের চতুর্থাংশের একাংশ সাধারণ শুভকরী কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন।

অধুনা উত্তর পশ্চিম দেশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবারণ জন্যও লার্ড সাহেব বিশেষ মনোযোগী থাকিয়া তত্রত্য ব্যক্তিদিগের দৈহিক শ্রমের বেতন প্রদান ও রাজভাণ্ডার হইতে অর্থানুকূল্যের আদেশ করিয়াছেন এবং স্বয়ংও যথেষ্ট অর্থ দান করিতে কৃপণতা করেন নাই।

কি দুঃখী প্রজাগণ, কি রাজাগণ, কি মূঢ়ব্যক্তি, কি বিদ্বান্, কি সৈন্য, কি রাজকর্ম্মচারী, কি অপরাধী ও কি নিরপরাধী লার্ড বাহাদুর সকলকেই যৎপরোনাস্তি উপকৃত করিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কি আক্ষেপের বিষয়! লার্ড ডেলহাউসী অন্যায়াচরণ করিয়াও এদেশে আট বৎসর গবর্ণরী পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণকালীন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা

* In his speech delivered at the Legislative Council of India, on the 27th April last, the Honorable Samuel Laing said as follows:—"From the first time I met him in India, down to the present day, Lord "Canning's language to me has been the same—that he would carry out "any practical amount of reduction rather than inflict new and oppressive "Taxes on the people of India."

তাঁহার বৃত্তি প্রদানানুমতি করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযুত আর ৬।৭ মাসের অধিক এ দেশে থাকিতে পারিবেন না। আমার প্রার্থনা হিন্দুস্থানের সামুদায়িক লোক একত্রিত হইয়া বিলাতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করুণ, যদ্দ্বারা লার্ড কেনিং বাহাদুর দীর্ঘকাল এদেশের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ইহা না করিলে সভ্য জাতিরা এদেশের লোককে কৃতঘ্নপদে বাচ্য করিবেন ইহার বিচিত্র কি? যাহাতে লার্ড কেনিং বাহাদুর আরো অধিককাল এদেশের গবর্ণরী পদে অবস্থিতি করেন যদিও তদ্বিষয়ে রাজভক্ত বাঙ্গালিদিগের বিলাতে আবেদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তিনি যেরূপ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে, কোন প্রকারে কেহই তাঁহাকে আর অধিককাল এদেশে রাখিতে পারিবেন না, এবং তিনিও যে ভারতরাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক আছেন তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রকটিত হইল

বর্ত্তমান সময়ে লার্ড কেনিং বাহাদুর এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন তাহাই চুড়ান্ত, তৎপ্রতি কেহই কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারেন না, কিন্তু যদ্যপি তিনি কোন অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ তদ্বিপরীতে বিলাতে আপীল অর্থাৎ বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ঐ আবেদন পত্র প্রেরিত হইলে বিলাতস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার এক খানি অনুরূপ প্রস্তুত করিয়া লার্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং অনুরোধ করিবেন যে ঐ আবেদন প্রতি তাঁহার যাহা বক্তব্য আছে তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিবেচনাধীনে অর্পণ করিবেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, উল্লিখিত প্রথাটী বহু কালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রেসীডেন্সী কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক মেজর রিচার্ডসন ও ইনকমটাক্স আপিসের সেক্রেটরি সার ডি, লারপেন্ট সাহেবদ্বয় যাহাতে কর্ম্মচ্যুত হয়েন তজ্জন্য এতদ্দেশবাসী কতকগুলিন লোক বিলাতে সেক্রেটরি অফ্ দি

ষ্টেট্ মেং উড্ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করেন, ঐ আবেদন-পত্র যৎকালে উড্. সাহেবের নিকট অর্পিত হয়, তৎকালে তাঁহা-দিগকে একেবারে পদচ্যুত না করিয়া, লার্ড কেনিং বাহাদুরকে এ বিষয় জ্ঞাত করাই তাঁহার উচিত ছিল, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তিনি অবশ্যই আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

উড্ সাহেব অনুমতি করিয়াছেন যে, মহীসুরের টিপু বংশীয়দিগকে এ রাজ্যের আদেয় রাজস্ব হইতে দ্বিপঞ্চাশৎ লক্ষ টাকা দেওয়া যাই-বেক; অবশ্য, তিনি এপ্রকার আদেশ প্রদান করিতে পারেন; কেননা ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবেক না, এবং নিজকোষ হইতেও অর্থ প্রদান করিবেন না। ফলে ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকপুঞ্জ ভয়প্রযুক্ত নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়াও আয়-কর প্রদান করিতেছেন; কিন্তু রাজপুরুষেরা ঐ সমস্ত অর্থ লইয়া আপন ঋণ পরিশোধে অথবা রাজ্যের আয়ানুগত ব্যয় করণ বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া; কেবল অকারণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন। উক্ত ৫২০০০০০ টাকা প্রদান করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয় তিনি যদ্যপি লার্ড কেনিং বাহাদুরের নিকট হইতে অভিমত গ্রহণ করি-তেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অংশে প্রশংসা করা যাইত; কেননা এক দিকে অর্থাভাব জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যয় হ্রাস করিয়া প্রকাশ্য রাস্তা প্রভৃতির কার্য্যাদি স্থকিত করিতেছেন, অন্য দিকে উড সাহেব আমাদিগের প্রদত্ত অর্থ অকারণ ব্যয় করিতেছেন; সুতরাং টিপু-বংশীয় রাজপরিবারগণের এতাধিক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া অবিধেয় প্রতিপন্ন করিয়া, লার্ড সাহেব বিলাতে এক (মাইনিউট,) মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

এইক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন; যখন এক জন সামান্য চৌকীদারকে পদচ্যুত করিবার কালীন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সারজন বা দারোগার মত অপেক্ষা করেন, তখন উপরোক্ত মহতী কার্য্যকরণ বিষয়ে উড্ সাহেব একবারও কেনিং সাহেবের মত লওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না। ইহাই কি ন্যায়ানুগত কার্য্য

করা হইয়াছে? কখনই না। যদ্যপি মহারাণী উড্ সাহেবকে অবগত না করিয়া হিন্দুস্থানের কোন রাজাকে "ডিউক" উপাধি প্রদান করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তিনি দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কালবিলম্ব করিতেন না; কিন্তু লার্ড সাহেব অত্যন্ত ধীর-প্রকৃতি, এ প্রযুক্ত অন্তঃকরণ মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্তেও দুঃখ বোধ না করিয়া অতি ত্বরায় আপন কর্ম্ম হইতে অবসারিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। উড্ সাহেব এক জন "ডিউককে" এদেশে পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ঐ ডিউক লার্ড কেনিং বাহাদুর হইতে মাননীয় বংশজাত ইহা স্বীকার করিতেছি, ফলে লার্ড কেনিং বাহাদুর যে রূপ উপযুক্ত ও প্রজা-গণের প্রিয়পাত্র, বোধ হয় কেহই সে রূপ হইতে পারিবেন না। (লার্ড বাহাদুর আর অধিককাল এ দেশের রাজ্যভার বহন করিবেন না তদ্বিষয়ে যে যে কারণ উপরে উল্লেখিত হইল, তাহার কয়েকটী হেতু দর্শাইয়া ইংলণ্ড দেশীয় মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের "হাউস অফ লার্ড" নামক সভায় ২৫ এপ্রেল তারিখে লার্ড লিভডেন সাহেব এক দির্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।)

লার্ড বাহাদুর যে যে সৎকার্য্যদ্বারা এ দেশের উপকার করিতে-ছেন, তাহার সার মর্ম্ম উল্লিখিত হইল; ইহাতে পাঠক মহাশয়-গণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, ইহা বাহুল্য রূপে বর্ণিত; কীর্ত্তির বিশেষ বিবরণ ও উদাহরণ প্রভৃতি প্রদান না করিয়া, "শ্রীযুত শুভাগমন করণাবধি অস্মদাদির অনেক উপকার করিতে-ছেন" যদ্যপি কেবল ইহাই লিখিতাম, তাহা হইলে আমার বাক্যে কাহারও বিশ্বাস জন্মিত না। তজ্জন্য সাধ্যমতে সদ্দৃষ্টান্ত নিবেদিত হইল।

সম্পূর্ণ।

I. C. BOSE & Co., 152, Bow-Bazar Road, Calcutta.

এই পুস্তক খানি প্রকাশ হওনোপলক্ষে ও মুদ্রিত করণের পর ইহা পাঠ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ পরস্পরে যে প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সমুদয় স্থানাভাব প্রযুক্ত প্রকাশ হইল না কিন্তু কয়েক খানি সংবাদপত্র লিখিত অভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করা গেল, পাঠকগণ তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

"A NOBLE UNDERTAKING.—We are glad to inform our Readers that Baboo Juggendro Nath Chatterjea, who has already collected a handsome sum on account of the Famine Relief Fund (which is paid by himself and by several others) is still trying his best to realize contributions. In addition to what the above Gentleman have already done, he is going to publish a Bengally Prize Easay "On the Advantages we are deriving from the Administration of Lord Canning," the profit arising from the sale of the Book will be made over to the Famine Relief Fund. We therefore wish him every success and hope that no man in affluence or even a *keranee* will bring discredit upon him by declining to take few copies of the Book."—*Hindoo Patriot, 8th May*, 1861.

*** "উপরোক্ত বিষয়টী যে আমরা নিরপেক্ষ হইয়া লিখিলাম ইহার অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই; উক্ত বন্ধু, লার্ড কেনিং বাহাদুর এদেশের যে যে উপকার করিয়াছেন তদ্বিষয়ক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক অতি ত্বরায় প্রকাশ করিবেন তাহাতেই পাঠকেরা যোগেন্দ্র বাবুর রাজকীয় প্রসঙ্গ লিখিবার ক্ষমতা জানিতে পারিবেন।"—সম্বাদ ভাস্কর, ২৬শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল।

*** "আমরা শুনিয়া আরো পরম সন্তুষ্ট হইলাম যোগেন্দ্র বাবু নাকি ঐ পুস্তকের মূল্য স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন।"—সংবাদ প্রভাকর, ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল।

" We acknowledge with thanks the receipt of a Bengali Essay on Lord Canning. It is written by Baboo Juggendro Nath Chatterjea. The views of the writer and the language in which they are set forth, are creditable to the young author."—*Indian Reformer, 6th July,* 1861.

---

* * * "আমরা বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত লার্ড কেনিং বাহাদুরের গুণাবলী বর্ণনসূচক পুস্তক পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছি, লেখা উত্তম হইয়াছে। লার্ড কেনিং বাহাদুর এ দেশে আগমনপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ যে সমস্ত সুনিয়মাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যোগেন্দ্র বাবু তাহার সমুদায়াংশের সমষ্টি করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু অনেকাংশই লিখিয়াছেন এবং তিনি তাহাতে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ প্রাঞ্জল হইয়াছে"—সংবাদ প্রভাকর। ২৭শে অষাঢ়, ১২৬৮ সাল।

---

* * * " ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লার্ড কেনিং বাহাদুর এদেশে আগমনাবধি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ কি কি সদুপায় করিয়াছেন তাহা বর্ণনা পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিয়া সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমারদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি তাঁহার লেখা প্রণালীসিদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি লার্ড কেনিং বাহাদুরের গুণানুকীর্ত্তনে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ঐ পুস্তকে লার্ড বাহাদুরের রাজশাসনসম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ লিখিত হয় নাই"—সংবাদ সজ্জনরঞ্জন, ২৫শে আষাঢ়, ১২৬৮।

স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নাম।

শ্রীযুত বাবু অনুপচন্দ্র মিত্র ... ৪
„ „ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১
„ „ অম্বিকাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১
„ „ অম্বিকাচরণ গুহ ১
„ „ অমৃতকুমার ঘোষ ১
„ „ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
„ „ অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
„ „ অভয়াচরণ লাহা ১
„ „ অতেন্দ্রমোহনঠাকুর ১
„ „ অমৃতকুমার ঘোষ ১
„ মৌলবি আবদুল লতিফ ৪
শ্রীযুত বাবু আনন্দগোপাল দত্ত ১
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ... ২
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র বসু ... ১
লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ ১০
কুমার উদয়কৃষ্ণ বাহাদুর ... ২
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র কর ... ১
„ „ উমাপ্রসাদ ঘোষ ১
„ „ উমাচরণ হালদার ১
„ „ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১
„ „ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ... ১
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর .. ৪
„ কন্দর্পেশ্বর সিংহ বাহাদুর ৮

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ... ৫০
„ „ কালীদাস মুখোপাধ্যায় .. ১
„ „ কৈলাশচন্দ্র মিত্র ৪
„ „ কেদারনাথ ঘোষ ১
„ „ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১
„ „ কৃষ্ণময়চন্দ্র মিত্র ২
„ „ কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
„ „ কালীদাস রায় ... ৪
„ „ গোপালচন্দ্র বসু ১
„ „ গোঁসাইদাস গুপ্ত ৪
„ „ গৌরদাস বশাখ ৪
„ „ গিরীশচন্দ্র দত্ত ১
„ „ গঙ্গাধর শীল .. ৪
„ „ গোপালচন্দ্র রক্ষিত ১
„ „ গোবিন্দচন্দ্র বসু ১
„ „ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১
„ „ গোপালকৃষ্ণ মিত্র ১
„ „ গোলোকচন্দ্র মজুমদার ১
„ „ গিরীশচন্দ্র রায় ১
„ „ চণ্ডীচরণ দে ... ১
„ „ চন্দ্রময় সিংহ .. ১

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকিশোর ঘোষ ১
" " চন্দ্রনাথ দাস .. ১
" " জিতুলাল দত্ত ১
" " জয়গোপাল গোস্বামী ১
" " জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ১
" " জয়গোপাল সেন ২
রেভরেণ্ড জে লং ৪
" জে ওগিলবি ১
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় .. ১
" " ঠাকুরদাস বিশ্বাস ২
রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ৪
শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১
" " দ্বারিকানাথ ঘোষ ১
" " দীনবন্ধু সেন ... ১
" " দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ৮
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১
" " দীননাথ রায় ... ১
" " দিগম্বর মিত্র ... ৪
" " দ্বারিকানাথ মিত্র ১
" " ধরেন্দ্রকুমার রায় ১
" " নবিনচন্দ্র দে ... ১
" " নীলকমল সিংহ ১
" " নেত্রগোপাল লাহুড়ি ... ১
" " নন্দলাল দাস ... ১

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ৪
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র ২
" " শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৪
" " প্রিয়মাধব বসু ... ১
" " প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৮
" " প্রসন্নকুমার চৌধুরী ১
" " প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
" " ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০
" " বৈষ্ণবচরণ সেন ১
" " বেহারীলাল মৈত্র ১
" " বিশ্বম্ভর বসু ... ১
" " ব্রজনাথ পাইন ১
" " বেণিমাধব চট্টোপাধ্যায় ... ১০
" " বীর নৃসিংহ ঠাকুর ১
" " বিপিনবেহারী প্রামাণিক ... ১
" " ব্রজগোপাল মতিলাল ১
" " বেহারীলাল মিত্র ১
" " ভবানীচরণ গুহ ৪
" " ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
মুনসি ফজলুরাহমিন ১

শ্রীযুক্ত বাবু মহিনচন্দ্র রায় .. ১
„ „ মণিমোহন সেন ... ১
„ „ মহেন্দ্রলাল লাহুড়ি ১
„ „ মহেশচন্দ্র রায় ... ১
„ „ মতিলাল নান ... ১
„ „ মাণিকচন্দ্র দে ১
„ „ মণিলাল দে .. ১
„ „ মথুরাকুমার সান্ন্যাল ১
„ „ মতিলাল ধর ... ১
„ „ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৪
„ „ যশোদানন্দন প্রামানিক ১
„ „ রামনৃসিংহ বসু ১
„ „ রাজিবলোচন দাস ১
„ „ রাজকৃষ্ণ সেন ... ১
„ „ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২
„ „ রমাপ্রসাদ রায় ৮
„ „ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪
„ „ রমানাথ ঠাকুর ... ৪
„ „ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
„ „ রামধন ঘোষ ... ১
„ „ রাধামাধব হালদার ৪
„ „ রাখালচরণ হালদার ২
„ „ রমানাথ পালিত ২

শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ... ১
„ „ রামগোপাল বন্দোপাধ্যায় .. ১
„ „ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় .. ২
„ „ শিবচরণ চতুর্দ্ধুরীণ ১
„ „ রামলাল রায় .. ১
„ „ শ্যামাচরণ মল্লিক ৪
„ „ শারদাপ্রসাদ বড়াল ২
„ „ শ্যামলাল মিত্র ... ২
„ „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ ... ৮
„ „ শিবচন্দ্র মজুমদার ১
„ „ শীতলদাস সেন... ১
„ „ ষষ্ঠিচরণ বাবু .. ১
„ „ সর্ব্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪
„ „ সুরেশচন্দ্র দে ... ১
„ „ সীতানাথ গোস্বামী ১
সৈয়দ মহিউদ্দীন মহম্মদ ... ১
„ আবদুলহাকিম মহম্মদ ১
শ্রীযুত বাবু হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
„ „ হরিশ্চন্দ্র পালিত ১
„ „ হরমোহন দাস ১
„ „ হিরালাল শীল ... ৪

শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল চট্টোপাধ্যায় ১	শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন দাস ... ১
,, ,, হরনাথ মল্লিক .. ২	,, ,, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় .. ২
,, ,, হরিমোহন বসু ... ৮	,, ,, ক্ষেত্রমোহন বসু ১
,, ,, হেমচন্দ্র মিত্র .. ১	

BIOGRAPHY

TRANSLATED IN BENGALI

FROM

CHAMBERS'S EDUCATIONAL COURSE.

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR.

FIFTH EDITION.

জীবনচরিত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

পঞ্চম বার মুদ্রিত

CALCUTTA :

THE SANSKRIT PRESS.

1857.

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

জীবনচরিত পাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহুতর দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্রনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎ কালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা কর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মহাশয়দিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস্, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়ুস্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।

ইয়ুরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গালা ভাষায় অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পুরণার্থে

উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমন অবকাশশূন্য হইয়াছি যে, সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এমন সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু যাবৎ নূতন জীবনচরিত পুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না এই বিবেচনায় পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোন কোন অংশ একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। ফলতঃ সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় জীবনচরিত প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল দ্বিতীয় বারে তদপেক্ষায় অনেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃতকালেজ।

২০এ চৈত্র। শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

জীবনচরিত।

নিকলাস কোপর্নিকস

পূর্ব্বকালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধরূপে বিদিত হয় নাই। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী স্থির এবং অন্তরিক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দ্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; আর তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত ইয়ুরোপে বহু কাল পর্য্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় শাক প্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, এনাক্সিমেণ্ডর, পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মনে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই বোধোদয় হইয়াছিল যে সূর্য্য অচল পদার্থ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ

যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহসপূর্ব্বক আপনাদিগের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঘোরতর বিসংবাদিতা প্রযুক্ত, সাধারণ লোকেরা যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালি দেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে, (১) সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল তাহা অরিষ্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল যে, সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডল ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাহা হউক, পরিশেষে এনাক্সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের সঙ্কল্পিত বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি, ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারির ঊনবিংশ

(১) পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর এই সময়ে ইটালি দেশে পুনর্ব্বার বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

দিবসে, বিষ্টুলা নদীর তীরবর্ত্তী থরন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্ম্মনির অন্তঃপাতী ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশ কোপর্নিকসের পিতার জন্মভূমি। তিনি থরন নগরে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৎপরে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে কোপর্নিকসের জন্ম হয়।

কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। শৈশবকালেই জ্যোতিষ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি লাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, ইটালির অন্তর্ব্বর্ত্তী বলগ্না নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ড পরিবর্ত্ত বিষয়ে যে আবিষ্ক্রিয়া করেন তদ্দ্বারাই তৎকাল প্রচলিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর বলগ্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস সুচারুরূপে গণিত শাস্ত্রের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে কোপর্নিকস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল আর্ম্মিলণ্ডের বিশপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ফ্রায়েনবর্গের

প্রধান দেবালয়ে যাজকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরন নগরের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন, দেবালয়সংক্রান্ত কর্ম্ম ও বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা এবং অভিলষিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্ত্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্রায়েনবর্গের যাজকদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

অনুমান হয়, ১৫০৭ খৃঃ অব্দে, পিথাগোরসের মত উৎকৃষ্ট বলিয়া কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত তাহার নিতান্ত বিপরীত। এই নিমিত্ত তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এই মত অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। তদ্ভিন্ন গণিতবিদ্যাসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য। কোপর্নিকস পর্য্যবেক্ষণ সাধন নিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা দেবদারু কাষ্ঠে অতি সামান্যরূপে নির্ম্মিত ও পরিমাণচিহ্ন স্থলে মসিরেখায় অঙ্কিত। এই মাত্র

উপকরণ সম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত মত প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর তৎসম্পাদন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন; তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হইল।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানালোকসম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পূর্ব্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি।

পূর্ব্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল পূর্ব্বাচার্য্যেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোন বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাহা শুনিতে চাহিতেন না,। বস্তুতঃ তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন তত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল নির্ম্মলমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে

নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞা রূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে পৃথিবী অচল ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্র-ভূত। এই মত পূর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামা-ণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহার সহিতও অবি-রুদ্ধ; বিশেষতঃ তৎকালীন লোকেরা বোধ করিত বাইবলেরও স্থানে স্থানে ইহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াসসম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে রেটিকস নামে তাঁহার এক বান্ধব, সং-ক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্ম্ম সঙ্কলন পূর্ব্বক সাহস করিয়া, ১৫৪০ খৃঃ অব্দে, এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন; কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দ্দেশ করিলেন না। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রকাশ না করাতে, সেই ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ঐ সময়ে ইরাস্মস রেনহোল্ড নামক এক পণ্ডিত এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে তিনি এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া, তৎপ্রব-

র্ত্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া বর্ণন করেন। সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে, কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্ত্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া গণনা করিলেই তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

তখন কোপর্নিকস, আত্মীয়বর্গের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, নরম্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়,তন্নগরস্থ যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র, তাঁহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ঐ পুস্তক তাঁহার তনুত্যাগের কয়েক দণ্ড মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার নিকট পহুছে। ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে, কোপর্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিংবা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক,অথবা অন্য কোন অনির্ণীত হেতু বশতঃ কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোক বিদ্বেষ প্রদর্শন করে নাই।

গালিলিয় (২)

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোক যাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, ইয়ুরোপের অতিপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ টাইকো ব্রেহি ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা নগরে, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে, গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানি দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই, অরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে; সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে,

(২) ইঁহার প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিলি। কিন্তু গালিলিয় বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৫৮৯ খৃঃ অব্দে,সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শক সমক্ষে, তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (৩)। ইহাতে অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এইরূপে পিসা নগর হইতে অপসারিত হইয়া গালি-

(৩) অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়; আর যাহার গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়। পূর্ব্বকালে অরিষ্টটল প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন; এবং আমাদিগের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও এই মত। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ভূতলে পতিত হইয়া থাকে; বস্তুর ভারের গৌরব ও লাঘব অগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবার নিয়ামক নহে। তবে যে গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায় সে কেবল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ব্বাত স্থানে গুরু ও লঘু বস্তু যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।

লিয় বিষয়কর্ম্মশূন্য কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারুরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্র লাটিন ভাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালীয় ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও এক প্রকার সাহসের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম প্রথম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দিতেন।

জেন্সন নামক এক জন ওলন্দাজ্ এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্ত্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ঐরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন বিষয়ে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে (১৬০৯ খৃঃ অব্দে) শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং

এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্য্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ হয়; ছায়াপথ কেবল সূক্ষ্মতারকাস্তবক মাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্র গ্রহের,চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোন পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোন কালে যে এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল তাহা কোন রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া পিসা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সমধিক

বেতনে তথায় গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরেই প্রথম প্রচারিত হয়। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গালিলিয়কে সে সমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইল। ইহাতে এই ঘটিয়াছিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে, ধর্ম্মবিপ্লাবক বলিয়া, অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্ম্মসভার (৪) সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন আর আমি এরূপ সজ্ঞাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দ্দিষ্ট

(৪) ধর্ম্মবিদ্বেষী নাস্তিকদিগের পরীক্ষা ও দণ্ড বিধানার্থক সভা। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক সম্প্রদায় আছে; উহার নাম রোমান কাথলিক। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী তন্মধ্যে কোন কোন দেশে খৃষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা বাইবলের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা ও দণ্ড বিধান হইবেক। তাহা হইলেই বাইবলবিদ্বেষী নাস্তিকদিগের উচ্ছেদ হইয়া যাইবেক।

আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধও করিয়াছিলেন; আর টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গালিলিয় ধর্ম্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্টরূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, কৌশল করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও অরিষ্টটলের; এবং তৃতীয় ব্যক্তি উভয়পক্ষ প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এরূপ বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতা বিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

তৎকালে গালিলিয়ের বয়ঃক্রম ছষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, রোম নগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয়

অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা এককালে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে পিসার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল, (৫) মঙ্ক (৬) ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়ের গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, তাঁহাকে রোম নগরে ধর্ম্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং

(৫) রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষকে পোপ কহে। পোপের নীচের পদের লোকদিগের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা পোপের মন্ত্রিস্বরূপ। পোপের মৃত্যু হইলে কার্ডিনলেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ঐ সর্ব্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন।

(৬) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত রত হয় তাহাদিগকে মঙ্ক কহে। মঙ্কেরা সচরাচর মঠেই থাকে। কতকগুলি মঙ্ক ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বকালীন ঋষিদিগের ন্যায় অরণ্যপ্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে; আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছে যে তাহাদের নির্দ্ধারিত বাসস্থান নাই; সন্ন্যাসীদের মত যাবজ্জীবন পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়।

তাঁহার প্রতিপোষক, বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন। অতএব এই আকস্মিক বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোম নগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্ম্ম-সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে আনীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ড বিধান করিলেন তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বাইবল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অস্বর্গ্য, অশ্র-দ্ধেয়, ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট, ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম্ম করিলাম এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণা-রোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্ত্তারা গালিলিয়ের নাস্তিক্য বুদ্ধির পুনঃ সঞ্চার দেখিয়া এই গুরুতর দণ্ড বিধান করি-লেন তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অনুতাপসূচক

সপ্ত স্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। তাঁহার গ্রন্থ একবারেই প্রতিসিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এইরূপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলেও, কোন কোন বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিলেন তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে কোন ক্রমেই এরূপ গুরুতর দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া ফ্লোরেন্স সন্নিহিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি কয়েক বৎসর তথায় থাকিয়া পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কাল হরণ করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। একটি চক্ষুঃ একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপিণী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্য্যন্ত অনলস ও কর্ম্মণ্য ছিল। তিনি ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি অন্ধদশাতে একবার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান করি, আর বার আর বিষয়। আর যত যত্ন করিতেছি কোন রূপেই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সার্ব্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার একবারেই নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে।

এই অবস্থাতে ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, গালিলিয় অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্স নগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল। অনন্তর তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৩

সর আইজাক নিউটন

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন সেই বৎসরেই আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। তিনি, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্সওয়ার্থ নামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর, শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিতেন। নিউটন সুবিখ্যাত কোপর্নিকস ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয় সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থেই জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ মাতৃ সন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে গ্রন্থাম নগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় তাঁহার, শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, শৈশবকালেই অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকেই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া ঘরট্ট

প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্ক, বাক্স মধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জল বিন্দু পাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; আর বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল তিনি এরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোন ক্রমেই সমর্থ নহেন। সর্ব্বদাই এরূপ দেখা যাইত, যে সময়ে তাঁহার পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধ দ্রব্যজাত বিক্রয়ার্থে গ্রন্থমের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া,পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশন পূর্ব্বক গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী,তাঁহার বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে, সমুৎসুকা হইয়া পুনর্ব্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিনীতি নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী রূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন, পরিশ্রম প্রজ্ঞা সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য সদাচরণ দ্বারা, আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভুমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ সণ্ডর্সন রচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিস লিখিত অস্থিতপাটীগণিত, এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে ডেকার্ট রচিত রেখাগণিত গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন; আর তৎকালে নক্ষত্র-বিদ্যারও কিছু কিছু চর্চ্চা থাকাতে তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তম রূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তর কালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অন্তরিক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপক গুণোপেত অতি বিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালন বিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃত গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট এক খণ্ড কাচ লইয়া কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে

পাইলেন আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন; আলোকপদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্র স্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজ নগরে অকস্মাৎ ঘোরতর মারী ভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধান প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না। তথাপি, তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত মহত্তর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নিউটনের এই অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তেরও চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস তিনি উপবন মধ্যে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণ কারণ বিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণানুসারে আতা ভূতলে পতিত হইল সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে এবং তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তর বারো গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল অভিনব মহত্তর নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন প্রথমতঃ কিছুকাল তদ্বিষয়েই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে আপনার নূতন মত এমন পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রোতৃবর্গেরা সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রএল সোসাইটী (৭) নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ আছে অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি সপ্তাহে রীতিমত এক এক সিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। যেহেতু, তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকতার বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন প্রকার অর্থাগম ছিল না। আর পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়া নামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পুস্তকে গণিত শাস্ত্রানু-

(৭) ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস্, পদার্থবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে এই সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের লোকদিগকে ফেলো বলে। যাঁহারা অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন হয়েন তাঁহারাই এই সমাজের ফেলো হইতে পারেন। সমুদায়ে সমাজের ফেলো একুশ জন; তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন ধনাধ্যক্ষ, এবং দুই জন সম্পাদক। এই রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে অশেষবিধ মহোপকার জন্মিয়াছে।

সারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া পার্লিমেণ্ট (৮) নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্য্যাদার পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল; নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে তিনি তদীয় আনুকূল্য বলে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান বিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮) ইংলণ্ডের রাজকার্য্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয় না; রাজা এই সমাজের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীতে দেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য লোকেরা। এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদিগের এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্য্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন রাজার সম্মতি হইলেই সমুদায় রাজ্য মধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

অতঃপর নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়ানিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন নিউটন কোন রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না তাহা হইলেই আমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোন ব্যক্তিই কখন নিউটনের কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করে নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মানবর্দ্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট্ (১) উপাধি প্রদান করেন।

(১) বহুকাল পূর্ব্বে, ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তিরা কোন সৈন্য-সংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট্ বলিত। যাহারা প্রধানবংশজাত ও ঐশ্বর্য্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট্ হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাসূচক উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অসাধারণ গুণসম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই অধুনা রাজপ্রসাদে এই মর্য্যাদার উপাধি পাইয়া থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সর্ এই উপাধিও প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধি নাইট্দিগের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা; সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল, সর উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। কথোপকথন কালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই তাঁহার সহবাস বাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইলেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন এবং কহিতেন যাহারা জীবদ্দশায় দান না করে তাহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। আর আহারনিয়ম সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালু-

তাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা প্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০এ মার্চ্চ চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। এবং যে উপায়ে তিনি মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্ত পাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুদিগের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই উভয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদয় হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর তাঁহার সমুদায় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা, ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইৰূপ লোকোত্তর বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন হইয়াও তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগৰূক আছে যে আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল।

কোপর্নিকসের সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে যে চিরস্মরণীয় মহানুভাবের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এককালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয় এক্ষণে তদীয় জীবনবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্য্যাজীব ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও চারি সহোদরে উত্তরকালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত তাহাই শিক্ষা করেন। হর্শেলের অল্প বয়সেই বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয়

প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনে ব্যাঘাত জন্মিল। তৎপরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সৈনিক দলসংক্রান্ত বাদ্যকর সম্প্রদায়ে নিয়োজিত হইলেন; এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯, খৃঃ অব্দে ঐ সৈনিক দল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন; পরে কতিপয় মাসান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু হর্শেল, ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস্তব্য করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈনিক দল সংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহাকে যে প্রথমতঃ কিয়ৎকাল দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল, এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতে যে অত্যন্ত খিরক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে অরল আব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে এই কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইয়র্কসরে তূর্য্যাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহন করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন;

এবং দেবালয় সম্পর্কীয় তূর্য্যাজীব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কর্ম্মে জর্ম্মন জাতীয়েরা বিশেষ নিপুণ; যেহেতু তাঁহারা তূর্য্য বিদ্যায় বিশেষ অনুরক্ত।

হর্শেল এবম্বিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্ন চিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও আর আর চিন্তা একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয় কর্ম্মে অবসর পাইলেই, তিনি একচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয় সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়েই উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে উহা নিজ ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক; এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশেই, ডাক্তর রবর্টস্মিথ রচিত তূর্য্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্য্য বিদ্যা বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল ইহা তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু এই পুস্তকের অনুশীলন, অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবসায় পরিত্যাগের এবং ব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন গণিত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবেক না। অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে

এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে অবসর পাইলে অন্যান্য যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন সে সমুদায় এই অনুরোধে এক বারেই পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে হর্শেল, বেট্স নামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর সামান্য রূপ তূর্য্য কর্ম্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বাথ নামক নগরে গমন করেন। তথায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তদবধি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

তিনি এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্য্যপ্রয়োগ এবং শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদানাদির উত্তম রূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব অর্থোপার্জ্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। এইরূপে কর্ম্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চি-

মাত্রও ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ তূর্য্য বিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন ; কিন্তু তৎপরে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিত বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশী- লনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতুহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে তিনি অবকাশ কালে উক্ত বিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনি- বেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, কোন প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে, একটি দ্বিপাদপ্রমিত দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, অবি- লম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে, তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় সমধিক হইবাতে

ক্রয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন। ক্ষোভ পাইলেন বটে; কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবল দূরবীক্ষণান্তর নির্ম্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারম্বার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। প্রযত্ন বৈফল্য দ্বারা তাঁহার উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খঃ অব্দে, তিনি স্বহস্ত নির্ম্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চর গ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে এই তার সূত্রপাত হইল। হর্শেল অতঃপর, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া সমধিক সময় লাভ বাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও, স্বীয় ব্যবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশ কালে ব্যাপারান্তর বিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে অচির কালের মধ্যেই সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি বিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুর নির্ম্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্য-বসায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুই শত খান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুর নির্ম্মাণে বসিতেন ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহর্ত্তের নিমিত্তেও বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন তন্মাত্রই আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্রও ভঙ্গ দিলে সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। তিনি মুকুর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তদ্দ্বারাই লোক সমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমা-গত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ং সময়ে সেই স্বহস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রা-তিফলিক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত

সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতু প্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে, সংশয়ান হইয়া তদ্বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যাহা দেখিয়াছি ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ করাতে তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ করাতে এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল। এবং তখন স্পষ্ট বোধ হইল যে ইহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত এই নূতন গ্রহও তদন্তর্ব্বর্ত্তী(১০)। তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধী-

(১০) সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা; আর সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

শ্বর ছিলেন। হর্শেল তাঁহার মর্য্যাদা নিমিত্ত তদীয় নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জ্জিয়ম সাইডস্

করিয়াছেন, তাহা পুর্ব্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য্য সকলের কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী আর গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে সূর্য্য গ্রহ মধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে; এই নিমিত্ত উহাও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, ইহা এক উপগ্রহ, পৃথিবী গ্রহের পারিপার্শ্বিক মাত্র। এক সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌর জগৎ হয়। সূর্য্য সকলের কেন্দ্র; আর বুধ, শুক্র. পৃথিবী, মঙ্গল, বেষ্টা, পল্লস্, জূনো, অস্ট্রিয়া, হীবি, আইরিস্, ফ্লোরা, ডায়েনা, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, যুরেনস্ ও নেপ্চুন্ এই সপ্তদশ গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক, বৃহস্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, যুরেনসের ছয়, আর নেপচুনের এপর্য্যন্ত একটী মাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে। এই সপ্তদশ ভিন্ন আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। অনুমান হয়, এই সৌর জগতে বহু সহস্র ধূমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্য্যের আলোকপাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্র। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌর জগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

অর্থাৎ জর্জ নক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদে-শান্তরীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহার যুরেনস্ এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকেন। তদনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম সাইডসের আবিষ্ক্রিয়া বার্ত্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, যে তিনি বাথ নগরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যা-নুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল তদনুসারে ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উইণ্ডসর সন্নিহিত স্লো নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনেই রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবী-ক্ষণ নির্ম্মাণ ও নভোমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিলাম তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও

অধিকশক্তিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত চত্বারিংশৎ পাদ দীর্ঘ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫খৃঃ অব্দের শেষে,তিনি এই অতিবৃহৎ নল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৭এ আগষ্ট, এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে কিন্তু প্রগাঢ়তর বুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত সন্নিবেশ দিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর ঐ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে ঐ নল স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপন করা গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্বযন্ত্রের অর্দ্ধেকের অধিক নহে।

ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে এই প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ, স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে কখনই শয্যারূঢ় থাকিতেন না ; আর কি শীত কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী

অবস্থিত হইয়া সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের ভাব অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায় সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্জ্ঞবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজ-সন্নিধানে যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইটের পদ প্রদান করেন। হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্য্যসম্প্রদায়নি-যুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন; কিন্তু বহুমঙ্গলহেতু-ভূত জ্যোতির্ব্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। অনন্তর ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে ত্র্যশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়স্ ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া তনু-ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধন সম্পত্তির ন্যায় তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

গ্রোশ্যস। (১১)

গ্রোশ্যস ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্ফ্‌ট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালেই অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লাটিন ভাষাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে হলণ্ডের রাজদূত বর্নিবেল্টের সমভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন। তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, এবং সর্ব্বত্রই অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। হলণ্ড প্রত্যাগমনের পর ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এবং সতর বৎসরের অধিক নয় এমন বয়সে ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা অতিপ্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং অল্প কালমধ্যেই প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গ নাম্নী এক

(১১) ইঁহার প্রকৃত নাম হুগো গ্রূট্। গ্রূটশব্দ লাটিন ভাষায় সাধিত হইলে গ্রোশ্যস হয়। ইনি গ্রূট্ অপেক্ষা গ্রোশ্যস নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কন্যা ছিল। গ্রোশ্যস ১৬০৮ খঃ অব্দে ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন এবং গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণী হওয়াতে তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও যৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কাল যাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তি বিষয়ে ঐ পতিপ্রাণা রমণীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ, ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য, দয়া ও দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্ম্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (১২) ও সর্ব্বতন্ত্রপক্ষীয় (১৩) ছিলেন। তিনি

(১২) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্ম্মিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। প্রবর্ত্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্ম্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(১৩) যেখানে রাজা নাই সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে। সর্ব্ব সর্ব্বসাধারণ; তন্ত্র রাজ্যচিন্তা।

স্বীয় ব্যবসায়িক কার্য্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদবাগুরাতে পতিত হইলেন যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্ব্বসহায় বর্নিবেল্ট অভিদ্রোহাভিযোগে ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে বর্নিবেল্টের প্রাণ দণ্ড হইল এবং গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্ব্বস্বও হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্ব্বে গ্রোশ্যস কোন সংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও কোন ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার দণ্ড বিধানের পর কারাধিবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবেদন করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস তাঁহার এইরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাসক্লেশরূপ অন্ধতমসে সূর্য্যকরোদয় স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমুদয় হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদন

নির্ব্বাহার্থে আনুকুল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিত গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দ্বারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি স্ত্রীজাতিসুলভ বৃথা শোক পরবশ না হইয়া সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ গুণবতীভার্য্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সঙ্কটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাহি, গ্রোশ্যস যাবজ্জীবন কারাবাসরূপ দণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও তথায় অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধার সাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে কি পর্য্যন্ত কার্য্য সাধন হইতে পারে তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও এই অভিলষিত সমাধানের উপায় চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই; এবং যদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, এতাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশ্যস সন্নিহিত নগরবর্ত্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠ-সমাপ্তির পর সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোন বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের ক্রমে ক্রমে এইরূপ অযত্ন প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবেশার্থে তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন; এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়নদ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; অতএব আমি রাশীকৃত সমুদায় পুস্তক এককালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার সম্মতি লাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দুই জন সৈনিকপুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিক-

ভারাক্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের অন্যতর পরিহাস পূর্ব্বক কহিল ভাই! ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্ম্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন হাঁ ইহার মধ্যে কতকগুলি আর্ম্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক,সৈনিকপুরুষ করণ্ডকের অসম্ভব ভার দর্শনে সন্দিহান হইয়া উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন ইহার মধ্যে অধিক সংখ্যক পুস্তক আছে তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; গ্রোশ্যসের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও করে কর্ণিক ধারণ পূর্ব্বক আপণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকট যানে এণ্টওয়েৰ্প প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে এই শুভ ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ রূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি এই সকলের বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন

যে তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়দ্দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেরি অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার পরিবারও তথায় সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য; অতএব গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশঃশশধর, সমুদায় ইয়ুরোপ মধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে কেবল ফ্রান্সের হিতচিন্তা বিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত

অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতানিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস এইরূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমন বিষয়ে প্রাড্বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতি বিষয়ে যে নিয়ম পরীবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহস পূর্ব্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোন প্রকারেই অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাহেন নাই; বিশেষতঃ, এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয়; অতএব তাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাড্বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থান কালে, সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয় কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে, রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় দশ বৎসর অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কাল পরেই, নানা কারণ বশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সুইডেনে প্রত্যাগমন কালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পুর্ব্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল; এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেক প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া, এক অনাবৃত শকটে আরোহণ পুর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। এবং ঐ স্থানেই, ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, আগষ্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয়

পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানাবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন তদীয় গ্রন্থ পরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দ-বিদ্যাসম্বন্ধ অর্থাৎ গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ; সুতরাং তৎসমুদায় এক্ষণে এক প্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে; এবং তদ্রূপ হওয়াও অন্যায্য নহে। আর ঐ কারণ বশতই তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে "সন্ধিবিগ্রহবিধি" নামক যে মহা গ্রন্থ লাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তাহা-তেই তাঁহার কীর্ত্তি পৃথ্বী মণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইউরোপীয় অধুনাতন বিধান শা-স্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছে।

লিনিয়স। (১৪)

• সুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশে রাসল্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে, তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা অতিদীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে; তন্মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যার আলোচনায় তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। বোধ হয়, বালককালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিরূপিত পুস্তকে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং তাঁহার প্রথম শিক্ষকেরা তদীয় অনাবেশ দর্শনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাদিগের মুখে পাঠের গতি শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে উপানৎকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের সাতি-

(১৪) ইঁহার প্রকৃত নাম লিনি; কিন্তু লাটিন ভাষায় সাধিত হইলে লিনিয়স্ হয়। ইনি লিনিয়স নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শয় বিনয় পরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহারসামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না; এমন কি অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন সমাধানার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত, জীর্ণ চর্ম্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। এরূপ দুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এমন সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করেন যে তিনি তত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তু সমুদায়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া আনিবেন। তিনিও অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাথেয় মাত্র পর্য্যাপ্ত বেতনে উক্ত বহুপরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার সমাধানার্থ এই প্রান্তর দেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশ প্রচারের চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত চতুর্দ্দিকে ভূরি ভূরি শ্রোতৃ সমাগম হইল।

কিন্তু উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা, তাঁহার অভ্যুদয়াশা ত্বরায় উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি অগ্রে

উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে লিনিয়সের বিদ্যালয়সম্পর্কীয় কোন প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তর রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু বন্ধুবর্গেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ডালিকার্লিয়া প্রদেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহ্লন নগরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তর মো-রিয়সের নিকট বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত ডাক্তর দয়াবান্ ও বিদ্যাবান্ ছিলেন। তাঁহার একটি বৃক্ষবাটিকা ছিল তাহাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প ছিল তদ্দর্শনে লিনিয়স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমধিকসৌন্দর্য্যাধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল। লিনিয়স কখন কোন উদ্যানে বা ক্ষেত্রে, তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ আমাদিগের নবীন উদ্ভিদবেত্তা, ডাক্তর মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এবং সেই নবীনা কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢ়তর অনু-রাগ সঞ্চার হয়। তখন লিনিয়স অন্তঃকরণের অনুরাগ ও ব্যগ্রতা পরতন্ত্র হইয়া নবপ্রণয়িনীর জনকসন্নিধানে

পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তর এই নবাগত বিদ্বান্ বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল-স্বভাব দর্শনে তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং নবানু-রাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না। অতএব বিবেচনা করিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এরূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোন প্রকার নিয়মিত ব্যবসায় ও বিষয় কর্ম্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চিরদুঃখিনী করা হয়। অনন্তর তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া, চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নার্থ দৃঢ়রূপে পরা-মর্শ দিলেন এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না; যদি তুমি এই সময় মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি, ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া, প্রসন্নচিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে পারে। লিনিয়স স্বীয় নির্ম্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রসার চঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত অবিলম্বে লিডন নগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থা-নের পূর্ব্বে, কুমারী মোরিয়স, বহুদিনের সংগৃহীত ব্যয়া-বশিষ্ট এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়া, প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ স্বরূপ, তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহার কোমল করপল্লব মর্দ্দন

ও ব্যগ্রচিত্তে বারম্বার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম ঔদার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় লইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা এমন অবস্থায় মনে মনে কতপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে প্রস্থান করেন; এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশে,বিচ্ছেদ বেদনা নিবেদনদূতীস্বরূপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন; এবং দুর্ব্বিষহবিরহাধিকাতর হইয়া অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী নায়ক সেরূপ ছিলেন না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থ রূপ ভাল বাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে, আমিও তাহার প্রণয়ের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত বিদ্যা ও খ্যাতিলাভ বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না।

অনন্তর তিনি লিডননগরে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন। এবং আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন ঐ কালে বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। পরে সমধিক বিদ্যা লাভ প্রত্যাশায় ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে

ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে যে রূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত এমন কোন বিষয় ছিল না যে তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই আর তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন এবং ঐ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যে উহার লোপ না হইলে তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, কিছু দিনের জন্যে পারিস যাত্রা করেন। ঐ বৎসরের শেষে তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সকলে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত। কিন্তু পরিশেষে সৌভাগ্যোদয় বশতঃ রাজ্ঞী ইলিয়োনোরার কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হওয়াতে তদবধি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, সামুদ্রিক সৈন্য সম্পর্কীয় চিকিৎসক এবং রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হইলে পরস্পরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরেই লিনিয়স অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যা-

পকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে উভয়ে সদ্ভাব পূর্ব্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এইরূপে লিনিয়স চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যাধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া অতি সম্মান পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে কয়েক জন নব্য পণ্ডিত নিসর্গোৎপন্ন পদার্থ গবেষণার্থ দেশে দেশে প্রেরিত হয়েন। কালম,অসবেক, হসল্কিষ্ট ও লোফ্লিং এই কয়েক ব্যক্তি প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে লিনিয়সের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল তাহাই তাহার মূল কারণ। ড্রটনিংহলম নগরে স্থইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল,তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও তদনুসারে তত্রত্য সমুদায় শঙ্খ শম্বূকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়িনী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়,১৭৫১ খৃঃ অব্দে, তিনি ফিলসফ্রিয়া বোটানিকা অর্থাৎ উদ্ভিদমীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, স্পিশিস প্লাণ্টেয়ম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত নিখিল তরু গুল্মাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে, এই মহীয়ান্ পণ্ডিত, নাইট আব দি পোলার ষ্টার এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্য্যাদা ইহার পূর্ব্বে কখন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সম্ভ্রান্তলোকশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অপ্সাল সন্নিহিত হামার্ব্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্তশালিকা ছিল, তথায় উক্ত বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ লোক ও অধ্বনীনবর্গের সাহায্যে তাঁহার ঐ চিত্তশালিকার সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স, জীবনের অধিকাংশ,শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পদার্থবিদ্যাবিষয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইলেন। অতএব অধ্যাপনা সংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল। অনন্তর ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার ও কিয়দ্দিন পরে আর এক বার ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারির একাদশাহে তাঁহার প্রাণ-ত্যাগ হয়।

লিনিয়স পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় এবং রোগনির্ণয় বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিহাস মধ্যে অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যে নানা প্রণালী ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন কালক্রমে তৎসমুদায় অন্যথা হইলেও হইতে পারে। তথাপি তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যেরূপ মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বাক্‌পথাতীত। স্বইডেনের অধিপতি চতুর্দ্দশ চার্লস, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, লিনিয়সের জন্মভূমিতে তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

বলণ্টিন জামিরে ডুবাল।

এক্ষণে আমরা ডুবালের জীবনবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মহানুভাব ১৬৯৫খৃঃ অব্দে,ফ্রান্স রাজ্যের সাম্পেন প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর্টনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন,সামান্যরূপ কৃষি কর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া যথা কথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ডুবাল যখন দশমবর্ষীয়, তখন তাঁহার পিতা মাতা,আর কতক গুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় ছিল না; সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। কিন্তু এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জনাদি দ্বারা পরিশেষে মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর পরে এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বাল-স্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচার দোষে দূষিত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তথা হইতে দুরীকৃত হইলেন। পরিশেষে ঐ কারণেই জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

অনন্তর ডুবাল ১৭০৯ খৃঃঅব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে লোরেন প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বিষম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোন অসম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ দশা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। তথায় মেষপুরীষরাশি ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি ছিল না। যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল সেই কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং পরিশেষে কোন সন্নিবেশবাসী যাজকের আশ্রয় পাইয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া, তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়ে ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ডুবাল শৈশবাবধি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। অতি শৈশবকালেই সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, ইহারা এরূপে নির্ম্মিত হইল কেন, ইহাদিগের সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি, এবম্বিধ বহুতর প্রশ্ন দ্বারা সর্ব্বদাই

বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাই-তেন তাহা যে সন্তোষজনক হইত না ইহা বলা বাহুল্য-মাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোন বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তেই সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে প্রাকৃত লোকেরা মহানু-ভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম কার্য্য সকল দেখিয়া উন্মাদ জ্ঞান করে।

এক দিবস ডুবাল কোন পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈসপ রচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশু, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূ-র্ত্তিতে অলঙ্কৃত ছিল। এ পর্য্যন্ত ডুবালের বর্ণ পরিচয় হয় নাই সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন তাহাদিগের নাম জানিতে ও তত্তদ্বিষয়ে ঈসপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগি-লেন। কিন্তু সেই বালক কোন ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ তাঁহাকে সর্ব্বদাই এইরূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এইরূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, এতাদৃশ

ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যত কষ্টসাধ্য হউক না কেন, যেরূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া,যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই অসম্ভব পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত এক প্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস এক খানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে এই সমস্ত আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থ বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত একদৃষ্টে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল তাবৎ তিনি কোন মতেই ক্ষান্ত হইলেন না।

কিয়দ্দিন পরে তিনি একদা কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে তন্মধ্যে এক ভূগোল চিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্ব্বদৃষ্ট সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন; এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহাই

পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফ্রান্স প্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্দ্ধক্রোশের চিহ্ন বোধ করিয়াছিলেন। পরন্তু সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্তু ভূচিত্রে উহাদিগের অন্তর অতি অল্প লক্ষ্য হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া সেই প্রথম সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন এমন নহে ভূগোল বিদ্যা সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এইরূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। অতএব তিনি বিজন স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে ডিনিয়ুবরের নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া এমন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে তত্রত্য তপস্বী পালিমানের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অনন্তর তপস্বী মহাশয়কে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। পালিমান অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন

এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতি চিরকাল মধ্যেই পালিমানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোনক্রোশ অন্তরে, সেণ্ট এম নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালিমান সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের আশ্রমে তাঁহাকে এক অনুরোধ পত্র সমেত পাঠাইয়া দিলেন। সেই সতীর্থ তপস্বীদিগের আজীবনস্বরূপ যে ছয়টি ধেনু ছিল ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয়, তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। ডুবাল যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন তাহা আশ্রমদর্শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এখানেও পুর্ব্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র মাত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে বিস্তর ব্যাঘাত সত্ত্বেও লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

কোন কোন ভূচিত্রের নিম্নভাগে সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল তাহাতে গ্রিফিন, উৎক্রোশ-

পক্ষী,লাঙ্গূলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমাগত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন পৃথিবীতে এবম্বিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন কুলাদর্শ নামে এক শাস্ত্র আছে এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। শ্রবণ মাত্র ঐ শব্দটী লিখিয়া লইলেন এবং অতি সত্বর হইয়া নিকটবর্ত্তী নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং অবিলম্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্ত অধ্যয়নে ডুবাল অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিত বিপিন মধ্যে নির্জ্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া নির্ম্মল নিদাঘরজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যবেক্ষায় যাপন করিতেন ও মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিকময় নভোমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন—যেরূপ অবস্থা,মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন এই বাসনায় অত্যুন্নত ওকবৃক্ষ শিখরোপরি বন্যদ্রাক্ষা ও উইলো শাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া সারসকুলায়সন্নিভ এক প্রকার বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

ডুবালের ক্রমে ক্রমে যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল পুস্তক বিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তক ক্রয়ের যে নির্দ্ধারিত উপায় ছিল তাহার সেরূপ

বৃদ্ধি হইল না। অতএব তিনি আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন ও কিয়ৎকাল এই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিতে লাগিলেন আয় বৃদ্ধি সম্পাদন নিমিত্ত কখন কখন অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

একদা তিনি কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি এক অতি চিক্কণলোমা অরণ্যমার্জ্জার অবলোকন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অতি দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা মার্জ্জারকে অধিষ্ঠান শাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল; পরে তথা হইতে ত্বরায় নিষ্কাশিত করিবামাত্র তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখ প্রহার করিল। ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরো শক্ত করিয়া ধরিল; পরিশেষে খর নখর দ্বারা চর্ম্মের যত দূর আক্রমণ করিয়াছিল প্রায় সমুদায় অংশ উঠাইয়া লইল। অনন্তর ডুবাল নিকটবর্ত্তী বৃক্ষোপরি বারম্বার আঘাত করিয়া মার্জ্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে তাহাকে গৃহে আনিলেন। আর ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিব এই

আহ্লাদে বিরালকৃত ক্ষতক্লেশ একবার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্যজন্তুর উদ্দেশে সর্ব্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন এবং লুনিবিলে গিয়া সেই সেই পশুর চর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিয়া আনিতেন।

পরিশেষে এক শুভ ঘটনা হওয়াতে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। এক দিবস শরৎকালে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী শুষ্ক পর্ণরাশিতে আঘাত করিবামাত্র ভূতলে কোন উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন উহা স্বর্ণময় মুদ্রা, উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। ডুবাল ইচ্ছা করিলেই ঐ স্বর্ণময় মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ করা গর্হিত ও অধর্ম্মহেতু বলিয়া জানিতেন অতএব পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন-মহাশয়! অরণ্য মধ্যে আমি এক স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছি। আপনি এই ধর্ম্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন যে ব্যক্তির হারাইয়াছে তিনি সেণ্ট এনের আশ্রমে গিয়া আমার নিকটে আবেদন করিলেই আপন বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর ইংলণ্ড দেশীয় ফরষ্টর নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে সেণ্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপ-

স্থিত হইয়া ডুবালের অন্বেষণ করিলেন এবং ডুবাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি এক মুদ্রা পাইয়াছ? ডুবাল কহিলেন হাঁ মহাশয়! তিনি কহিলেন আমি তোমার নিকট বড় বাধিত থাকিলাম সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইবেক অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন তবে আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন অহে বালক! তুমি আমাকে পরিহাস করিতেছ, কুলাদর্শের বিষয় তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল কহিলেন সে যাহা হউক আপনি নিজ আভিজাতিক চিহ্নের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ফরষ্টর তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থে তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি ভূরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তৎকৃত উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক দুই স্বর্ণ পুরস্কার দিলেন; এবং প্রস্থান কালে ডুবালকে, মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া দিলেন। পরে ডুবাল যখন যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক এক রজত মুদ্রা দিতেন। এইরূপে ফরষ্টরের নিকট মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া সেণ্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারি শত খণ্ড

পুস্তক সংগৃহীত হইল। তন্মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

এইরূপে ডুবাল দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত আপনার হীন অবস্থা পরিবর্ত্তের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ এখনও তিনি জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন। প্রতিদিন গোচারণ কালে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করেন এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ না রাখিয়া কেবল অধ্যয়ন বিষয়েই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ধেনু সকলও সচ্ছন্দ রূপে ইতস্ততঃ চরিতে থাকে।

একদা তিনি এইরূপে অবস্থিত আছেন এমন সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌণ্ট বিডাম্পিয়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন। কৌণ্ট মহাশয়, অসংস্কৃত বিরলকেশ অতি হীনবেশ রাখালের চতুর্দ্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া এমন চমৎকৃত হইলেন যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন।

এইরূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয়েরা ডবালকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই স্থলে পাঠকদিগের স্মরণার্থে ইহা লিখিলে অসঙ্গত হইবেক না যে ঐ কুমারদিগের মধ্যে এক জন পরে মেরিয়া থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্ম্মনি রাজ্যের সম্রাট্ হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সকলেই একবারে মুগ্ধ হইলেন; পরিশেষে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন তখন তাঁহারা বাক্‌পথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষ সাগরে মগ্ন হইলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার তৎক্ষণাৎ কহিলেন তুমি রাজসংসারে চল আমি তোমাকে এক উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন রাজসংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্ম্মভ্রংশ হয়; এবং নান্সিতেও দেখিয়াছিলেন বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়। অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই; বরং চিরকাল অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবন ক্ষেপণ করিব; আমি এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখী আছি। কিন্তু ইহাও কহিলেন যদি মহাশয় আমার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন তবে আমি আপনকার অথবা যে কোন ব্যক্তির সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক,ডুবালের যথানিয়মে সৎপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন সমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, প্লোণ্টে মৌসলের জেস্যুটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল অধিক রূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষ-ভাগে ডিউকের পারিস যাত্রাকালে তদীয় সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন, এই অভিপ্রায়ে যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি-বেন। অনন্তর পর বৎসর তিনি তথা হইতে লুনিবিলে প্রত্যাগমন করিলে, ডিউক মহাশয় তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত মুদ্রা বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন এবং কোন বিষয়ে কোন নিয়মে বদ্ধ না করিয়া সচ্ছন্দে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুরাবৃত্তে যে উপদেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে এমন সুখ্যাতি হইল যে অনেকানেক বৈদেশিকেরাও শুশ্রূষাপরবশ হইয়া লুনিবিলে আসিয়াছিলেন।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন। তিনি, আপনার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন

হইলে তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, এবং সেই অবস্থায় যে, মনের সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় সহকারে অন্তঃকরণ মধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেণ্ট এনের আশ্রম পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তেও এক গৃহ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর,তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারগণ ও তাঁহাদিগের অধ্যাপক দিগের সহিত যেরূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন,কোন নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা,সেই অবস্থা ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া স্বপ্রত্যবেক্ষিত পুস্তকালয়ে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জন্মভূমি দর্শন বাসনা পরবশ হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্তরূপে নির্ম্মাণ করাইলেন; আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, ডিউকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে,রাজকীয় পুস্তকালয় ফোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ব্ববৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রভু, হঙ্গরির রাজ্ঞীর পাণি গ্রহণ দ্বারা অভ্যুন্নত সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া, বিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক, পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ প্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞান বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অতএব তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন; এবং রাজপল্লী মধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডুবাল প্রায় সপ্তাহে এক দিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত ভোজন করিতেন।

এইরূপে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলেও তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্ত হইল না। ইউরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রস পরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জ্জনে একাগ্র ছিলেন, সেই রূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন; এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, আপন পুত্রের উপাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কোন কারণ বশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে, কোন কোন রাজকুমারীকে কখন নয়নগোচর করেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। পরে সময় বিশেষে এই কথা উত্থাপন হইলে এক রাজকুমার কহিয়াছিলেন ডুবাল যে আমার ভগিনী-

দিগকে জানেন না ইহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ আমার ভগিণীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস তিনি অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন গাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন সেত ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ভাল গাইত, অতএব ডুবাল উত্তর দিলেন আমি মহারাজের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন কেন। ডুবাল কহিলেন কারণ এই যে, মহারাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে; কিন্তু এই কথায় কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। বাস্তবিক ডুবাল কোন কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব ধর্ম্মাত্মা, জীবনের শেষদশা সচ্ছন্দে ও সম্মানপূর্ব্বক যাপন করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষ রূপে জানিতেন এক্ষণে তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয় বার্ত্তা শ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম ডি রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। মাম্‌সল এনষ্টেশিয়া সোলোফর্ক্ নাম্নী সরকেশিয়া দেশীয়া এক

সুশিক্ষিতা যুবতী, দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগার পরিচারিকা ছিলেন তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে রূপবতী যুবতীদিগকে প্রিয় বিবি বলিয়া সম্বোধন করা দূষণাবহ নহে; এই নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বোক্ত রমণী ও অন্যান্য যে যে গুণবতী কামিনীদিগকে ভাল বাসিতেন সকলকেই উক্ত বাক্যে সম্বোধন করিতেন।

এই সকল দেখিয়া যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে ডুবাল কামিনীগণ সহবাসে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; কিন্তু তাহাদের অধিকতর মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া কখন পরিচ্ছদ পরিপাটীর চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ ও চলন প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। কৃষকদিগের ন্যায় চলিতেন এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপিঙ্গল অঙ্গাবরণ, সামান্য পরিধান, ঘন উপকেশ; কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন এবং লৌহকণ্টকাবৃত স্থূল উপানহ ধারণ করিতেন। তিনি যে পরিচ্ছদ পরিপাটী বিষয়ে এরূপ অনাদর করিতেন তাহা কোন রূপেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে কেবল নির্ম্মল জ্ঞানালোকসহকৃত ঋজু স্বভাব বশতই এরূপ হইত। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারি-

বেক। তাঁহার এক জন কর্ম্মকর ছিল তিনি তাহাকে ভৃত্য বোধ না করিয়া বন্ধুমধ্যে গণনা করিতেন। সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ; অতএব তিনি প্রতিদিন সকাল-রাত্রেই তাহাকে গৃহ গমনের অনুমতি দিতেন, এবং তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্য রূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়াছিলেন। আর রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে মনুষ্যমাত্রই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াসক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন তথাপি অতিদীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত এক মূহুর্ত্তের নিমিত্তেও চরিত্রের নির্ম্মলতা বিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখাল ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার দুঃসহ ক্লেশ প্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

টামস জেঙ্কিন্স

এক্ষণে আমরা এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে তাহা দূরদেশ বা অতীত কালে ঘটিলে তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং বোধ হয় উক্ত হেতুবশতঃ আমরা এ বিষয় লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিতে উদ্যত হইতাম না। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত সন্নিহিত দেশে ও সন্নিহিত কালে ঘটিয়াছে। অতএব কোন অংশ অপ্রমাণিক বোধ হইলে অনায়াসে প্রামাণ্য সংস্থাপন করা যাইতে পারিবে; এই নিমিত্ত আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে এ বিষয় প্রচার করিতেছি।

টামস জেঙ্কিন্স আফ্রিকাদেশীয় কোন রাজার পুত্র। তাঁহার আকার কাফরির সমুদায় লক্ষণোপেত ছিল। তাঁহার পিতা বহ্বায়ত গিনি উপকূলের অন্তর্গত লিটিল কেপ মৌণ্ট সংজ্ঞিত স্থান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জনপদের অনেকাংশের অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাস ক্রয়ার্থ সর্ব্বদা গতায়াত করিত। কাফরিরাজ শরীরগত কোন বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ব্রিটেনীয় নাবিকদিগের নিকট কুক্কুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইয়ুরোপীয়েরা সভ্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে বাণিজ্য বিষয়ে কাফরি জাতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ইহা প্রত্যক্ষ

করিয়া তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যানুশীলনার্থে ব্রিটনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত হাউয়িক প্রদেশীয় কাপ্তেন স্বানষ্টন এই উপকূলে আসিয়া হস্তিদন্ত, স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। কাফরিরাজ তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে আপনি আমার পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন; তাহা হইলে আমি এতদ্দেশোৎপন্ন পণ্য বিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিব।

এই বালক যে প্রকারে স্বানষ্টনের হস্তে ন্যস্ত হইলেন তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু কিছু জাগরূক ছিল। প্রস্থান দিবসে তাঁহার পিতা মাতা কতিপয় কৃষ্ণকায় মহামাত্র সমভিব্যাহারে উপকূল সন্নিহিত এক উন্নত হরিত প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে পোতবণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তাঁহার জননী রোদন করিতে লাগিলেন। স্বানষ্টন ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিলেন আপনাদিগের পুত্র যত পারেন তত বিদ্যা শিখাইয়া কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর ঐ বালক পোতোপরি আনীত হইলেন এবং পোতপতি যদৃচ্ছা ক্রমে তাঁহার নাম টামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।

স্বানষ্টন, জেঙ্কিন্সকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পরিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতেছেন এমন সময়ে দুর্দ্দৈববশতঃ কালগ্রাসে পতিত হই-

লেন। এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিলে কি হইবে তাহার কোন প্রতিবিধান করা না থাকাতে জেঙ্কিন্সের কেবল বিদ্যা শিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমন নহে গ্রাসাচ্ছাদনাদিরূপ অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌন ইন নামক পান্থনিবাসের অন্তর্গত এক গৃহে স্বানষ্টনের প্রাণত্যাগ হয়। তথায় জেঙ্কিন্স স্কটদেশীয় দুরন্ত হেমন্তের শীতে ম্রিয়মাণ হইয়াও সাধ্যানুসারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বানষ্টনের মৃত্যুর পর তিনি শীতে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে সেই স্থানের অধিকারিণী বিবি ব্রৌন রন্ধনাগারের রাশীকৃত প্রজ্বলিত জ্বলনসন্নিধানে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। সমুদায় বাটীর মধ্যে কেবল ঐ স্থানই তাঁহার সচ্ছন্দাবাসের যোগ্য ছিল। তিনি বিবি ব্রৌনের এই দয়ার কার্য্য চিরকাল স্মরণ করিতেন।

জেঙ্কিন্স সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন। পরে মৃত স্বানষ্টনের অতি নিকট কুটুম্ব টিবিয়টহেডবাসী এক কৃষক তদীয় সমস্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি শূকরশাবক ও হংস কুক্কুটাদি গ্রাম্য বিহঙ্গম গণের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পান্থনিবাস হইতে প্রস্থান কালে তিনি কোন রূপে ইঙ্গরেজীর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু এখানে

আসিয়া অতি ত্বরায় সেই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা উচ্চারণের সমুদায় নিয়ম সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ল-র বাটীতে যে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কিছুকাল রাখালের কর্ম্ম করেন। তৎপরে এক প্রকার তৃণ শকটপূর্ণ করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেন। এই কর্ম্ম এমন উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন যে গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে পর, ফলনাসনিবাসী লেডলা নামক এক ব্যক্তি কোন অনির্ণীত হেতু বশতঃ তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া সেই গৃহস্বামীর নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণকায় জেঙ্কিন্স ফলনাসে আসিয়া সকল কর্ম্মই করিতে লাগিলেন; কখন রাখাল হইতেন, কখন বা মজুরায় কর্ম্ম করিতেন; ফলতঃ তিনি কর্ম্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কর্ম্ম এই নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, সর্ব্বপ্রকার সংবাদ লইয়া হাউয়িকে যাইতে হইত। অত্যন্ত মেধা থাকাতে তিনি এই কর্ম্মে বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ লেডলার এক জন প্রকৃত কৃষাণ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রথম অনুরাগ জন্মে। তিনি প্রথম কিরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয় জ্ঞাত নহে। বোধ হয় এই বালকের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধ ছিল; এবং এইরূপ দুরবস্থায় যত দূর হইতে পারে পিতার মানস পূর্ণ করিবার

নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে লেডলার সন্তানদিগের অথবা তাঁহার গৃহদাসী দিগের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন।

লেডলা অতি অল্প দিন মধ্যেই জেঙ্কিন্সকে বর্ত্তিকার শেষ গ্রহণে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জেঙ্কিন্স দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরিমঞ্চে লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল লইয়া তিনি কি করেন এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্বরায় তত্রত্য লোক সকল কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া জেঙ্কিন্স বাসায় গিয়া কি করেন, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে ঐ দীন বালক এক পুস্তক ও প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল একটি পুরাতন বীণাযন্ত্রও তাঁহার নিকটে আছে। ঐ যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি অসুখে যাপন করিতে হইত।

এই রূপে বিদ্যানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে লেডলা তাঁহাকে কোন প্রতিবেশিসংস্থাপিত বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি তথায় অল্প দিন মধ্যে এমন বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন যে সেই প্রদেশের সমুদায় লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইল। যেহেতু কখন কাহারও বোধ ছিল না যে কাফ্রি-

জাতি কোন কালে বিদ্যার্থী হইতে পারে। যাহা হউক, যদিও তাঁহাকে লেডলার ক্ষেত্রসংক্রান্ত নীচ কর্ম্মেই নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হইত,তথাপি তিনি অবকাশমতে ক্রমে ক্রমে বিনা সাহায্যে আপনা আপনি লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। সেই বালক উক্ত ভাষাদ্বয়ের অধ্যয়নার্থ যে যে পুস্তক আবশ্যক তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। আমরা যে সকল বৃত্তান্ত লিখিতেছি ঐ বালক বন্ধুই অধিক বয়সে তৎ সমুদায় আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে যথাশক্তি আনুকূল্য করিয়াছিলেন; কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার বিদ্যালয় না থাকাতে তাঁহারা তাঁহার প্রকৃত রূপে শিক্ষা করিবার সদুপায় ও সুযোগ করিয়া দিতে পারেন নাই।

অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে লেড-লারা স্ত্রীপুরুষে তাঁহার প্রতি যে সৌজন্য দর্শাইয়া-ছিলেন স্বমুখে তাহা বর্ণন করিতে তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছ্বলিত ও নয়নদ্বয় বিগলিত বাষ্প সলিলে প্লাবিত হইত। কিয়দ্দিন পরে লাটিন ও গ্রীক ভাষাতে এক প্রকার বোধাধিকার জন্মিলে, তিনি গণিত বিদ্যার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

জেঙ্কিন্স যে এক গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন তাহা তাঁহার জীবনচরিতের মধ্যে একটা প্রধান ব্যাপার বলিয়া

পরিগণিত হইয়াছে। হাঙিয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় হইবে শুনিয়া, তিনি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বয়স্যের সহিত তথায় গমন করিলেন। তিনি যে বেতন পাইতেন তাহার মধ্যে ছয় টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহচরও স্বীকার করিলেন যদি কোন বিশেষ পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত আর কিছু আবশ্যক হয় আমারও বার আনা সংস্থান আছে দিতে পারিব। এক্ষণে অধ্যয়ন বিষয়ে গ্রীকভাষার অভিধান অত্যন্ত উপযোগী জ্ঞান করিয়া বিক্রয় অবসরে জেঙ্কিন্স তাহার মূল্য ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। যে পুস্তক কেবল বহুজ্ঞ বিদ্যার্থীর প্রয়োজনোপযোগী, অতি হীনবেশ এক জন কাফরিকে তৎক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির জেঙ্কিন্সের সহচরের সহিত আলাপ ছিল। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন মনক্রিফ তাঁহাদের ছয় টাকা বার আনা মাত্র সংস্থান অবগত হইয়া কহিলেন তোমার যত দূর পর্য্যন্ত ইচ্ছা হয় মূল্য ডাকিবে। যাহা অকুলান পড়িবে আমি তাহার দায়ী রহিলাম।

জেঙ্কিন্স, মনক্রিফ মহাশয়ের এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং তিনি আপনাদের

সঙ্গতি পর্য্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে ক্ষান্ত হইবামাত্র, তাঁহার সহচর মূল্য ডাকিতে লাগিলেন। দীন কাফ্রিবালক তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন বয়স্য! কি কর তুমি ত জান আমাদিগের এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ বালক তাঁহার সেই নিষেধ না মানিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে বন্ধুহস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মনক্রিফ মহাশয়কে এ বিষয়ে কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য করিতে হইয়াছিল। জেঙ্কিন্স আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া পুস্তক লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে উহা সার্থক করিয়াছিলেন তদুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কাফ্রি জাতির বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বরূপ সেই সুবোধ বালকের স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল। ইহাতে আমরা একবারেই এই উত্তর দিতে পারি যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জেঙ্কিন্স বিনীত নিরহঙ্কৃত ও দুষ্ক্রিয়াসক্তিশূন্য ছিলেন। তাঁহার আচরণ এমন অসামান্য সৌজন্য ব্যঞ্জক ছিল যে, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। ফলতঃ, সমুদায় উচ্চ টিকিয়টহেড প্রদেশে অতিমাত্র লোকরঞ্জন বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত, ইনি তন্মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও

আলস্য বা ঔদাস্থ করিতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার নিযোগ্যেরা অত্যন্ত সমাদর করিতেন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার স্বদেশ ভাষার বিন্দুবিসর্গও মনে না থাকাতে স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সামান্য কৃষকদিগের সহিত শরীরের বর্ণ ব্যতিরিক্ত কোন বিষয়েই বিভিন্নতা ছিল না। কিন্তু এই মাত্র বিশেষ যে তিনি তাহাদিগের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্যানুশীলন দ্বারা সময় যাপন করিতেন। খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার দ্রঢ়ীয়সী শ্রদ্ধা ছিল এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রত্যেক বিধি প্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় জেঙ্কিন্স অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত। আর তিনি বিদ্যালাভের নিমিত্ত যে অশেষ প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা গণনা না করিলেও সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেন, সন্দেহ নাই।

জেঙ্কিন্সের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে টিবিয়ট হেডের পাঠশালায় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। উক্ত কৃষকবহুল জনপদের নিবাসিগণের শিক্ষার্থে যে পাঠশালা ছিল ইহা তাহার শাখা স্বরূপ। এই বিষয়ে জেটবর্গের যাজকগণের উপর এই ভারার্পণ হইল যে তাঁহারা কোন এক দিন হাউয়িকে সমাগত হইয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষা করিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিবেন।

পরীক্ষা দিবসে ফলনাসের কৃষ্ণকায় কৃষকও পুস্তকরাশি কক্ষে করিয়া অতি হীনবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকেরা কাফ্রিকে পরীক্ষাদানার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশংসাপত্র দর্শনে অন্যান্য তিন চারি জন কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের ন্যায় তাঁহারও যথা নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইল, অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরীক্ষাতে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষায় এমন উৎকৃষ্ট হইলেন যে পরীক্ষকদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। তখন জেঙ্কিন্স জয়প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এই আলোচনা করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন যে এক্ষণে আমি যে পদে নিযুক্ত হইব তাহা পূর্ব্বতন সমুদায় কর্ম্মাপেক্ষা উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জ্জনের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ও সদুপায় হইবেক।

কিন্তু কিয়ৎকালের নিমিত্ত জেঙ্কিন্সের এই অভ্যুদয়াশা প্রতিহত হইয়া রহিল। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী যাজকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কাফ্রিকে উপস্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি পরীক্ষাদানের সমুদায় ফলে বঞ্চিত হইয়া, জাতি ও অবস্থার অপকর্ষ নিমি-

ত্তই এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে, এই মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু যাজকমণ্ডলীর এই অবিচারে তিনি যেরূপ বিষাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর ডিউক আব বক্লিয়ু প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে উদ্যুক্ত হইয়া বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে পরীক্ষোত্তীর্ণ জেঙ্কিন্সকে নিযুক্ত করা যাইবেক এবং এ পর্য্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন ইহাকে পুনরায় তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর অতি ত্বরায় এক কর্ম্মকারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নিরূপণ করিয়া জেঙ্কিন্সকে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় বালক ও তাহাদের পিতা মাতারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমুদায় ছাত্র পূর্ব্ব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া জেঙ্কিন্সের নিকটেই অধ্যয়ন করিতে লাগিল। জেঙ্কিন্স কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু অল্পকালেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এমন বেতন পাইতে লাগিলেন যে তাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

তিনি অতি ত্বরায় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দ প্রবাহে মগ্ন

হইলেন; আর তাঁহার প্রতিপক্ষ যাজকমণ্ডলীর মুখ মলিন হইল। তিনি শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক প্রণালী জানিতেন; কোন প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া কেবল কৌশলবলে কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে স্বীয় ছাত্রবর্গের সাতিশয় প্রিয় ও নিযোগ্যগণের অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য্য করিতেন এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা করিতেন প্রতি শনিবার অবাধে হাউয়িকে গমন করিয়া তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া আসিতেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, তিনি শিক্ষক হইয়াও স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই।

এইরূপে দুই এক বৎসর পাঠশালার কার্য্য সম্পাদন করিলে, জেঙ্কিন্সের দুই শত মুদ্রার সংস্থান হইল। তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া শীত কয়েক মাস কোন প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া লাটিন, গ্রীক ও গণিত শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষবর্গের অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন; অতএব তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি উপস্থিত ব্যাপারে সৎপরামর্শ লইবার নিমিত্ত তাঁহার দয়ালু বন্ধু মনক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই দয়াবান্ ব্যক্তি তাঁহার গ্রীক অভিধান ক্রয় কালে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরেও আর আর অনেক উপকার করেন।

মনক্রিফ পরিচয় দিবসাবধি জেঙ্কিন্সকে অদ্ভুত পদার্থ মধ্যে গণনা করিতেন। এক্ষণে তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমৎকৃত হইলেন; এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন শুন জেঙ্কিন্স! ইহাতে কোন রূপেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তদ্দ্বারা শুল্কদান নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু ঐ বদান্য বন্ধু তাঁহার ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহার হস্তে এক অনুমতি পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন এডিনবরা নগরে অমুক বণিক্‌কে লিখিলাম; অতিরিক্ত যখন যাহা আবশ্যক হইবেক তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে।

তখন জেঙ্কিন্স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া এডিনবরা প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ লাটিনের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া, তাঁহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবেশিকা প্রার্থনা করাতে, তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি লাটিনের কিছু শিখিয়াছ কি না। জেঙ্কিন্স বিনীতভাবে উত্তর করিলেন আমি বহু কাল লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি; এক্ষণে উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভের আশয়ে এই স্থানে আসিয়াছি। উক্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক

প্রবেশিকা প্রদান করিলেন,কিন্তু বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিয়মিত শুল্ক গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর জেঙ্কিন্স অন্য দুই জন অধ্যাপকের নিকট প্রার্থনা করাতে,তাঁহারাও উভয়ে প্রথমতঃ চমৎকৃত হইয়াছিলেন; পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে নিবেশিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি, এইরূপে তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া, শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতি পুর্ব্বক অভিলাষানুরূপ অধ্যয়ন সমাধান করিলেন, অথচ পরম দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতি পত্রের উপরি অধিক নির্ভর করিতে হইল না। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, টিবিয়টহেডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তিনি পুনর্ব্বার যথা নিয়মে পাঠশালার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষ ভাগ যেরূপে উপসংহৃত হইলে সকলের মনোরঞ্জন হইত সেরূপ হয় নাই। আমাদিগের বোধে কোন লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতা সম্পাদন ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন।

প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল, প্রতিবেশবাসী কোন সদাশয় ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, ঔপনিবেশিক দাসমণ্ডলীর উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া, জেঙ্কিন্সকে খৃষ্টধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার নিকট বলিয়া দেন। উক্ত

সভার অধ্যক্ষেরা জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া, উপদেশকতার ভার দিয়া, মরিশস্ উপদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়োগ তাঁহার পক্ষে কোন রূপেই উপযুক্ত হয় নাই।

সর উইলিয়ম জোন্স।

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০এ সেপ্টম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী অসামান্য-গুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্স অতি শৈশব কালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও গাঢ়তর বিদ্যানুরাগে দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইয়া-ছিলেন। ইহা বিদিত আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে যদি কোন বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন পড়িলেই জানিতে পারিবে। এইরূপে পুস্তক পাঠ বিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে; এবং তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে তিনি হ্যারো নগরের পাঠশা-লায় প্রেরিত হয়েন; এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়ন বিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন, এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন।

বাস্তবিক তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানু-রাগী ছিলেন যে তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়া ছিলেন এই বালক সালিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই নিদ্রা প্রতিরোধের নিমিত্ত কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এই প্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে ; ইহাতে অনায়াসেই রোগ জন্মিতে পারে। জোন্স অব-কাশ কালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে তিনি কোকলিখিত ব্যবহার শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহার বিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা সর্ব্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

দৃষ্ট হইতেছে, জোন্স ভাষা শিক্ষা বিষয়ে স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়,যে সকল ব্যক্তির ভাষা শিক্ষায় বিশেষ অনু-রাগ ও নৈপুণ্য থাকে,তাহাদের প্রায় অন্য কোন বিষয়ে বুদ্ধি প্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের বিষয়ে সেরূপ লক্ষ্য হইতেছে না। তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগী বহুতর জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতেও বিশিষ্ট রূপ পারদর্শী ছিলেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তিনি এসিয়া খণ্ডের

ভাষা সমূহ শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপূর্ব্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায় কাল উপস্থিত হইলে,তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন; এবং ইটালীয়, স্পানিশ, পোর্তুগীজ ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন; এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য খড়্গপ্রয়োগ এবং বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে জননীকে বিদ্যালয়ের বেতন দান রূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন,এই আশয়ে তিনি পুর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, উক্ত অভিলষিত বৃত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে কোন রূপে অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতা কার্য্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়দ্দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে,তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্ম্মনির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্পা নামক নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; এই সুযোগে তিনি জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করেন। এই জীবনবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত ছিল।

কিয়দ্দিনানন্তর তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতা কর্ম্ম রহিত হওয়াতে, ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পল নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই রূপে বিষয়কর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলন একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সে সমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহাতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং অবলম্বিত ব্যবসায় বিষয়ে ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। পরে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে উক্ত চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের বহু পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহিত্য বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই, লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটী নামক সভাকে আদর্শ করিয়া

স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদেযাগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সভা স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এবং প্রতিবৎসর বহুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় শব্দ বিদ্যা ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সভার কার্য্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর বিচারালয় বন্ধ ব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময় যেরূপে দিবস যাপন করিতেন তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার এই বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে প্রথমতঃ এক খানি পত্র লিখিয়া, কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ; অপরাহ্ণে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত; পরিশেষে দুই চারি বাজী শতরঞ্চ খেলিয়া ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া দিবাবসান করিতেন।

তিনি এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজঃ হইয়া যায় যে মধূত্থ বর্ত্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত

হইয়া শয্যাগত থাকিয়াও বিনা সাহায্যে উদ্ভিদ বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করেন তাহাতে গ্রীশ, ইটালি ও ভারতবর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি আপন মনকে এমন দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন যে এইরূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়দ্দিবস পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে বিচারালয়ের কার্য্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীর সন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে কার্য্য বশতঃ প্রতিদিন বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান্ লার্ড টিনমৌথ কহেন যে তিনি প্রতি-দিন সূর্য্যাস্তের পর এই স্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; এবং এমন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন যে পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয় কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্য্যা-রম্ভ হইবার পূর্ব্ব যে সময় থাকিত তাহা রীতিমত পৃথক পৃথক্ অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি, রাত্রি তিন চারিটার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্ম্ম বন্ধ হইলেও তিনি কর্ম্মেই ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্ম্মবন্ধ সময়ে কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে লিখিয়াছি-লেন, "আমি এই গ্রাম্য কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; এই তিন মাস কর্ম্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমি-ত্তেও কর্ম্মশূন্য নহি। ইচ্ছানুরূপ বিদ্যানুশীলনের সহিত স্বকীয় বিষয় কার্য্যের ভুয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা মিথ্যা ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পরিবেক না"। বাস্তবিক এইরূপ সার্ব্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই তাঁহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

যে সকল মোকদ্দমা শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক; সে সমুদায়, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়াই, অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবেক এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান

হইয়াছে তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদেযাগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইঙ্গরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের আরম্ভেই মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্য্য নিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অবিশ্রান্ত এইরূপ অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হয়, এবং ঐ রোগেই উক্ত মাসের সপ্তবিংশ দিবসে অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল ; তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর মনোযোগ থাকাতেই তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখন উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব ; এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের

সম্ভাবনা করিয়া, অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমৌথ কহেন যে ইহাও তাঁহার এক নির্দ্ধারিত নিয়ন ছিল, যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে বিবেচনাপূর্ব্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোন ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি কখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু তিনি যে পৃথক্ পৃথক্ এক এক কর্ম্মের নিমিত্ত সময় নিরূপণ করিতেন এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই নির্দ্ধারিত সময়ে তত্তৎ কর্ম্মের সমাধান করিতেন, আমার বোধে এই মহাফলদায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিতচিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুতে সর্ব্বসাধারণের যে রূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞান বিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোন ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক নিপুণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্ব্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। আর যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায় সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত এত অধিক অনুরক্ত না হইতেন

এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আপন শক্ত্যনুযায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান্ হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত রূপ অবকাশ পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব বিষয়েও অসাধারণ খ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্টপালের কাথিড্রলে তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ

দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ

অংশ, (Degree) অক্ষাংশ। ভূগোলবেত্তারা বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব পশ্চিম ভূভাগ ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন ইহার এক এক ভাগ এক এক অক্ষাংশ।

অযথাভূত, (Perverted) যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে। অযথাভূত দর্শন শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য তাহা প্রতিপন্ন না করিয়া তদ্বিপরীতার্থ প্রতিপাদক।

অস্থিত পাটীগণিত, (Arithmetic of Infinites) এক প্রকার অঙ্ক শাস্ত্র।

আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, (Focal Distance) অধিশ্রয়ণ অগ্নিস্থান, চুল্লী। আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয় তাহাকে অধিশ্রয়ণ কহা যায়। মুকুরের সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চভাগ ও অধিশ্রয়ণ এই উভয়ের অন্তরকে আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি কহে।

আভিজাতিক চিহ্ন, (অভিজাত কুল, বংশ) কুলপরিচায়ক চিহ্ন।

আবিষ্ক্রিয়া, (Discovery) অপ্রকাশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন।

উদ্ভিদবিদ্যা, (Botany) উদ্ভিদ, তরু গুল্মাদি। তরু গুল্মাদির অবয়বসংস্থান, প্রত্যেক অবয়বের কার্য্য, উৎপত্তি স্থান, জাতিবিভাগ ইত্যাদি যে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে।

উপকূল, (Coast) বেলাভূমি, সমুদ্রসন্নিহিত ভূপ্রান্তভাগ।

উপপ্লব, (Tumults) প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাগণের অভ্যুত্থান।

ঔপনিবেশিক, (Colonial) উপনিবেশ কোন দূর দেশে কৃষিকর্ম্ম ও বাস করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি হইতে যে সকল লোক লইয়া যাওয়া যায়; তৎসম্বন্ধীয় ঔপনিবেশিক।

কক্ষ, (Orbit) গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ।

কীর্ত্তিস্তম্ভ, (Monument) ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থে অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম ও কীর্ত্তি রক্ষার্থে নির্ম্মিত স্তম্ভাদি।

কুলাদর্শ, (Heraldry) বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন বিষয়ক শাস্ত্র।

কুসংস্কার, (Prejudice) সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।

কেন্দ্র, (Centre) ঠিক মধ্যস্থান।

গণিত, (Mathematics) পরিমাণ ও অঙ্ক বিষয়ক শাস্ত্র।

গবেষণা, (Research) কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান।

গ্রহনীহারিকা, (Planetary Nebulae) যে সকল নীহারিকা, গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

চরণাবরণ, (Stocking) মোজা।

চরিতাখ্যায়ক, (Biographer) যে ব্যক্তি কোন লোকের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে।

চিত্রশালিকা, (Museum) চিত্র অদ্ভূত বস্তুত; শালিকা আলয়। যে স্থানে প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, পদার্থমীমাংসা ও সাহিত্য বিদ্যা সংক্রান্ত এবং শিল্পসাধিত কৌতুহলোদ্বোধক বস্তু সকল স্থাপিত থাকে।

ছায়াপথ, (Milky Way) নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান জ্যোতির্ম্ময় তির-শ্চীন পথ।

জলোচ্ছ্বাস, (Tide) (জল-উচ্ছ্বাস) জলের স্ফীততা, জোয়ার।

জাতীয় বিধান, (National Law) বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা, (Astronomy) গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণ কাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও সৎসম্বন্ধ সমস্ত ঘটনা নিরূপক শাস্ত্র।

জ্যোতিষ্ক, (Heavenly Bodies) গ্রহ নক্ষত্রাদি।

টঙ্কবিজ্ঞান, (Numismatics) টঙ্ক মুদ্রা, টাকা। নানা দেশীয় ও নানাকালীন টঙ্ক পরিজ্ঞানার্থক বিদ্যা।

তুলামান, (Libration) তুলাদণ্ডে পরিমাণ করণ। চন্দ্রের তুলামান শব্দে চন্দ্রমণ্ডলবৃত্তি পরীবর্ত্ত। এই পরীবর্ত্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তসন্নিহিত কোন কোন অংশের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

তূর্য্যাচার্য্য, তূর্য্য (Music) বাদ্য; আচার্য্য উপদেশক। যে ব্যক্তি বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে।

তূর্য্যাজীব, (Musician) তূর্য্য বাদ্য; আজীব জীবিকা; বাদ্যব্যবসায়ী।

দূরবীক্ষণ, (Telescope) দূর—বীক্ষণ। দূরস্থিত বস্তু দর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র, দূরবীণ।

দৃষ্টিবিজ্ঞান, (Optics) আলোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্যা।

দ্বিপাদপ্রমিত, যাহার পরিমাণ দুই (ফুট) পা।

দেবালয়, (Church) দেব ঈশ্বর; আলয় স্থান; ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, গির্জা।

ধাতুবিদ্যা, (Mineralogy) ধাতু ভূগর্ভে স্বয়মুৎপন্ন নির্জীব পদার্থ; যেমন স্বর্ণ, লৌহ, প্রস্তর, পারদ, লবণ, অঙ্গার প্রভৃতি; এতদ্বিষয়ক বিদ্যা।

নক্ষত্রবিদ্যা, (Astrology) গ্রহ, নক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভনির্ব্বচন ও ভবিষ্যসংসূচক বিদ্যা।

নাড়ীমণ্ডল, (Equator) বিষুবরেখা। সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবা রাত্রি সমান হয়।

নীহারিকা, (Nebulae) নীহার কুজ্ঝটিকা। যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয় কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা অবলোকন করিলে কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয় তৎসমুদায়ের নাম নীহারিকা।

নৈসর্গিক বিধান, (Natural Law) নৈসর্গিক স্বাভাবিক; বিধান নিয়ম, ব্যবস্থা। মানবজাতির ঐশিক নিয়মানুসারী পরস্পর ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র। যথা; কেহ কাহারও হিংসা করিবেক না ইত্যাদি।

নৈহারিক নক্ষত্র, (Nebulous Stars) যে সকল নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

পদার্থবিদ্যা, (Natural Philosophy) বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্র।

পরিপ্রেক্ষিত, (Perspective) পরি সর্ব্বতোভাবে; প্রেক্ষিত দর্শন, বস্তু সকল বাস্তবিক সত্তা কালে যেরূপ প্রতীয়মান হয় আলেখ্যে তাহাদিগের তদনুরূপ বিন্যাস নিয়ামক বিদ্যা।

পর্য্যবেক্ষণ, (Observation) [পরি-অবেক্ষণ] অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন।

পাঞ্চপাদিক, যাহার পরিমাণ পাঁচ [ফুট] পা।

পাটীগণিত, (Arithmetic) অঙ্ক বিদ্যা।

পান্থনিবাস, (Inn) পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান; যে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটক প্রদান পূর্ব্বক আপাততঃ অবস্থিতি করে।

পারিপার্শ্বিক, (Satellite) পার্শ্ববর্ত্তী, পার্শ্বচর; উপগ্রহ, কোন বৃহৎ গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ; পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র।

পুরাগত }
পৌরাণিক } পূর্ব্বতন কালীন।

প্রকৃতি, (Nature) ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ সংজ্ঞা।

প্রতিপোষক, (Patron) সহায়, আনুকূল্যকারী।

প্রতিভা, (Genius) অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি।

প্রবেশিকা, (Ticket) যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়; টিকিট।

প্রস্তরফলক (Slate) শেলেট।

প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, (Reflecting Telescope) আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরল রেখায় গমন পূর্ব্বক প্রতিবিম্ব স্বরূপে পরিণত হয়।

প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, (Natural History) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত, অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তু সমুদায়ের বিবরণ। জন্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত।

বন্ধুর, (Rough) উচ নীচ, আবুড়া খাবুড়া।

মনোবিজ্ঞান, (Metaphysics) মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

মণ্ডল, (State) প্রদেশ, রাজ্য।

মধূখবর্ত্তিকা, মোমবাতি।

মেরুদণ্ড, (Axis) ভূগোলের অন্তর্গত উভয় কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরল রেখা। এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করে।

রঙ্গভূমি, (Theatre) যেখানে নাটকের অভিনয় হয়।

রাজবিপ্লব, (Revolution) রাজ্য শাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন।

রোমীয় সম্প্রদায়, (Romish Church) রোম নগরীয় ধর্ম্মালয়ের মতানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক।

বিজ্ঞান, (Science) পদার্থের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্র, যথা জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

বিজ্ঞাপনী, (Report) বাচিক অথবা লিপি দ্বারা কোন বিষয় আ-
    বেদন করা।

বিধানশাস্ত্র, (Law) ব্যবস্থা শাস্ত্র।

বিমিশ্র গণিত, (Mixed Mathematics) যাহাতে পদার্থ সম্বন্ধ রাশি
    নিরূপণ করা হয়।

বিশপ, (Bishop) ধর্ম্মবিষয়ক অধ্যক্ষ।

বিশুদ্ধ গণিত, (Pure Mathematics) যাহাতে পদার্থের সহিত
    কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণ মাত্র করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, (University) [বিশ্ব বিদ্যা আলয়] সর্ব্ব প্রকার
    বিদ্যার আলোচনা স্থান।

ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাধিকরণের বিধিজ্ঞ। ধর্ম্মাধিরণ আদালত।

ব্যবহারসংহিতা, (Law) ব্যবস্থা শাস্ত্র, আইন।

ব্যবহারাজীব, (Lawyer) ব্যবহার মোকদ্দমা; আজীব জীবিকা;
    যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া মোকদ্দমা
    সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। উকীল ইত্যাদি।

শঙ্কু, (Index) ঘড়ীর কাঁটা।

শঙ্কুপট্ট, (Dial-Plate) দণ্ড পলাদি চিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার।

শতাব্দী, (Century) শত বৎসরাত্মক কাল; সংবৎ ১৯০১ অবধি
    ২০০০ পর্য্যন্ত কাল এক শতাব্দী; তদনুসারে ইহা কহা যাইতে
    পারে, এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

শিলিং, (Shilling) আধ টাকা।

সুকুমার বিদ্যা, (Polite Learning) সাহিত্যাদি শাস্ত্র।

স্থিতিস্থাপক, (Elasticity) আকুঞ্চন, প্রসারণ, অভিঘাতাদি করি-
    লেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণ প্রভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব
    প্রাপ্ত হয়।

স্বাত্মরক্ষা, (Fencing) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে তরবারি
    প্রয়োগ বিষয়ক নৈপুণ্যসাধন বিদ্যা।

আনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান।

তদ্বংশীয়

শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন দা[illegible]

বিরচিত।

সাকিন কলিকাতা সোভাবাজার।

কলিকাতা।

চাক যন্ত্রে, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্প

১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মু

সন ১২

ন তিনি বুদ্ধিমান্ ॥

রাম সেন ষ্ট্রিট হইল ॥

লিঙ্গ হয় স্থাপন তাহাতে ॥

ং বিনষ্ট নাহি অপূর্ব্ব প্রভাবে ॥

আদ্যকালাবধি ইহা লোকেতে বর্ণন ॥

টা। সর্ব্বদেব অভিষিক্ত তথা পরিপাটী ॥

নির্ঘণ্টপত্র।

শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
অথ সেনজীর কীর্ত্তির বর্ণন, ...	১
" সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়া গুরুলব্ধ ইত্যাদি,	২
" সেনজীর মাতার জল সংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে দ্বাদশ সরোবর খনন ও স্বপ্নের মাহাত্ম্য, ...	৩
" এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয়, ...	৬
" সেনজীর পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রায় লক্ষ্মী পূজা বিবরণ ও একাদশ জলাশয় সম্পূর্ণ, ...	৮
" সেনজীর প্রতি ভগবতীর স্বপ্ন ও শনি হৈতে রক্ষা, ...	৯
" সেনজীর শনি প্রবেশ, ...	১০
" সেনজীর বাটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি, ...	১১
" সেনজীর ৺রামেশ্বরের স্তুতি, ...	১২
" সেনজীর সোভাবাজার বাটী পরিত্যাগ, ...	১৩
" সেনজীর বাটীতে দস্যের আক্রমণ ও মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ, ...	১৩
" সেনজীর হিজলি মোকামে অবস্থিতি ও মাতার ব্রতপালনে দ্বাদশ জলাশয় খনন, ...	১৪
" সনজীর হিজলী বাটী পরিত্যাগ ও সোভাবাজারে পুনরাগমন,	১৫
" নজীর মাতার ব্রতপালনে দ্বাদশ পুষ্করণী উৎসর্গ ও রথ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি ও বাটী দান, ...	১৬
ব পিতৃ দৌহিত্র ও চারিকন্যার বিবরণ, ...	১৭
ন্ধশাপ ও তদ্বংশে তাহার ফল, ...	১৮
অবস্থিতি ও মোহন্তর আদেশে ও কর্ম্মের প্রমাণ,	১৯
ত্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং তাঁহার ও শাপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত, ...	২১
মুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম পুরুষে ...	২২
নরাগমন, তাঁহার পুত্রশোক ও ...	২[illegible]

শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান

পয়ার।

প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম। শোভাবাজারের কুল সেন বংশ নাম॥
দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব। তদ্‌পূর্ব্বের বার্ত্তা জানা নাহিক সম্ভব॥
সুতানুটি গোবিন্দাদি পুর বলি খ্যাত। এবে কলিকাতা যথা সেস্থানবিখ্যাত॥
ইংলণ্ডীয় অধিকার বহু পূর্ব্ব কথা। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথা॥
সুতানুটি পরগণার স্থিত মধ্য স্থান। বলিয়া এখন শোভাবাজার বাখান॥
এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হইতে। জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে॥
মুরশিদাবাদে কর্ম্ম করিতেন তিনি। শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি॥
ধনেতে কুবের তুল্য ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির। দ্বিজ পরায়ন অতি বুদ্ধিতে সুধীর॥
দেওয়ান বলিয়া খ্যাত সেন নন্দরাম। আদি পুরুষের মম জান এই নাম॥
আবাদ জঙ্গল বুরি করেন এখানে। কত কীর্ত্তি করিলেন বহুবিধ স্থানে॥
আমি বা লিখিব কত সকল না জানি। স্থানে২ চিহ্ন দেখে ধন্য বলে মানি॥
জয়ন্তী করিছে তাঁর কীর্ত্তির বর্ণন। মনযোগে শুন যার ধর্ম্মে থাকে মন॥

অথ সেনজীর কীর্ত্তির বর্ণন।

প্রায় অর্দ্ধ শোভাবাজারের দিব্য স্থান। পত্তিক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমান্॥
মধ্যে পথ রাখি পুরী প্রকাশ পাইল। হাল নন্দরাম সেন ইষ্ট্রিট হইল॥
বৃহৎ দেবায়তন সর্ব্ব সম্মুখেতে। রামেশ্বর লিঙ্গ হয় স্থাপন তাহাতে॥
অপূর্ব্ব মন্দির অদ্য তক সম ভাবে। কিছুই বিনষ্ট নাহি অপূর্ব্ব প্রভাবে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সেই দেবায়তন। আদ্যকালাবধি ইহা লোকেতে বর্ণন॥
তৎপরে নির্ম্মিত হয় দিব্য বিগ্রবাটী। সর্ব্বদেব অভিষিক্ত তথা পরিপাটী॥

তদুপরে গঙ্গাতীরে ঘাটের নির্ম্মাণ। হাটখোলা গোলাবাটী তাহার বাখান॥
শিবাবলি বাটী পরে করেন মহান। সর্ব্বান্তে বসত বাটী দীর্ঘল প্রমাণ॥
সপ্তবিঘা ভূমি মধ্যে বাস্তু অট্টালিকা। বিভিন্ন আবাস স্থানে২ প্রকাশিকা॥
গুরু পুরোহিত স্থান নাহি কিছু ভ্রম। অশ্বশালা হয় মাত্র গাভির আশ্রম॥
শোভাবাজারেরবাসি জয়ন্তীচন্দ্র সেনে। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি পয়ারেতে ভণে॥

অথ সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়া গুরু লব্ধ ইত্যাদি।

নিত্য সেবা স্থির হয় সকল দেবের। শিবাবলি ব্রত হয় সঞ্চার পুণ্যের॥
পাচক ব্রাহ্মণ নিত্য করিত রন্ধন। অন্ন পরমান্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
নিত্য নিত্য নব পাত্রে রন্ধন হইত। নব সুর্প সাজাইয়া প্রত্যহ রাখিত॥
সন্ধ্যাপরে লক্ষ২ শিবা উপস্থিত। প্রত্যেকেতে আলাহিদা খায় পরিমিত॥
সর্ব্ব রাত্রি বাটীমধ্যে থাকিত শুইয়া। প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে করিয়া॥
অরণ্যে যাইত চলি দিবা আগমনে। পুনঃসন্ধ্যাকালে পৌঁছে খাইতেসেখানে
এইরূপ নিত্য হয় শিবাবলি ব্রত। কিবা ধর্ম্ম ছিল তাঁর কহিব বা কত॥
গাভিশালা যাইতেন প্রত্যহ আপনি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেব স্থান যিনি॥
শর্করা পানীয় করে গাভীগণ পান। সেবক গাভীর কাছে সদা বর্ত্তমান॥
শিব বিগ্র যত দেব নিত্য সেবা হয়। আপনি থাকেন নিত্য সেসব আলয়॥
নিত্য সেবা পরে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন। তৎপরে হইত অন্তঃপুরেতে গমন॥
ছিলেন জননী তাঁর বৃদ্ধা অতিশয়। যেন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি সব ধর্ম্মময়॥
মাতার পাদক জল করিতেন পান। আপন আহার পরে করেন মহান্॥
কর্ম্ম গুণে ধর্ম্ম যদি হইল প্রমাণ। নাম ধাম পুণ্য যশ ঘোষে স্থানে স্থান॥
ভাটপাড়া দেবতুল্য গুরুর বাখান। ধর্ম্ম ভক্তি শুনি তিনি আসি অধিষ্ঠান॥
বিশ্বত্রাতা জন্য নাম বিশ্বনাথ তাঁর। তর্কের বাগীশ তাহে নামে অলঙ্কার॥
প্রথমে পরীক্ষা করি ধর্ম্মে পুণ্যে মতি। প্রসন্ন হইয়া মন্ত্র দেন মহামতি॥
ভাটভাড়া দেবগণে শুদ্র শিষ্য নাই। ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন গোঁসাই॥
ত্যজিতে এমত ভক্ত নাহি স্মরে মন। তাহেসে পুরুষ মহা বন্দেন চরণ॥

প্রসন্ন হইয়া তবে শিষ্য কন তাঁরে। আশীর্ব্বাদ নিস্মরিল মুখেতে সত্বরে॥
চিরবধি তব পুণ্য ঘুষিবে সংসারে। নির্ণাম নাহিক হবে জগত ভিতরে॥
ধর্ম্মের সংসার তব প্রাকৃত হইবে। তব বংশে অধর্ম্মের বৃদ্ধি না রহিবে॥
দুষ্কর্ম্মিপাপিযে হবে তোমার বংশেতে। শিঘ্রতার বংশলোপ হইবেকালেতে॥
ইথে কিছু মনদুঃখ কভু না করিবে। পাপিরে রাখিলে বৃদ্ধি পাপের হইবে॥
তাহাতে পুণ্যের বংশখ্যাত নাহি হয়। পাপি যত শিঘ্র ক্ষয় উত্তম নিশ্চয়॥
শুনিয়া গুরুর কথা ভাবিত অন্তর। কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসিলেন সত্বর॥
কহিলেন বংশে মম পাপস্পর্শ হৈলে। অবশ্য হইবে তার বংশ লোপ কালে॥
কিন্তু এক কথা এবে করি নিবেদন। ক্রমে কলি বৃদ্ধি হয় জানে সর্ব্বজন॥
পাপে মুগ্ধ প্রায় হৈবে যত জন্মে নর। গুরুদেব হৈবে কিসে বংশ রক্ষা মোর॥
পাপকর্ম্মে দেব যদি বংশ নাশ পায়। নির্ণাম হইব আমি কি হবে উপায়॥
সন্তুষ্ট হলেন গুরু শুনিয়া বচন। আশ্বাস দিলেন তাঁরে সহাস্য বদন॥
আশীষ করিনু এবে ওহে নন্দরাম। কোন কালে তুমি নাহি হইবে নির্ণাম॥
ক্ষণমাত্র ধর্ম্মলোপ তোমার সংসারে। কভু নাহি হৈবে ইহা জানিহ অন্তরে॥
সর্ব্বকালে কোন জন ধর্ম্মে কর্ম্ম রত। জন্মিবে তোমার বংশে জানিহ নিশ্চিত॥
সেনজী আশীষ লব্ধে জয়ন্তীর মন। গুরু ধ্যান গুরু জ্ঞান গুরু আকিঞ্চন॥

অথ সেনজীর মাতার জলসংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে দ্বাদশ সরোবর খনন ও স্বপ্নের মাহাত্ম্য।

অপর শুনহ বার্ত্তা ধর্ম্মানিষ্ঠ জন। পুণ্য মাহা বৈশাখের দিন আগমন॥
বৃদ্ধমাতা মন ইচ্ছা ব্রতের পালন। জলসংক্রান্তির ব্রত জানে সাধারণ॥
সেই দিনাবধি গণ্য এক বর্ষ রয়। ব্রতের পালন করা হইল নিশ্চয়॥
মাতা পুত্রে হইলেক কথোপকথন। আবশ্যক দ্রব্য আদি লিখেন তখন॥
হইবে দ্বাদশ কুম্ভ বারী পূর্ণ দান। যে রূপ হইবে কুম্ভ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
এইমাত্র জানে সবে ব্রতের বিধান। স্বর্ণ রূপ্য পিত্তল কি মৃত্তিকা গঠন॥
মাতা কন শুন পুত্র হইবে দিবারে। ধাতু কি মৃত্তিকা কুম্ভ ক্ষমতা বিচারে॥
মাতৃ কথা শুনি যান বাহির মণ্ডল। ডাকি পুরোহিত সভ্য দ্বিজ যে সকল॥

জিজ্ঞাসা করেন তবে সেন মহাশয়। ধাতু কুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ দান কিবা হয় ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী শুনি চমৎকৃত হন। স্বর্ণকুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ দানে দেখি মন ॥
কেহ হেন প্রশ্ন কোন কালে নাহি কয়। বৃথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন সেন মহাশয় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁরা দিলেন উত্তর। দ্বাদশ কুম্ভের দান করিনু গোচর ॥
স্বর্ণ কুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন। পুষ্করিণী কিম্বা কূপ করাহ খনন ॥
জানিহ দ্বাদশ তাহা হৈবে গণনায়। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইবে যথায় ॥
বাছিয়া বাছিয়া স্থান হৈবে নিরূপিত। তবেসে পালন ব্রত হয় যথোচিত ॥
শুনিয়া চিন্তিত অতি পুরুষ প্রধান। একবর্ষ কালমাত্র মধ্যে ব্যবধান ॥
এত পুষ্করিণী শিঘ্র হইবে কেমনে। এক স্থানে নহে পুনঃ হৈবে স্থানে২ ॥
জল কষ্ট বিনা স্থান হইবার নয়। মাতার উৎসর্গ জন্য যাইবারে হয় ॥
পুষ্করিণী হৈবে সব দূর দেশান্তরে। ব্রতদিনে কি রূপেতে পারে হইবারে ॥
ব্রতের পালনে উৎসর্গ এক কালে। সর্ব্ব জলাশয় হৈবে বিধিমতে বলে ॥
বিষম সমস্যা শুনি হৃদয়ে চিন্তিয়া। সে মহাপুরুষ তবে নির্জ্জনে বসিয়া ॥
ছাড়েন আহার নিদ্রা চিন্তেন উপায়। কেবল গুরুর ধ্যান বসিয়া তথায় ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয় গুরু সেবা বলে। ভক্ত বিনা গুরু মর্ম্ম না জানে সকলে ॥
তিন দিন তিন রাত্রি বসি যোগাসনে। কিরূপে কামনা পূর্ণ ধ্যান চিন্তামনে
বসি২ নিদ্রা যান সেই চিন্তা সার। পশ্চাৎ হইল তাঁর চিন্তার উদ্ধার ॥
জপস্থান নিশিযোগে পূর্ণ গুরুময়। আপনাআপনি হন প্রফুল্ল হৃদয় ॥
আরো হয় সুঘটনা অল্প নিদ্রাকালে। স্বপনে দেখেন যেন কেহ তাঁরে বলে ॥
অভীষ্ঠ ঠাকুর রূপ সম্মুখে বসিয়া। আরম্ভ করেন কথা বহু আশ্বাসিয়া ॥
উদ্যোগ করহ পুণ্য কর্ম্ম একভাবে। সময়ে ইচ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ হইবে ॥
এককালে সর্ব্ব সরোবরের উৎসর্গে। চিন্তা কি করহ তাহা কর মন সুখে ॥
এক কিম্বা দুই কর দীর্ঘ সরোবর। দেবের প্রতিষ্ঠা তটে করিয়া সত্বর ॥
সর্ব্ব সরোবর জল আনি এক স্থান। উৎসর্গ সলিল সর্ব্ব একত্রে প্রমাণ ॥
এক দীর্ঘ সরোবর তটেতে বসিয়া। যথা পূর্ব্বে দেবস্থিত আছেত হইয়া ॥
ব্রত দিনে জলদান করাও সেখানে। সময় পাইলে মাতা যাবে অন্যস্থানে ॥
এইরূপে ব্রতকাল মধ্যে যত হয়। করুণ উৎসর্গ যত পারেন নিশ্চয় ॥
ব্রতের পালন ইথে সম্পূর্ণ হইবে। পশ্চাৎ সময়ে যাত্রা তাঁরে করাইবে ॥

সর্ব্ব পুষ্করিণী তটে গিয়া অতঃপরে। প্রত্যেক উৎসর্গ হবে কত দিনান্তরে॥
এই যে নিয়ম শুনি স্থির করি মন। আরম্ভ করহ এবে উদ্যোগ খনন॥
বর্ষ মধ্যে মনোভীষ্ট সফল হইবে। সর্ব্ব পুষ্করিণী সাঙ্গ হইতে পারিবে॥
সপ্ন দেখি মহানন্দ হলেন মনেতে। সত্যধর্ম্ম ফল দৃষ্ট এ কলি যুগেতে॥
শিক্ষা লহ সর্ব্ব নর ছল কর বৃথা। কলিযুগে ধর্ম্ম নাই পামরের কথা॥
সর্ব্বকালে ধার্ম্মিকের হইবেক জয়। পরীক্ষা কারক মাত্র কলি মহাশয়॥
দেখান মানবে বহু ঐহীক প্রত্যাশা। তাহে মুগ্ধ হৈলে নর বিষম সমস্যা॥
শতে এক জন বুঝে এ কলি যুগেতে। ধর্ম্ম ফল সর্ব্ব কালে পায় ধার্ম্মিকেতে
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে জপ পূজা বলে। দেব দেবী অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ সকলে॥
আদ্য কলি ছিল ভাল বিক্রম দেখিল। ঘোর কলি আগমনে তাহাও ঘুচিল
না হয় আকাশবাণী নাহি শুনে নর। মিথ্যা সত্য মিলনেতে স্বপনে গোচর॥
তাহাই বিভক্ত করা বড় সুকঠিন। পরীক্ষার জ্বাল মাত্র বুঝিবে প্রবিন॥
একমনে ধর্ম্মভাবে ভাবিলে অন্তরে। স্বপনে সুসিদ্ধ ফল দেখে অভ্যন্তরে॥
আরো এক চিত্তে যদি করহ ভাবনা। ইষ্টসিদ্ধ ফল লাভ পুরয়ে কামনা॥
আপনা আপনি বোধ হয় সর্ব্বজনে। কামনা হইবে সিদ্ধ বুঝিবে যে মনে॥
লিখিয়া যানাব কত ধর্ম্মতত্ত্ব সার। মনের গতিক সবে করিয়া বিচার॥
শিঘ্র বুঝিবেক কেহ কেহ কভু নয়। উপহাস করে যেই ধর্ম্ম শূন্য হয়॥
এ সকল ভাব তার না হয় সংস্পষ্ট। তাহারে বুঝান দায় সর্ব্ব মত কষ্ট॥
দৈববাণী দ্বারা যাহা কহে অন্য যুগে। স্বপ্নেতে মানব জ্ঞাত হৈবে কলিযুগে॥
তাহাতে যদ্যপি নর হয়ে এক মন। সদাকাল করে যদি ধর্ম্ম আকিঞ্চন॥
তবেত প্রত্যক্ষ দেব হয়েন মানবে। অচিরেতে ধর্ম্মগুণে স্বর্গধাম লভে॥
অতএব দেখ সবে বিচারিয়া মনে। ধার্ম্মিক অনেক নাহি এই সে কারণে॥
মধ্যে এক ব্যবধান স্বপন প্রয়োগ। মিলিত আবার তাহে সত্য মিথ্যা যোগ॥
হঠাৎ প্রত্যক্ষ কিছু না পায় দেখিতে। বিরক্ত হইয়া উঠে মন আচম্বিতে॥
ঐহীক কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ পাইয়া। তাহাতে নিমগ্ন হয় ধর্ম্মকে ত্যজিয়া॥
এই হেতু কহি পুনঃ শাস্ত্রে যাহা বলে। পরীক্ষাকারক কলি জানিবা সকলে॥
কলি ধর্ম্ম কহে লোক বাক্য মাত্র সার। অর্থ করে পাপকর্ম্ম তুষ্ট ব্যবহার॥
কিন্তু কলি আর ধর্ম্ম প্রভেদ দুজন। দেব দৈত্য ভেদ যথা বুঝাই সজ্জন॥

ধর্ম্ম অবস্থিতি যেই মানব অন্তরে। কলির প্রবেশ কভু নাহিক তাহারে ॥
অতএব যুক্তি লহ কলিযুগ নর। ধর্ম্মেতে প্রবৃত্ত সবে হও গো সত্বর ॥
ঘোর কলি উপস্থিত কর্ম্ম সাহসিক। অধার্ম্মিক রীতি দেখি বুঝহ ধার্ম্মিক ॥
কিঞ্চিৎ কহিনু কলি ধর্ম্ম বিবরণ। সেনজীর কথা কহি করহ শ্রবণ ॥
গুরুর প্রসাদে মনে সন্তোষ জন্মিল। পর্য্যটন যাত্রা জন্য উদ্যোগ হইল ॥
মহা পুণ্য সেনজীর প্রচার জগতে। জয়ন্তী কিঞ্চিৎ বর্ণে রচি পয়ারেতে ॥

অথ এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয়।

প্রথমে বন্দিয়া মাথে মাতার চরণ। জলকষ্ট স্থান করিবারে অন্বেষণ ॥
গাড়ি ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার। বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ কাহার॥
বহুবিধ লোক সঙ্গে হলেন বাহির। উর্দ্ধের দিকেতে যান সুবুদ্ধি সুধীর ॥
যাইতে যাইতে পৌঁছিলেন সেই স্থান। এলো বারাশত বলি যাহার বাখান ॥
ঘর বাটী তথা কিছু না ছিল প্রকাশ। নাহি দেখিলেন কোন মনুষ্যের বাস ॥
দুইটী স্ত্রীলোক তথা যাইছে পথেতে। কোন্দল করয়ে দোঁহে কলসি কক্ষেতে।
একজন কহে অন্যে জানিলাম তোরে। অবিশ্বাসী হৈলি তুই নিজ ব্যবহারে ॥
বারি জন্য যবে তুই হইলি সংশয়। মম কাছে বিংশ মালা তোর ঋণ হয় ॥
মাহার অধিক হৈল কিছু না ভাবিলি। অদ্যাবধি মমবারি ফিরায়ে না দিলি ॥
সঙ্কটে পড়িল ঋণি অন্য ছিল বলি। আঘাত করিতেআইসে দেয় গালাগালি ॥
ডুলি হৈতে নামিলেন সেন মহাশয়। কোন্দল কারণ শুনি মনেতে বিস্ময় ॥
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে তিনি উভয়েরে। হেন অকৌশল কেন অল্পবারি তরে
কহিতে লাগিল তাঁরে যেই দিল ধার। দীন যে দরিদ্র মোরা নির্ব্বাহি সংসার
আমাদের জল কষ্ট হয়েছে প্রচুর। জলাশয় ধাস হৈতে হয় বহুদূর ॥
এক দুই দিনান্তরে বাহির হইয়া। কুম্ভে জল মোরা রাখি ঘরেতে আনিয়া ॥
শরীর পটুতা ভিন্ন আনা নাহি হয়। মোদের বিষম হয় জলের সঞ্চয় ॥
এমত অনেক দিন ঘটনা উদয়। বিংশমালা জলে বহু প্রাণ রক্ষাপায় ॥
শুনিয়া স্ত্রীলোক মুখে আশ্চর্য্য ভারতী। জল কষ্ট স্থান পেয়ে হৃষ্ট মহামতি
তথা হৈতে গ্রাম দেখি অনেক অন্তর। সে মহাপুরুষ যান তাহার ভিতর ॥

ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বহু সঙ্গেতে লইয়া। পুনঃ সেই কোন্দলের স্থানেতে পৌঁছিয়া
মধ্যপিত স্থান সেই জানিয়া প্রমাণ। সুস্থির হইল সেই জলাশয় স্থান॥
পত্র লিখিলেন তবে বর্দ্ধমান ভুপে। পেলেন ভুমির পাট্টা যথা বিধিরূপে॥
তথা বহু ভুমি যদি হইল আয়ত্ত্ব। আপন অভীষ্ট কর্ম্মে হলেন প্রবৃত্ত॥
অবস্থান হয় তথা পরম আহ্লাদ। কিয়দংশ সেই ভুমি করেন আবাদ॥
বহুবিধ দ্বিজগণ পরিবার সনে। আপন ব্যয়েতে বাস করান সেখানে॥
রোপেন অশ্বত্থ বৃক্ষ যথা প্রকরণ। প্রতিষ্ঠা তাহার তলে দেব পঞ্চানন॥
আবাস করিয়া স্থির নিত্য যে পূজার। পালামতে দ্বিজেদিয়া পুজনের ভার॥
পঞ্চানন সম্মুখেতে হয় পুষ্করিণী। দীর্ঘল প্রমাণ লোকে বারিপ্রদায়িনী॥
হইল বাইশ বিঘা জলকর স্থান। তার যোগ্য পাড় হয় বৃহৎ প্রমাণ॥
ভুরাবস্থা পুষ্করিণী আছে বর্ত্তমান। সেন পুষ্করিণি বলি খ্যাত সেই স্থান॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী জিম্মা করি জলাশয়। পর্য্যটনে যান পুনঃ সেন মহাশয়॥
জলকষ্ট মাত্র স্থান তাঁর অন্বেষণ। ঈশ্বর পোঁছান তাঁরে যথা ছিল মন॥
এলো বারাশত হৈতে পুর্ব্বোত্তর কোণে। উপস্থিত হইলেন সাইমানা স্থানে
বহু জল কষ্ট তথা সকলে কহিল। দীর্ঘ জলাশয় তথা খনন হইল॥
হইল চব্বিষ বিঘা তার জলকর। পাহাড় তাহার উচ্চ বিস্তীর্ণ বিস্তার॥
অদ্যাবধি ভুরাবস্থা তাহা বর্ত্তমান। কলসিভাঙ্গা পুষ্করিণী তাহার বাখান॥
বড় বড় মৎস্য সেই জলাশয়ে আছে। কলসি ডুবায় যদি সলিলের মাঝে॥
ঝাপটা মারিয়া মৎস্য কলসিভাঙ্গয়। বারি জন্য জায় যারা মনেতে বিস্ময়॥
আশ্চর্য্য ব্যাপারঘটে জলাশয়কূলে। তাহে না নামিয়া জল নালাকাটিতোলে॥
অন্য চারি জলাশয় না পাই উদ্দেশ। কোথায় খনন হয় নাহি জানি দেশ॥
দীর্ঘ গঙ্গা কুলোদ্ভব স্থানে উপস্থিত। সপ্ত জলাশয় হয় যেরূপ বিহিত॥
সেনজী পৌঁছেন গিয়া গোপাল নগর। অষ্টম পুষ্করিণি তথা হয় বৃহত্তর॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বাস মহারম্য স্থান। অষ্ট জলাশয় তথা অপূর্ব্ব বাখান॥
গোপাল নগর ধাম সকলে জানিত। সেনজীর পুরোহিত বাসগ্রাম খ্যাত॥
হইল স্ত্রীলোক দ্বারা উৎসর্গ নিশ্চিত। সেন বধূ পুষ্করিণী বলিয়া বিদিত॥
অষ্টম পুষ্করিণি হয় শুদ্ধ জলাশয়। শ্রবণ হয়েছে যথা জয়ন্তীচন্দ্র কয়॥

অথ সেনজীর পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রায় লক্ষ্মী পূজা বিবরণ ও একাদশ জলায় সম্পূর্ণ।

যখন অষ্টম বারি ধারিণী হইল। গ্রাহস্থিক লক্ষ্মী পূজা মনেতে পড়িল॥
ভাদ্রমাহা সন্নিকট হয় উপস্থিত। বাটীতে পৌঁছেন তিনি অতি তরান্বিত॥
দৈব প্রাপ্য লক্ষ্মী ছিল অপূর্ব্ব মোহর। গণনায় পঞ্চমুদ্রা কৌটার ভিতর॥
পঞ্চযে ভৌতিক আত্মা সে পাঁচ স্বরূপ। জীবন সংহার নাহি বড় অপরূপ॥
যেই ব্যক্তি এই পঞ্চ লভিতে পারিল। শমণ ভবণ সেই নিশ্চিন্ত ত্যজিল॥
হেন পঞ্চরত্ন পান সেন নন্দরাম। ধর্ম্মের আধার তাঁর চরণে প্রণাম॥
সাধারণ পুণ্য নহে এরত্ন লভিতে। সর্ব্বদা রাখেন তাহা আহ্নিক ঘরেতে॥
দেয়াল ঘরের সেই অদ্যাবধি আছে। এক পার্শ্বে পুরাতন বাটীতে রহিছে॥
কলিতে এ মহারত্ন যারে অধিষ্ঠান। নির্ণাম নাহিক হয় নাম বর্ত্তমান॥
অচল ঐশ্বর্য্য থাকে পরম ভাগোতে। বংশ তার সদাকাল থাকয়ে সুখেতে॥
পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রা এরূপ গঠন। ভিন্ন ভিন্ন কালে অবতার নারায়ণ॥
তাঁহার প্রত্যেক মূর্ত্তি প্রত্যেক মুদ্রাতে। দেখিবে সকলে তার একইপৃষ্ঠাতে॥
মৎস্য কূর্ম্ম জান সবে নৃসিংহ বরাহ। রামচন্দ্র এই পঞ্চ অবতার দেহ॥
অন্য পৃষ্ঠে মুদ্রাঙ্কিত থাকেসে মুদ্রার। প্রথম চারিতে মাত্র মায়ার আকার॥
পঞ্চমেতে দৃষ্টি হবে মানব দেহেতে। প্রকাশ লক্ষ্মীর রূপ সীতাআকারেতে
আদ্য চারি অবতার যোগতত্ত্বজ্ঞান। সাধারণে বুঝে কিসে সকলি অজ্ঞান॥
এই জন্য নারায়ণ রামরূপ ধরে। প্রকাশ সংসারে হয়ে মানব আকারে॥
লক্ষ্মীসহ ভূমণ্ডলে হন অবতার। জনক রাজার কন্যা সীতার প্রচার॥
আত্ম বিস্মরণ হয়ে মানবের মত। মানবের সঙ্গে হয়ে জগতে মিশ্রিত॥
সময়েং কর্ম্ম ধর্ম্ম দেখাইয়া। তাহাতে বিশ্বাস মনে সবে জন্মাইয়া॥
শ্রীসীতা নবমী ব্রত আদ্য লক্ষ্মী পূজা। প্রচার হইল নরে পূজে সর্ব্ব প্রজা॥
মাহাত্ম্য লক্ষ্মীরপূজা কহিনু কিঞ্চিৎ। সর্ব্ব ঘরে প্রথা আছে নহে অবিদিত॥
ভাদ্রমাসে লক্ষ্মী পূজা হয় সমাপন। চারি জলাশয় বাকি করিতে খনন॥
বিবেচিয়া মন মধ্যে করেন সুস্থির। নিজ পুরে হৈলে নহে মুক্তির বাহির॥
ব্রাহ্মণের ব্যবহার হৈলে জলাশয়। শাস্ত্রবৎ হইবেক অবশ্য নিশ্চয়॥

শিবস্থান মন্দিরের দক্ষিণ দিকেতে। বিপ্র বাটী পূর্ব্ব অংশে বহু অদূরেতে ॥
রাশলীলা জন্য বিপ্র দেবের কারণ। তথায় হইল নব পুষ্করিণি খনন॥
শিবাবলি বাটী মধ্যে দশ জলাশয়। উত্তর পশ্চিম কোণে একাদশ হয়॥
তাঁহার পুণ্যের কথা বর্ণিতে অপার। জয়ন্তী প্রকাশ করে ভণিয়া পয়ার ॥

অথ সেনজীর প্রতি ভগবতীর স্বপ্ন ও শনি হৈতে রক্ষা।

একাদশ হৈল তবে এক মাত্র রয়। শারদীয় পূজা কাল উপস্থিত হয়॥
চঞ্চলা যে লক্ষ্মীমাতা শাস্ত্রে যানা যায়। ধার্ম্মিকে দেখানত্রাস ধর্ম্মপরীক্ষায়॥
পতিত শনির গ্রহ উক্ত মহাসেনে। কত অমঙ্গল ঘটে শুন সর্ব্ব জনে॥
বাকী এক পুষ্করিণী মাত্র কাটিবারে। শনির মায়াতে পূর্ণ নারে হইবারে॥
বহু বিভীষিকা দেখি সকলে সংশয়। সে পুরুষে স্থিত তবু স্থির বুদ্ধিময়॥
শারদীয় পূজা কালে প্রতিমা হইল। ত্রিচূড়া শোভিত ঊর্দ্ধে প্রকাশ রহিল॥
যষ্ঠী কল্প প্রতিমার হইল যে দিনে। সে রাত্রি পুরুষ মহা দেখেন স্বপনে॥
ভগবতী অধিষ্ঠান তাঁর শিরোপরে। বাৎসল্য ভাবেতে কথা কহেন তাঁহারে
হইল শনির কোপ হও সাবধান। ত্রুটিলেষ হৈলে শনি হৈবে অধিষ্ঠান॥
প্রতিমা দেখিতে আসিবেক যত জন। পূজার মণ্ডপ দেখি বড় সুশোভন॥
প্রতিমা দেখিতে মন না হবে কাহার। পুজা বাটী দেখিবেক অতি চমৎকার
এই ছিদ্রে শনি কোপে আশঙ্ক্যাপড়িতে। উচিত হইল তবসাবধান হৈতে॥
সে মহাপুরুষ তবে জাগিয়া উঠিয়া। বৃহৎ পূজার বাটী বস্ত্রেতে ঘেরিয়া॥
সর্ব্ব সুশোভন করিলেন আচ্ছাদন। দেবী প্রতিমূর্ত্তি মাত্র রহে সন্দর্শন॥
বুদ্ধির কৌশল তাঁর কহিব বা কত। জয়ন্তী বর্ণন করে যথা সাধ্যমত॥

অথ সেনজীর শনি প্রবেশ।

হইল সপ্তমী পূজা যথা বিধিমতে। বলির ব্যাঘাৎ ঘটে শনির খেলাতে॥
মসিবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ। শনির আবাস দিব্য জানে সর্ব্বজন॥
ছিদ্র প্রত্যক্ষেন মাত্র শনি মহাশয়। পাইলে আপন লীলা পুর্ণ সমুদয়॥
উৎসর্গ করিল ছাগ বলি দিবা তরে। দৈবাৎ সেনজী যান ভিতর মন্দিরে॥
খর্পরের পাত্র কেহ তথা না আনিল। এই ক্ষুদ্র ভ্রমমাত্র সকলে ঘটিল॥
শনির আবিষ্ট হয়ে সে ছাগ রূপেতে।দৌড়িয়া পৌঁছিল সেনজীরনিকটেতে
কাঁপিতে২ তাঁর ক্রোড়েতে উঠিল। প্রাণীহত্যা পাপ জ্ঞানে দয়াউপজিল॥
যতনেসেনজীতারেরাখিয়াক্রোড়েতে আজ্ঞাদেনসেবকেরেতাহারেপোষিতে
প্রাণি বলি দান ক্ষান্ত হয় তদবধি। পূজায় ফলের বলি হয় নিরবধি॥
শনি যেআবিষ্টছিলসেই সে দেহেতে।সেনজীর কিছু জ্ঞান না উঠে মনেতে॥
পরম সাদরে শনি রহে আবাসেতে।হানি না করিতে পারে তাঁহার ধর্ম্মেতে॥
শনির মাহাত্ম্য কভু নাহি হয় আন। অবশ্য অস্থিব করেন শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বহু ক্লেশ নাহি দেন যাহারে সদয়। বহু দুঃখ দত্তাবটে হইলে নির্দ্দয়॥
এতাবৎ কথা শুনি উঠে সম্ভাবনা। শাক্ত কি বৈষ্ণব তিনি তাহার ভাবনা॥
শিবাবলি ব্রত ছিল আর বলিদান। সেনজী ছিলেন শাক্ত ইহাতে প্রমাণ॥
বিগ্রাদির রাশলীলা হইত বাটীতে।তজ্জন্য বৈষ্ণব বোধে কহে অনেকেতে॥
ফলত ছিলেন তিনি শাক্ত যে প্রধান।যথার্থ এবাক্যবটে তাহে নাহি আন॥
শাক্তের বাটীতে বিগ্র স্থাপন রহিবে।শাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি নহে সকলেজানিবে॥
কালীমন্ত্রে উপাসক তিনি পুণ্যশালী। অদ্যাবধি বংশাবলি সেরূপ প্রণালি॥
অল্পে২ রবিসুত আরম্ভেন হানি। অদ্ভুত শনির লীলা অপূর্ব্ব বাখানি॥
গাভীগণ হাম্বারব ছাড়ে গাভীশালে। আহারেতে তৃপ্তনয় বিপাক কপালে॥
সে মহা পুরুষ ক্রমে হন বন্ধুহীন। ব্যাঘাৎ সকল কর্ম্মে বুঝেন প্রবিন॥
বিপদ ঘটনা চিহ্ন দেখেন স্বপনে। কম্পো কলেবর সদা ত্রাস উঠে মনে॥
অল্পদিন এই রূপ ভাবেতে কাটিল। শুনহ শনির কর্ম্ম কিরূপ ঘটিল॥
সম্পত্তি বিনাশ আর ধন হৈবে ক্ষয়। সঙ্কটে ফেলেন তাঁরে শনি মহাশয়॥

কোথা হৈতে মহারাষ্ট্র জাতীয় বিশেষ। দোর্দণ্ড প্রতাপশালীবাস পূর্ব্বদেশ॥
দস্যুদল বাঁধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া। লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দ পুরেতে। তন্নিকটে সুতানুটি পারিল জানিতে॥
বড় অট্টালিকা তথা বড় দেবায়তন। শুনিল তথায় বাস মনুষ্য প্রধান॥
যুক্তি স্থির করে তারা দিন চারি পরে। আক্রমণ লুট করি নন্দরাম পুরে॥
দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন। রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন॥
চারি পুত্র সহ নিজে কম্পবান্ কায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পান উপায়॥
আত্ম আর পরিবার প্রাণ রক্ষা সার। সম্পত্তি ধনের রক্ষা না করি বিচার॥
বিপদ আশঙ্কা হয় নিকটে থাকিতে। আপন বংশের প্রাণ সংশয় জ্ঞানেতে
কিম্মতীয় দ্রব্য যাহা বৃহৎ আকার। বাটীতে প্রোথীত রাখা করেন বিচার॥
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার। সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার॥
সুতানুটি গ্রামবাসী আর যত জনে। পলাইয়া গেছে সবে দস্যু আগমনে॥
খনন করিয়া বাটী সর্ব্ব স্থানে স্থান। দ্রব্যাদি প্রোথীত রাখিছেন পুণ্যবান্
হেনকালে হয় এক অপূর্ব্ব ঘটনা। জয়ন্তী বর্ণন করে শুন পুণ্যজনা॥

অথ সেনজীর বাটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি।

এক বৃদ্ধা উপস্থিত বাটীর ভিতর। দেখিয়া স্ত্রীলোক বর্গ সভয় অন্তর॥
যষ্টি হাতে শিরে ভেক অঙ্গে পাকা কেশ। পরিচ্ছন্ন দেবরূপ অতি শুভ্রবেশ॥
সেনজী দ্বারিরে কন ক্রোধিত অন্তরে। কেমনে আইল বৃদ্ধা বাটীর ভিতরে॥
দ্বারপাল বলে প্রভু কিছুই না জানি। দ্বার পথ দিয়া কেহ নাহি জায় এখনি॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য কথা হন চমকিত। স্ত্রীলোকেরে জিজ্ঞাসেন যাইয়া ত্বরিত॥
কে আপনি আইলেন হঠাৎ এখানে। কোথা হৈতে আগমন কিবা ইচ্ছামনে
স্ত্রীলোক উত্তর দেন সেনজীর প্রতি। কিসে ব্যস্ত আছ কহ আপন ভারতি॥
পূর্ণিমার তিথি অদ্য মোর উপবাস। শ্রান্ত হইলাম পথে রৌদ্রের প্রকাশ॥
দেখিলাম অট্টালিকা পরম সুন্দর। বিশ্রাম করিব হেথা হরিব অন্তর॥
কল্য প্রাতে পূর্ণিমার করিব পালন। ইচ্ছামতে কিয়দ্দিন থাকিতে মনন॥
শুনিয়া স্ত্রীলোক বাক্য সেন মহাশয়। উত্তর দিলেন কিন্তু মনেতে সভয়॥

পাছে বর্গী দস্যুগণ লুটিবেক বাটী। অদ্য হেথা হৈতে মোরা সবে যাব উঠি॥
এক প্রাণী না রহিবে দুর্গম স্থানেতে। এসব সম্পত্তি ত্যাগ করি সকলেতে॥
যে কোন নির্জন দেশ থাকে স্থানান্তরে। নির্জনে থাকিবতথা প্রাণ রক্ষাকরে॥
এই দস্যুগণ যথা নারে যাইবারে। রহিব এমত স্থানে হরিষ অন্তরে॥
এখানে আসিতে যাহে আর নাহি হয়। তথায় ব্যবস্থা হেন করিব নিশ্চয়॥
লক্ষীমাতা ব্রহ্মারূপা নাহিক সন্দেহ। বুঝেন সেনজীমাত্র নাহি বুঝে কেহ॥
কহিলেন ব্রহ্মমাতা শুন পুণ্যবাণ। যথা ইচ্ছা যাহ মোরে হেথা দিয়া স্থান॥
আমার পারণ তরে রাখি উপহার। এস্থান ত্যজিতে তবে করহ বিচার॥
পুনঃ না আইস ফিরি তুমি যত দিনে। তত দিন অবস্থিতি করিব এখানে॥
সেনজী বলেন মাতা একোন বিধান। মোর বংশে কেহ নাহি আসিবে এস্থান
কহিলেন ব্রহ্মামাতা কেন উতরোল। এসকল দেখিমাত্র শনির বিহ্বোল॥
কর্মবশে এই স্থানে আসিতে হইবে। যাহা কহিলাম আমি নিশ্চয় জানিবে
রাখিয়া তাঁহার জন্য বহু উপহার। শুভ্র পূজা ঘরে দেন শয়ন আগার॥
লক্ষীরে স্থাপন করি চলেন তখন। জয়ন্তী কহিছে করি পয়ারে রচণ॥

অথ সেনজীর ৺ রামেশ্বরের স্তুতি।

মন্দিরে তৎপরে গিয়া উপস্থিত হন। রামেশ্বরে গলবস্ত্রে করেন স্তবন॥
পারত্রীক প্রত্যাশাতে লিঙ্গের স্থাপন। হইবেন চিরস্থায়ী ছিল যে মনন॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর স্থান যে দুর্গম। সর্ব্ব নর যাইবারে না হয় সুগম॥
আপনার পূজা ধ্যান এখানে করিবে। দুর্গম সংসার পাপে মোচন পাইবে॥
কাশীধাম সর্ব্বনর যাইতে না পারে। এস্থানে পূজনে মুক্তি পাইবে সত্বরে॥
সে সকল ভ্রম মোর বুঝিনু এখন। অধম পামর নীচ আমি হেয় জন॥
এতাধিক কর্ম্ম করা পরম গর্ব্বিত। না বুঝিয়া করিয়াছি অতি অনুচিত॥
দুরাশয় উঠে প্রভু ক্ষমা কর মোরে। প্রাণ ভয়ে যাই চলে রাখিয়া তোমারে
এই চিন্তা রহে প্রভু যবনে স্পর্শিবে। হিন্দু ধর্ম্ম অবিশ্বাস সকলে করিবে॥
জাগ্রত হইয়া রক্ষ মন্দিরের দ্বার। যবন পৌঁছিলে যেন লাগে চমৎকার॥
স্বর্ণ পৈতা রহে অর্দ্ধচন্দ্র রত্নময়। এই লোভে ভিতরেতে সান্ধাবে নিশ্চয়॥

স্বর্ণরূপ্য তৈজসাদি যাকিছু পুজার। সাজাইয়া রাখি যাই সাক্ষাতে তোমার॥
যাহা জ্ঞান করিও সে আমি কিবা জানি। বিদায় জন্মের মত হইলাম আমি॥
মন্দির হইতে তবে এলেন সত্বরে। জয়ন্তী আখ্যান তাঁর করিছে পয়ারে॥

অথ সেনজীর সোভাবাজার বাটী ত্যাগ।

শিবের চরণ বন্দি ভাবিয়া অপার। কান্দিয়া ছাড়েন বাস সহ পরিবার॥
ভয়ঙ্কর নিশাযোগে ভাবনা অপার। বহু কষ্টে সর্ব্ব সহ হন গঙ্গাপার॥
রাত্রি পর্য্যটন ক্লেশ সহ্য যে করিয়া। প্রাণ ভয়ে বহুদূরে যান পলাইয়া॥
প্রভাত হইল তীরে নিশা অবসান। পরিবার সহ এক স্থানে অবস্থান॥
নিরানন্দ বহু ক্লেশ সকলি প্রমাণ। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন করিল বাখান॥

অথ সেনজীর বাটীতে দস্যের আক্রমণ ও মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ।

এখানে ঘটিল যাহা শুন মন দিয়া। প্রভাতে দস্যেরা সেন পুরেতে পোঁছিয়া॥
কোথা কি সম্পত্তি আছে দেখেনে নিশ্চয়। সেন কোথা পলাইল এই শব্দময়॥
বাটীর মধ্যেতে জন প্রাণি না দেখিয়া। ভাণ্ডারে বিবিধ ধন প্রাপ্ত না হইয়া॥
মালখানা ভাঙ্গে গিয়া ক্রোধান্বিত হয়ে। তল্লাস করয়ে ধন সর্ব্বজলাশয়ে॥
সর্ব্বঘরে বেড়াইতে দেখে এক বুড়ি। তাহারে ধরিয়া আনে সবে তাড়াতাড়ি॥
বহু ধন নাহি পেয়ে ক্রোধিত হইল। অট্টালিকা ভাঙ্গিবারে আরম্ভ করিল॥
বুড়িকে তাড়না করে বিবিধ প্রকারে। সঙ্গে লয়ে যাইতে কহে ধনের আগারে॥
বুড়ি কহে অট্টালিকা ভাঙ্গিলে কি হবে। স্থান দেখাইয়া দিব বহুধন পাবে॥
প্রথমে মৃত্তিকা সব করহ খনন। অতঃপর কর সব কূপ অন্বেষণ॥
বুড়ির কথায় সবে তাহাই করিল। স্বর্ণ রূপ্য তৈজসাদি অনেক পাইল॥
তাহা পেয়ে দস্যুগণে জন্মিল আশ্বাস। মুদ্রা অলঙ্কার জন্য দেখায় তরাস॥
অধম পামর পাপি দস্যুগণ ছিল। দেখায় কাহারে ত্রাস কিছু না বুঝিল॥
খননে সম্পত্তি কূপে যথেষ্ট পাইয়া। তুষ্ট হৈয়া যদি তারা যাইত চলিয়া॥
বিপদে পতিত কভু না হৈত সেখানে। লভ্য করি অনায়াসে যাইত অন্য স্থানে॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জানয়ে সকলে। তুষ্টতা[illegible] [illegible]পানলে॥

অথ সেনজীর মাতার ব্রত পালনে বারাসতে দ্বাদশ পুষ্করিণি উৎসর্গ ও রথ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভুমি ও বাটী দান।

পুত্র পরিবার সবে রাখিয়া বাটীতে। মাতারে লইয়া যান এলোবারাসতে॥
পঞ্চানন তলা তথা অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সব ডাকেন সত্বরে॥
বর্ষশেষে চৈত্র মাহা সংক্রান্তির দিনে। পুষ্করিণি উৎসর্গ হয় ব্রতের পালনে॥
তথায় থাকিয়া মাতা করিলেন মন। রথের প্রতিষ্ঠা করি সার্থক জীবন॥
সে মহা পুরুষ তবে মাতৃ আজ্ঞা শুনি। কারিকরগণে তথা আনেন তখনি॥
বহুবিধ কর্ম্মকারী কার্য্য আরম্ভিল। অল্পদিন মধ্যে রথ প্রস্তুত হইল॥
দেখিলে সে রথ লোকে লাগে চমৎকার। বহু উচ্চ ধ্বজা তার বৃহৎ ব্যাপার॥
রথ মধ্যে দেবস্থান বিবিধ প্রকার। উচ্চ মন্দিরের তুল্য রথের আকার॥
অদ্যাবধি আছে রথ জীর্ণ অবস্থায়। বারাসত ধামে যথা আছে জলাশয়॥
তুল্যমূল্য ব্যয় হয় উভয় নির্ম্মাণে। লক্ষমুদ্রা প্রত্যেকেতে সর্ব্বদেশে জানে॥
কলিকাতা অট্টালিকা লক্ষমুদ্রা ব্যয়। অলিক কিছুই নহে সর্ব্ব লোকে কয়॥
বিপ্রবাটী শিবা ব্রত বাটীতে নিশ্চয়। অন্য এক লক্ষ মুদ্রা হইলেক ব্যয়॥
হাটখোলা ঘাটে আর গো অশ্ব আশ্রমে। আর লক্ষমুদ্রা যায় এইসব ধামে॥
লক্ষমুদ্রা ব্যয় পুনঃ পুষ্করিণি দ্বাদশে। হিজলি বাটীতে লক্ষ জানিহ বিশেষে॥
দেশ দেশান্তরে সর্ব্ব পুষ্করিণি হওয়াতে। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বসবাস করাইতে॥
তাহাতে অনেক ব্যয় লোকেতে জানিল। একলক্ষ মুদ্রা গত তাহাতে হইল॥
বাটীর পূজারবাটী সুশোভন ছিল। আর লক্ষমুদ্রা জান তাহাতে লাগিল॥
শিববিপ্র তৈজসাদি রত্ন অলঙ্কার। সকলেতে ব্যয় হয় লক্ষ যে মুদ্রার॥
ব্রতের পালনে যত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার। লক্ষমুদ্রা ব্যয় হয় কারণ মাতার॥
লক্ষ মুদ্রা অভ্যন্তরে করেন স্থাপন। গো ভুমি প্রদান মাতৃ শ্রাদ্ধের কারণ॥
বৃহৎ কর্ম্মেতে এই সম্ব্যয় করিয়া। বিবিধ সম্পত্তি তিনি স্থাপিত রাখিয়া॥
এলোবারাসত হৈতে সর্ব্ব স্থানে যান। যথা তথা হইলেক পুষ্করিণি বাখান॥
একে২ সব মাতা করেন উৎসর্গ। বাটী আগমনে দেখা পরে জ্ঞাতিবর্গ॥
ব্রত বিধিমতে বারি উৎসর্গ হইল। ব্রাহ্মণে ভোজন দান করিতে রহিল॥
অশ্ব গাভীশালা বাটী মন্দির উত্তর। ষ্ট্রিট উত্তর আদ্য বাটীর গোচর॥

মাতৃ পুণ্যে সুযোগণে করিলেন দান। বড় অট্টালিকা তাহা অদ্য বর্ত্তমান॥
শিবা ব্রত বাটীছিল পশ্চিমে তাহার। গোস্বামীকে দান দেন করি সুবিচার॥
তাহার পশ্চিমে বিত্ত আছিল তখন। আশীষ কারক যাঁরা চক্রবর্ত্তীগণ॥
তাঁহাদের সেই বিত্ত করেন প্রদান। তখন উন্মত্ত দানে হলেন মহান্॥
বাটীর উত্তর অংশে অন্য চক্রবর্ত্তি। জমিদানে তাঁহাদের স্থির হয় বৃত্তি॥
তাহার পশ্চিম বাটী পুষ্করিণী উত্তর। অন্য গোস্বামীকে দান করেন সত্বর॥
গোস্বামী বারির জন্য চান পুষ্করিণী। ব্যবহার জন্য দেন সেনজীমেলানি॥
মাতৃব্রত পূর্ণ হয় এরূপ বিধানে। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন মহাহ্লাদে ভণে॥

অথ সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারি কন্যার বিবরণ।

পিতার দৌহিত্র ছিলবাটীতে তাঁহার। আলাহিদা স্থানদিতেআজ্ঞা যে মাতার.
মন্দির দক্ষিণে যেই বড় বাটী ছিল। সেই বাটী তাহাকেও প্রদান হইল॥
অদ্যাবধি সেই বাটী দেখি বর্ত্তমান। ঘোষের বসত বাটী সকলে বাখান॥
সেনজীর কন্যাছিল জানি চারি জন। সবার বিবাহ দেন হয়ে হৃষ্টমন॥
প্রথম জামতা বাটী হয় সেই স্থান। এখন শিমুলা বলি যাহার বাখান॥
প্রসিদ্ধ মদন মিত্র তাঁহার দৌহিত্র। যাঁর বাটী রাসলীলা বিখ্যাত বিচিত্র॥
অদ্যাবধি তাঁর বংশ আছে বর্ত্তমান। সেনজী দৌহিত্র বংশ সর্ব্বত্র বাখান॥
দ্বিতীয় জামতা বাটী হইল তাঁহার। এখন যেস্থান লোকে কহে বাগবাজার॥
দিব্য অট্টালিকা করি দেন জামতারে। অনেক সম্পত্তি দান দিলেন কন্যারে॥
রামানন্দ বসু তাঁর দৌহিত্র বিখ্যাত। খোনারামকান্ত বসু গুষ্ঠি বলি খ্যাত॥
তৃতীয়ে বিবাহ দেন জেলা বর্দ্ধমান। অতি পুরাতন ঘর তাঁদের বাখান॥
ঘোষ কুল বলি খ্যাত তাঁহারা সেদেশে। জমিদারগণ সবে জানিত বিশেষে॥
দৌহিত্র প্রপৌত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান। পিতাম্বর ঘোষ নামে বড়ই সম্মান॥
বড়ায় মজুমদার কুল যে প্রধান। চতুর্থে বিবাহ তথা দিলেন মহান্॥
দৌহিত্রের পৌত্র অদ্যতক বর্ত্তমান। রাজকৃষ্ণ মজুমদার নামেতে বাখান॥
দূর দেশান্তরে সবে হইলেক বাস। জয়ন্তী বিশেষ করি করিল প্রকাশ॥

অথ সেনজীকে ব্রহ্মশাপ ও তদ্বংশে তাহার ফল।

এইরূপে কত কাল কাটান সংসারে। শনির আবিষ্ট নাহি ঘুচয়ে সত্বরে॥
যদ্যপিও বহু ক্লেশ দাতা নাহি হন। ক্রমে ক্ষয় পায় তাঁর ধন বন্ধুজন॥
এক দিন শুন যাহা ঘটিল তাঁহারে। বসিয়া আছেন তিনি বাহির আগারে॥
এক বৃদ্ধ দ্বিজ আসি হন উপনীত শিবের মন্দিরে হত্যা দেন আচম্বিত॥
রক্তপীত্ত পীড়া যুক্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ। ক্লেশ পরিসীমা নাই নিকট মরণ॥
তিন দিবারাত্রি দ্বিজ রন অনাহার। সেনজীর মনে কষ্ট হইল অপার॥
আপন আহার নিদ্রা সকল ত্যজিয়া। তিনদিন মন্দিরেতে রহেন বসিয়া॥
ফলমূল আদি যত পাণীয় লইয়া। ব্রাহ্মণ পারণ জন্য রন নিরখিয়া॥
তিন দিন পরে দ্বিজ উঠিয়া সত্বরে। সেনজীরে দেখি তথা হরিষ অন্তরে॥
প্রাণ রক্ষা হৈবে মোর পীড়া উপশম। প্রতিকার প্রত্যাদেশ যুক্তি অনুপম॥
সেনজী কহেন দ্বিজ আছ অনাহারে। তৃপ্ত হও কিছুমাত্র জলযোগ করে॥
দ্বিজকন পীড়া আমি সহিতে নাপারি।দোষক্ষমি কৃপামোরে করুণশীঘ্রকরি॥
অগ্রেতে পাদক জল দানদিন মোরে। পীড়াহৈতে মুক্তপ্রাপ্তি হইব সত্বরে॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য সেন মহাশয়। কম্পিত হইয়া উঠে কলেবর ময়॥
শুদ্র হয়ে ব্রাহ্মণেরে পদজল দান। কোন শাস্ত্রে নাহি শুনি এমত বিধান॥
অপরূপ প্রত্যাদেশ কভু নাহি শুনি। এমত কুকার্য্য দৈবাদেশ নাহি জানি
অস্বীকার হইবাতে সেই দ্বিজবর। লোহিত লোচন ক্রোধে কম্পে কলেবর॥
অভিশাপ করিলেন মহা কটু ভাষে। শুনিয়া সকল লোক কম্পবান ত্রাসে॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ওহে শুদ্রবর। ধর্ম্ম পুণ্যবলে তুমি শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
হইল তোমার মনে এই অহঙ্কার। ব্রহ্মশাপে সবংশেতে যাবে ছারখার॥
এই কটু বাক্য দ্বিজ কহিবামাত্রেতে। বাক্য রোধ হয় তাঁর এক নিমিষেতে॥
চৈতন্য রহিত হন নিদ্রায় কাতর। পুনঃ প্রত্যাদেশ তাঁরে হইল সত্বর॥
পূর্ব্বকালে কটুভাষে পীড়া উপস্থিত। পুনঃ তব বুদ্ধি কেন হেন বিচলিত॥
বংশলোপ কর যার সদা ধর্ম্মে মন। ব্রহ্ম শাপ ব্যর্থ যাবে নিগূঢ় কথন॥
আশ্চর্য্য জানিয়া তবে পুণ্য সেনজীর। জাগিয়া ব্রাহ্মণ কন হইয়া সুধীর॥
ব্রহ্ম শাপ হইলেক তোমার উপর। অবশ্য ঘুষিবে তব সংসার ভিতর॥

নির্ব্বংশ না হবে তুমি নিজ পুণ্যবলে। রক্ত পীত্ত রোগগ্রস্থ মরিবে সকলে॥
মহাপুণ্যবান তুমি জগতে বাখান। নির্ণাম নাহিক হবে বুঝিনু প্রমাণ॥
আমি যে অস্থিরচিত্তে আছিব্যাকুলিত। অস্থিরতা তববংশে হৈবে নিরূপিত॥
ধার্ম্মিক জন্মিবে বহু বংশের ভাজন। তাদের সত্কর্ম্মে সদা লিপ্ত হবে মন॥
কিন্তু যেইরূপ আমি অস্থির পীড়াতে। মম পরিবার ক্লেশ পায় বিধিমতে॥
তেমনি ঘটিবে তববংশীয় সকলে। সুস্থিরতা নাহিপ্রাপ্ত হৈবে কোনকালে॥
বৃহস্পতি তুল্য যদি হয় জ্ঞানবান। কুবের সমান যদি হয় ধনবান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য যদি হয় ধর্ম্মেজ্ঞান। বলির সদৃশ যদি করে মহা দান॥
পদপ্রাপ্ত হয় যদি ইন্দ্রের সমান। মন সুখ নাহি হবে বচন প্রমাণ॥
শুদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের নাজান সম্মান। তব বংশ নীচ হস্তে হবে অপমান॥
এত বলি দ্বিজবর হলেন বিদায়। অপার মনের দুঃখ সেন নিরুপায়॥
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন। পুরুষানুক্রমে বংশে সেরূপ ঘটন॥
কোন রূপে মন দুঃখে কাল কাটে তাঁর। এক দিন মনে তাঁর হইল বিচার॥
সকলি গ্রহর কর্ম্ম অবশ্য ফলিবে। জয়ন্তী পুস্তকে লেখে সকলে শুনিবে॥

অথ মহাদেব মন্দিরে অবস্থিতি ও মোহন্তর আদেশে ও কর্ম্মে প্রমাণ।

রামেশ্বর বুঝি ভাবিলেন অন্তর্ধান। এত বিভীষিকা নহে কেন বর্ত্তমান॥
চিন্তামনে এই কথা বসিয়া মন্দিরে। হঠাৎ মোহন্ত এক পৌঁছেন সত্বরে॥
মন্দির ভিতরে যান মুখে নাহি কথা। যোগাসনে বসি ধ্যান আরম্ভেন তথা॥
কর পদ্বি বৃদ্ধ এক বণিক্ যে ছিল। সোভাবাজারেতে তার দোকান আছিল॥
বড়ই দরিদ্র সেই বহু পরিবার। বিক্রয়ের লভ্যে তার না চলে সংসার॥
জাগ্রত দেবতাস্থিত জানিয়া মন্দিরে। নিত্য২ জপধ্যান করে রামেশ্বরে॥
দারিদ্রতা জন্য সেই সর্ব্বদা চিন্তিত। স্বপ্নে দুরাদৃষ্ট তার হয় সুবিদিত॥
কহিলেন তারে দেব আশ্বাস বচনে। মোহন্ত পৌঁছেন আসি মম নিকেতনে॥
থাকেন যতেক দিন এই স্থানে তিনি। সেবায় সুস্থতা তাঁহে সদা কর তুমি॥
সন্তুষ্ট হইলে তাঁর বিদায় কালেতে। দৈন্যতা হইবে দূর তাঁহার কৃপাতে॥

...ক্ সেবায় থাকে আজ্ঞা যেইরূপ। শুনহ সকলে যাহা ঘটে অপরূপ ॥
কত দিন পরে হন মোহন্ত বিদায়। দরিদ্র বণিক্ তাঁর পিছে পিছে ধায় ॥
উত্তর দিকেতে তিনি যান বহু দূরে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় বণিক্ সত্বরে ॥
মোহন্ত ফিরিয়া দেখি কহিলেন তায়। এতকষ্টে কিনিমিত্তে আসিছহেথায়
বণিক্ কহিল সাধু প্রসন্ন হইয়া। দৈন্যতা করুণ দূর যাইব চলিয়া ॥
নতুবা আপন পদে প্রাণ সমর্পিব। দেশেতে ফিরিয়া আর কভু না যাইব ॥
হাসিয়া উত্তর দেন তপস্বী ঠাকুর। নাচিন্ত দৈন্যতা দিন হইবেক দূর ॥
ইহা বলি তন্নিকটে ময়দান্ হইতে। সাধারণ বৃক্ষ পত্র তুলিয়া হস্তেতে ॥
দুই হস্তে সেই পত্র ঘর্ষণ করিয়া। বণিকে অর্পেণ এই আদেশ বলিয়া ॥
ইহা লয়ে তুমি নিজ দোকানেতে গিয়া। পত্ররস সর্ব্বদ্রব্যে দেহ ছড়াইয়া ॥
সর্ব্ব দ্রব্য স্বর্ণ হৈবে প্রত্যক্ষ দেখিবে। দারিদ্রতা দূর তব তাহাতেহইবে ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুনহ উপায়। দোকানের দ্রব্য ভিন্ন না দিবে কোথায় ॥
রামেশ্বর পুরী প্রান্তে তোমার দোকান। তাঁহারমাহাত্ম্যে ইহা ফলিবেপ্রমাণ
অন্যস্থানে অন্যদ্রব্যে ইহা না ঘটিবে। নিশ্চিত জানিয়া চেষ্টা কভু না করিবে॥
দৈন্যতা হইলে দূর যাহ সেন ঘরে। বার্ত্তা কহ নন্দরাম সেনের গোচরে ॥
মন্দিরে আছেন রামেশ্বর অধিষ্ঠান। সেনজীর মনে ইহা হইবে প্রমাণ ॥
হইবেন বড় সুখি মন চিন্তা যাবে। ধার্ম্মিক সেনের মনে ধর্ম্ম যে বাড়িবে ॥
বণিক্ প্রফুল্ল চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া। দোকানেতে পত্ররস দিল ছড়াইয়া ॥
সর্ব্ব দ্রব্য স্বর্ণ হয় দেখি চমকিত। বণিক্ হইল মনে বড় হরষিত ॥
ঘর্ষিত পত্রকে আস্তে ব্যস্তেতে খুলিয়া। আনন্দিত হৈল বৃক্ষ পত্রযে চিনিয়া ॥
দোকান করিয়া বন্ধ গেল নিজ ঘরে। সেই পত্র তুলিলেক বণিক্ সত্বরে ॥
ঘর্ষণ করিয়া রস সর্ব্বত্রে ছড়ায়। পত্র রসে ভিন্ন ভাব আশ্চর্য্য দেখায় ॥
কাংশ পিত্তলাদি লৌহ কাষ্ট যাহা ছিল। পত্ররসে বিড়ম্বনা মৃত্তিকা হইল ॥
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি বণিক্ বিস্ময়। তখন মনেতে তার ভাবনা উদয় ॥
মোহন্তর বাক্য আমি অবহেলা করে। বাটী দ্রব্যে দেই রস পরীক্ষার তরে॥
তাহাতে আমাকে এবে বিধিবিড়ম্বিল। নাজানি দোকান দ্রব্য মৃত্তিকা হইল॥
দ্রুতগতি গিয়া দেখে আপন দোকান। স্বর্ণময় সর্ব্ব দ্রব্য আছে বর্ত্তমান ॥
শিবের মাহাত্ম্য বুঝি হয়ে হরষিত। সেনজীর সমীপেতে হয়ে উপনীত ॥

কহিল সকল বার্ত্তা ঘটিল যেমন। সেনজীর হয় তাহে প্রফুল্লিত মন॥
সেই বণিকের পৌত্র শম্ভুকর নামে। দোকান করিত সদা সেন পুরধামে॥
সকলে জানিত সেই বৃদ্ধ শম্ভুকর। নিধন হয়েছে এবে দ্বাদশ বৎসর॥
ধন্য ধন্য সেনজীর পুণ্যের প্রকাশ। কলিযুগে হেন ঘটে কে করে বিশ্বাস॥
সত্যধর্ম্মে যেই থাকে তার সদা জয়। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন সার কথা কয়॥

অথ সেনজীর প্রতি সত্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং তাঁহার ও তদ্বংশের উপর শাপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত।

ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্মে কাল কাটিত তাঁহার। ঘটনা হইল পুনঃ শুনহ বিস্তার॥
একদিন শুক্রবার সেন মহাশয়। বসিয়া আছেন তিনি শিবের আলয়॥
পিরের ফকির এক আসি উপস্থিত। সত্যপির গুণ গায় বড় আনন্দিত॥
মন্দির বাটীর মধ্যে আইল ফকির। তাহাতে সেনজী হয়ে মনেতে অস্থির॥
কহেন ফকির সত্যপির পরায়ণ। হিন্দু দেব স্থান হৈতে করহ গমন॥
পিরের ফকির তাহে বড়ই রুষিল। মহা ক্রোধে সেনজীরে কহিতে লাগিল॥
সত্যপির আর দেখ সত্য নারায়ণ। একই পদার্থ দোঁহে জানে জ্ঞানীজন॥
হিন্দুমতে তন্ত্র কথা কহিলাম সার। যেই জাতী যেই নামে পূজয়ে তাঁহার॥
ধার্ম্মিক নামেতে মাত্র হও তুমি খ্যাত। ধর্ম্মতত্ত্ব কারেবলে নাহি আছজ্ঞাত॥
জাতীয় প্রভেদ হৈলে হানি কিবা হয়। ভক্তের ভাবনা রূপে প্রভুর সদয়॥
জ্যোতীষে পণ্ডিত বড় ছিল সে ফকির। শতবর্ষে ঘটেযাহা গণিলেক স্থির॥
সেনবংশে হৈবে যাহা গণিয়া দেখিল। ইংলণ্ডীয় অধিকার সম্ভাবনা ছিল॥
নবাবি আমল ছিল জানিত তখন। বর্ত্তমান ভবিষ্যতে রাজা যে যবন॥
বুঝিল সকল যাবে যবন হস্তেতে। সম্পত্তি সবার লোপ হয়তো কালেতে॥
বড়ই সুবুদ্ধি সেই চতুর ফকির। কথা কহে যাহা পরে ঘটিবেক স্থির॥
বহুক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয়। অভিশাপ করি তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥
জাতীতে যবন বলি মোরে কর হেলা। বহুধন পুত্রগণ লয়ে তব মেলা॥
সকলি দেখিবা তুমি নিমেষের খেলা। যবনের প্রতি নাহি হবে অবহেলা॥

চলিয়া যাবেন লক্ষ্মী তব জীবনেতে। দর্পমূল পঞ্চমুদ্রা না পাবে দেখিতে॥
তুমি নিজে আর নাহি ফিরিয়া পাইবে। হইতে যবন হস্ত তব বংশ পাবে॥
ধার্ম্মিক বটহে কিন্তু পুত্র অহঙ্কারী। ভয়বাসী পাছে মর পুত্র শোক ধরি॥
অট্টালিকা ঘর বাটী হয়েছে বিস্তর। এই জন্য আছে তব গর্ব্বীত অন্তর॥
দেবায়তন নিজ পুণ্যে রহিবে সমান। অট্টালিকা নাহি রবে কহিনু প্রমাণ॥
তোমার বংশেতে কত মূঢ়মতি হবে। যবন সংস্পৃষ্ট কাল বিরহংকরিবে॥
তাহাতে সম্পত্তি যাহা বংশেতে থাকিবে। যবন রাজার ঘরে অবশ্য যাইবে
ফকির ক্রোধিত হয়ে ভিক্ষা না লইল। তাহে সেনজীর মনে দুঃখ উপজিল॥
শ্রীসেখ আমিন চাঁদ কত কাল পরে। পৌঁছে কলিকাতা বাস করিবার তরে॥
ধনাঢ্য প্রকাণ্ড দাড়ি জানিত সকলে। বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল কৌশলে॥
দুই কর্ম্মে অদ্যতক দুজন বিখ্যাত। মনে কর যেবা শুনিয়াছ অবিরত॥
বিখ্যাত সকলে আমিন চাঁদের দাড়ী। জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরাম বাড়ী॥
দুজনেতে যাতায়াত বন্ধুত্ব ভাবেতে। পরস্পর উপকার হয় বিপদেতে॥
সেনজী তখন শিগ্র করেন মনেতে। ফকিরের কথা ক্রমে চলিল ফলিতে॥
যবন নিকটে লৈতে হয় উপকার। অতএব তুচ্ছ করা মন্দ ব্যবহার॥
সকল মানবগণে সমভাব জ্ঞানে। জগৎ সংসারে কর্ম্ম করে শিষ্টজনে॥
নিজ ধর্ম্মমত শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরে বলা দুরাচার॥
ধার্ম্মিক নরের ইহা কর্ত্তব্য না হয়। যথার্থ দেবের তুচ্ছ তাহে প্রকাশয়॥
ঈশ্বর সবার পক্ষে সম দয়াবান। যথা ভক্তি তথা ভিন্নরূপে অধিষ্ঠান॥
সেনজীর মনে উঠে ভিন্ন ধর্ম্মভাব। জয়ন্তী প্রকাশ করি জানায় প্রভাব॥

অথ সেনজীর হস্ত হৈতে পঞ্চমুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম পুরুষে পঞ্চম মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত।

যদ্যপি শনির কোপছিল সেনজীরে। লক্ষ্মীমাতা থাকিতেন তাঁরেরক্ষাকরে॥
বিষম শনিরদৃষ্টি জানে সর্ব্বলোক। বহুদুঃখ দেনতিনি পৌঁছে রোগশোক
লক্ষ্মীমাতা কভুনাহি পারেনরক্ষিতে। নারেনতিষ্ঠিতে লক্ষ্মী শনিরকর্ম্মেতে॥

যাইবেন লক্ষ্মীমাতা কিছু দিন তরে। কৌশলে চলিয়া যান কহি সেনজীরে॥
আপন মুখেতে তিনি দিলেন বিদায়। জানিয়া পতিত পিছে অকুল চিন্তায়॥
একদিন মহাশয় আহ্নিক ঘরেতে। মনলিপ্ত নিত্য পূজা ছিলেন ধ্যানেতে॥
সকলে জানিত তাঁর ছিল এই প্রথা। পূজার কালীন নাহি কহিতেন কথা॥
প্রথম কন্যার রূপ ধরি লক্ষ্মীমাতা। উপস্থিত হইলেন পূজাঘর যথা॥
পূজাতে আবৃত তেঁহে দেখিয়া সেখানে। পিতৃসম্বোধনে কথা কন তাঁর সনে॥
বলিলেন পৌঁছিলেক সন্দেশ হেথায়। যাইতে এক্ষণে হৈবে শশুর আলয়॥
ডাকেন পিতারে কন্যা শুনি বারেবার। শিঘ্রপিতৃ অনুমতি চান যাইবার॥
সেনজী সে নাহি করি চক্ষু উন্মীলন। বলেন কন্যারে ক্রুদ্ধ হইয়া বচন॥
চিরকাল জান তুমি মম ব্যবহার। পূজার কালীন বাক্য নাহিক আমার॥
অপেক্ষা করিতে তুমি যদি নাহি পার। শশুর আলয় তুমি যাওগো সত্বর॥
বিদায় পাইয়া কন্যা বলেন তখন। তব বাক্সে আছে মম যৌতুকের ধন॥
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আছে রজত কৌটায়। মোর হস্তে দিয়া পিতা করুণ বিদায়
ধ্যান ভঙ্গ নাহি হয় উঠিয়া সত্বরে। বাম হস্তে এক কৌটা দিলেন কন্যারে
মহাভ্রম হয় তাহে শুন সর্ব্বজন। বিধির বিপাক ঘটে না হয় খণ্ডন॥
পঞ্চ দৈবমুদ্রা ছিল যে রূপ্য কৌটাতে। সেনজী দিলেন তাহা কন্যার হস্তেতে
ছিলেন তাহাতে মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠান। কৌটা পেয়ে লক্ষ্মীমাতা হন অন্তর্দ্ধান॥
একমনে কিয়ৎক্ষণ পূজা সাঙ্গ করি। সেন মহাশয় আইলেন অন্তপুরি॥
ভোজন করেন বসি এমত সময়ে। জ্যেষ্ঠ কন্যা পরিবেশনের পাত্র লয়ে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসেন মহাশয়। এখন না যাও তুমি শশুর আলয়॥
কি জন্য বিরক্ত তবে আহ্নিক সময়। জানিয়া করিলে হেন তুমিগো আমায়॥
কন্যা কহে কেন যাব শ্বশুর বাটীতে। কোথা আমি গিয়াছিনু তোমারে কহিতে॥
সেনজী বিস্ময়াপন্নে শিরে করাঘাতে। বুঝেন বিপদ ঘটে শনির মায়াতে॥
আহ্নিক ঘরেতে গিয়া দেখেন সত্বর। পঞ্চ মুদ্রা কৌটা নাহি বাক্সের ভিতর
ছাড়েন আহার নিদ্রা ভাবনা উদয়। লক্ষ্মীমাতা স্বপ্নযোগে হইয়া সদয়॥
কহেন সেনজী শুন বচন আমার। অবধৌতীক মুদ্রা তুমি না পাবে আবার॥
ফকিরের কথা এবে করহ স্মরণ। জানহ সে ব্যক্তি ভক্ত সত্য নারায়ণ॥
বুঝহ কলির আয়ু বাড়িবে ক্রমেতে। জগৎ সংসার মুগ্ধ হইবে পাপেতে॥

সপ্তবিঘা বাস্তু তাঁর সকলে জানিল। যবে তারি অংশ অন্য হস্তেতে পড়িল॥
নিজবাস্তু জন্য যার মনেতে উদয়। দ্বাদশ বর্ষেতে লোপ অবশ্যই হয়॥
কিম্বা উক্তকালমধ্যে না থাকে সুস্থির। সেনবাস্তুবিনা ত্যাগে অবশ্য অস্থির॥
এই হেতু মনে ভাব যেবা লোভীজন। বাস্তু লোভ পরিত্যাগ করহ মনন॥
হেন সার কথা মাত্র বুঝয়ে সজ্জন। আধুনিক কিসে জ্ঞাত বাস্তু কিবা ধন॥
সপ্তবিঘা বাস্তুভূমি বড় সুকঠিন। বুঝিয়া করিবে কার্য্য যে হয় প্রবীণ॥
পুস্তকে একথা লেখা শ্রম মাত্র সার। বাস্তু যে অমূল্যধন সকলে প্রচার॥
ইহার হরণে পাপ যত কিছু হয়। লিখিয়া জানাব কত সবে বুঝে লয়॥
বিশেষতঃ সেন বাস্তু রক্ষক বাসুকী। সচক্ষে দেখয়ে সবে হয়ে মন সুখি॥
সময়ে ২ হন গোচর মন্দিরে। নূতন লক্ষ্মীর বাটী মধ্যেতে অন্দরে॥
সর্ব্বদা ফেরেন তিনি দেখিল সকলে। দীর্ঘ যেনিশ্বাস ছাড়ি রজনীরকালে॥
অমূল্য ধন যে ধরি শিরের উপরে। মধ্যে২ দেখা দেন সেচ্ছা অনুসারে॥
শিশুগণ কাছে কভু থাকেন শুইয়া। কিছু অপকার নাহি সন্তোষ হইয়া॥
বহু বিভিষীকা ঘটে বাস্তুর উপরে। কতবার তাহা দেখি টলমল করে॥
চিন্তান্বিত সেন বংশ উপায় না পান। দেখা দিয়া বাস্তুদেব আশাদিয়া যান॥
আশ্চর্য্য মানিল সবে দেখিয়া ব্যাপার। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন ভণিল পয়ার॥

অথ নন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান
সমাপ্ত।

জীহ্বাটলতিধীরস্য পাদস্টলতি হস্তিনঃ
ভীমস্যাঽপি রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

HISTORY

OF

MOORSHEDABAD

BY

SHAMDHONE MOOKERJEE

মুরশিদাবাদের ইতিহাস

শ্রী শ্যামধন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত

—

BERHAMPORE

Dhuna-shindhoo Press

1864

মূল্য ॥০ আটআনা।

মুরশিদাবাদের ইতিহাস।

মুরশিদাবাদ নগর মুরশেদ্‌কুলী খাঁ (নামান্তর জাফর খাঁ) কর্ত্তৃক নাম প্রাপ্ত বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ মহাত্মা এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের তনয় ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থায় তদীয় পিতা, পারস্য দেশীয় হাজী সফা নামক যবন সদাগরের নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করেন। হাজী পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করণ মানসে তাঁহার নামকরণ এবং ত্বক্‌ছেদ করিয়া সদ্বিদ্যারূপ শান্তি সলিলে অভিষেচন করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে স্পাহান রাজ্যে লইয়া যান এবং তথায় ব্যয় ও যত্ন সহকারে বিদ্যা শিক্ষা দিতে কিছুই ত্রুটী করেন নাই। মুরশেদকুলী খাঁ কৃতবিদ্য হইয়াছেন এ'ত সময়ে দুর্ভাগ্য বশত তাঁহার ঐ পালক পিতা মানব লীলা সম্বরণ করেন। তখন তিনি আপনাকে সহায়হীন ও হতভাগ্য বিবেচনা করিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন মনা হইলেন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উপজীবিকার চেষ্টায় দক্ষিণরাজ্যের অন্তঃপাতি বিরার নামক স্থানের দেওয়ানের * নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে তিনি সদয় হইয়া মুরশেদকুলী খাঁ কে আপন অধীনস্থ এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সৌভাগ্য দেবী প্রসন্না হইলে কাহারও সহায়তার প্রয়োজন

---

* কর সংগ্রহের কর্ম্ম যে করে তাহার উপাধি, যথা কালেক্টর।

থাকে না। মুরশেদকুলী খাঁ স্বীয় কর্ম্ম দক্ষতা দেখাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে উক্ত প্রতিপালকের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক সম্রাটের নিকট পর্য্যন্তও পরিচিত হইলেন। সেই সময় হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদ শূন্য হইলে দিল্লীশ্বর যোগ্য পাত্র বিবেচনায় তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করেন, এবং কিছু দিনের পর তিনি এই বঙ্গ দেশের দেওয়ানী পদে উন্নত হন। কথিত আছে যে, তিনি নিয়ত স্বীয় পদ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা বাদশাহের সন্তোষ সম্পাদন করায় ১৭০৩ খৃঃ অব্দে বাদশাহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ, বেহার, এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের নবাবী পদে অভিষেক করেন। তখন তিনি এই বঙ্গ দেশে উপস্থিত হইয়া স্বীয় নাম বিখ্যাত করণাভিপ্রায়ে প্রথম উদ্যমেই পূর্ব্বতন রাজধানী ঢাকার পরিবর্ত্তে মকসুদাবাদ নামে বিখ্যাত এই নগরের মুরশিদাবাদ নাম দিয়া এই স্থানকে রাজধানী করেন। এবং ক্রমে ক্রমে রাজ ধানীর মহৎ লক্ষা প্রাসাদ, টঙ্কশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মুরশেদকুলী খাঁ পদোপযুক্ত ব্যয়শীল ছিলেন না এবং অধিক আড়ম্বরও ভাল বাসিতেন না; সুতরাং রাজধানীর উপযুক্ত বহু ব্যয় সাধ্য পরম শোভন অট্টালিকা কি সুদৃঢ় দুর্গাদি কিছুই প্রস্তুত করেন নাই।

মুরশেদকুলী খাঁ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও নীতিকুশল ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে সকলের বিদ্বেষ ভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপনের সময়েই এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের প্রতি অসঙ্গত অত্যাচার এবং বিবিধ বিধানে তাঁহাদিগের অব-

মাননা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারায় তাঁহার ইচ্ছামত কর আদায় না হইতে দেখিয়া রাজ্যস্থ সমুদায় জমিদারগণকে এককালে কারাবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তত্রস্থ কর সংগ্রাহক ভৃত্যবর্গকে এই আদেশ করেন "তোমরা ভূম্যধিকারিগণের অধিকারস্থ গ্রাম সকল খাস করিয়া প্রত্যেক গ্রামের ভূমি বিশুদ্ধরূপে তদন্ত এবং পরিমাপের দ্বারা কর্ষণের যোগ্যাযোগ্য স্থির করিবে। এবং কৃষিজীবিপ্রজাবর্গকে অগ্রিম ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিছু২ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কর্ষণোপযোগী ভূমি সকল যথাকালে কর্ষণ করাইবে। তদনন্তর তাহাদিগের পরিবার পোষণ যোগ্য কিয়দংশ শস্য দিয়া অবশিষ্ট ভাগ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা যে পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা অনতিবিলম্বে রাজধানীতে প্রেরণ করিবে।

যখন তাঁহার ঐ অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশ এই তিন প্রদেশ মধ্যে সম্যকরূপে প্রচারিত হইল, তখন সমুদায় ভূম্যধিকারীরা এককালে স্ব স্ব বিষয়ে অনধিকারী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নবাব স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য ঐ হৃত-সর্ব্বস্ব বিপন্ন জমিদারগণের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় করা কর্ত্তব্য ইহা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। অতএব তখন তিনি জমিদারগণকে প্রতিপালন জন্য কর শূন্য করিয়া কতকগুলি গ্রাম প্রদান করিলেন, ঐ সকল গ্রামের নাম নানকর্ এবং তাহার সীমা মধ্যে নদী বা বৃহৎ জলাশয় যাহা পড়িল তাহার মৎস্যাদিতে উহাদিগের অধিকার থাকিবার অভিপ্রায়ে তাহার নাম জলকর এবং তন্মধ্যে

যে সকল বন রহিল তাহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া লইবার ও বন মধ্যে মৃগয়া করিবার ক্ষমতা দিয়া তাহার নাম বনকর অবধারিত করিয়া দিলেন * ।

এই নবাবের প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশীয় হতভাগ্য জমীদার গণের প্রতি অত্যাচারের স্রোত যে পরিমাণে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার সমুদায় না লিখিয়া, একটী প্রস্তাব যাহা শ্রুতিপথারূঢ় হইবামাত্রই গাত্রের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং যাহা স্মরণ মাত্রই বোধ হয় বঙ্গভূমি স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রগণের তাদৃশ বিষম দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া যেন তাহাদিগের পরিত্রাণ জন্য বৃটিশ অধিকারস্থ হইয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। ঐ নবাবের দৌহিত্রজামাতা (নফিসা বেগমের পতি) সৈএদ রেজা খাঁ তৎকালে এই বঙ্গদেশের ডিপুটী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কর সংগ্রহের সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বিবিধ বিধানে ভূম্যধিকারিগণকে যন্ত্রণা দিয়াও আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না বলিয়া একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া সমুদায় ঘৃণিত দ্রব্য দ্বারায় তাহা পূর্ণ করত হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সুলভ ঐ স্থানের নাম বৈকুণ্ঠধাম রাখিলেন। ঐ নারকী সৈএদ রেজা যখন জমীদার গণের নিকট অন্যবিধ অত্যাচার দ্বারা সমুদায় কর আদায় করিতে অক্ষম হইত, তখন ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিত ইহাকে বৈকুণ্ঠ ধামে লইয়া যাও। ঐ নারকীর দাস বর্গেরাও যে পিশাচ

---

* ঐসময় হইতে নানকর, জলকর এবং বনকর প্রভৃতি আরব্য শব্দের ব্যবহার এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

তুল্য হইবেক তাহার আর সন্দেহ কি ! সুতরাং তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ দুর্ভাগ্য জমীদারকে হস্তে রজ্জু দিয়া ঐ নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করত এক পার হইতে অপর পারে টানিয়া লইয়া যাইত * ।

মনুষ্যের বার্দ্ধক্য সুলভ মৃত্যুশঙ্কা যৌবনকালের কৃত বিগর্হিত দুষ্কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আগমন করে। এবং তখন সতত বিপথগামী মানবকেও পুন্যপদবীতে উপনীত হইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রমনা দেখা যায়। ফলতঃ তখন কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, কোন্ দেবমূর্ত্তির অনুধ্যানে, কোন্ মন্ত্রের সাধনে এবং কোন্ পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনে সেই অপরিজ্ঞাত পরকালের নিস্তার হইবেক ভাবিয়া মনুষ্য একান্ত উন্মনা হইয়া পড়ে। মুরশেদকুলীখাঁ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া এই সংসারে আর দীর্ঘকাল বিচরণ করিতে হইবেক না ভাবিয়া স্বধর্ম্ম সম্মত বিপণিমধ্যে ভজনাগার ও সমাধিমন্দির সংস্থাপন করিতে ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। এবং তদর্থে বিপুল অর্থব্যয়েও কাতর হইলেন না। তখন নবাব বাটীর পূর্ব্বভাগে খাসতালুক নামে বিখ্যাত স্থান মনোনীত করিয়া তথায় কাঠরা নামক বাজার বসাইলেন; এবং তন্মধ্যে বহুব্যয় ও পরিশ্রম সাধ্য অতি বৃহৎ একটী মসজীদ নির্ম্মাণ করাইলেন † । তিনি

---

* বোধহয় নানাপ্রকার প্রজাপীড়ন দ্বারায় কর আদায়ের নিয়ম ঐ নবাবের আদর্শানুসারেই এই বঙ্গদেশে বিস্তার হইয়া থাকিবেক।

† কথিত আছে যে ঐ মসজীদ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ভার স্মাইল করামের পুত্র মোরাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল সে তত্রস্থ এবং তন্নিকটস্থ হিন্দুদিগের দেবমন্দির প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অসঙ্গত অত্যাচার করে।

ঐ বাজারের উপস্বত্ব হইতে ঐ মসজীদ অর্থাৎ ভজনাগারের সংস্কারাদি ব্যয় নির্ব্বাহের নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও ঐ বাজার অদ্যাপি উন্নতাবস্থায় আছে, কিন্তু তদুপস্বত্ব উক্ত নিয়মানুসারে ব্যয়িত না হওয়াতে ঐ মসজীদ এক্ষণে ভগ্ন দশায় পড়িয়াছে। মুরশেদকুলীখাঁ পরলোকগামী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃতশরীর ঐ মসজীদের সোপানাবলীর নিম্ন ভাগে সমাহিত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাই হইয়াছিল।

তৎকালে দিল্লীশ্বরের অধিকার মধ্যে এই এক কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, তাঁহার প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তাগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার ত্যজ্য সম্পত্ত্যাদি হইতে তদীয় উত্তরাধিকারীকে এক কালীন বঞ্চিত হইতে হইত এবং তত্তা-বৎ এমত কি তণ্ডুলকণা পর্য্যন্তও অনতিবিলম্বে রাজকোষে নীত হইত, এজন্য কখন২ প্রধান ব্যক্তির মৃতদেহ তাঁহার অবস্থানুসারে সমাহিত হইত না। মুরশেদকুলীখাঁ উক্ত কারণে এবং সুখসৌভাগ্য আতপচ্ছায়ার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল ভাবিয়া আপন দৌহিত্র আছদুল্লা খাঁর (বিখ্যাত সরফরাজ-খাঁর) নামে নিজ মুরশিদাবাদ ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম সকল চুনাখালীর অন্তঃপাতি কুলবেড়িয়া পরগণার জমীদার মহম্মদ আমীনের নিকট ক্রয় করিয়া আছদ নগর নাম প্রদানপূর্ব্বক বেনামী করিয়া রাখেন। অদ্যাপিও ঐ নাম বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে নিম্নের লিখিত বিবরণ এস্থলে অপ্রস্তাব্য বিবেচনা করিলাম না। মুরশেদকুলী খাঁর সময়ে আরম্ভের

বাদশাহ দিল্লীরসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া এই মুরশিদাবাদের কাজাই পদে কাজী মহম্মদ সফা নামক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি নিয়ত নবাবের সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিচার সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা দিতেন। সেইকালে একদা চুনাখালীর জমীদার বৃন্দাবন রায়ের বাটীতে একজন ফকীর ভিক্ষার্থে গিয়াছিল। কিন্তু উক্ত রায় তাহার দাম্ভিকতা দৃষ্টে রুষ্ট হইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়াদেন। স্বধর্ম্ম গর্ব্বিত ফকীর ক্রোধান্বিত ও বৃন্দাবনের অনিষ্ট চেষ্টায় অনন্যমনা হইয়া ঐ রায়ের বাটীর বহির্ভাগে অনতিদূরে কতকগুলি ইষ্টক একত্র করিয়া তদুপরি উচ্চৈঃস্বরে আজান * দিতে আরম্ভ করিল। বৃন্দাবন বাহির হইলেই অধিক আড়ম্বরের সহিত আজান দিত। বৃন্দাবন তাহার ঐ প্রকার ধূর্ত্ততা দেখিয়া সেই স্থান হইতে তাহাকে তাড়াইয়া ইট কয়েক খানি ফেলিয়া দিতে অনুমতি করেন। তখন ঐ দুষ্ট-মতি নবাবের বিচারালয়ে উহার কৃত মসজীদ বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিচার প্রার্থিত হইলে, কাজী সরফ ধর্ম্ম-শাস্ত্র সম্মত বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু নবাব ঐ ব্যবস্থায় অসম্মত হইয়া কাজীকে এই প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্রাণ দণ্ড ভিন্ন অন্য কোন গতিকে শাস্ত্রের আজ্ঞা প্রতিপালন হইতে পারে কি না? তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন, হাঁ উহার প্রাণ বধ বিষয়ে এই ক্ষমাই প্রচুর যে, ও আপন পরকাল উদ্দেশে চিন্তা করিবার জন্য অনেক কাল অবকাশ মাত্র পাইতে পারে। যখন নবাবের

---

* কোরাণ সম্মত খোদার ভজন করণ সময় আপন মন্ত্র পাঠ।

অনুরোধ কোন ক্রমে রক্ষা হইল না, তখন তিনি দিল্লীশ্বরের বিশেষ আদেশ প্রার্থনা করিয়া বিজ্ঞাপনী পাঠাইবার অনুমতি দিয়া আশু বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলেন। এতাদৃশ গুরুতর অপরাধীকে ক্ষণেক কালের জন্যেও জীবিত দেখিতে নাই বলিয়া কাজী তৎক্ষণাৎ আপন হস্তে বৃন্দাবনের প্রাণ বধ করিলেন। কাজীর ঈদৃশ বিষম বিগর্হিত কর্ম্মের বৃত্তান্ত নবাব এবং সভাস্থ সকলে দিল্লীশ্বরকে জানাইয়া ছিলেন কিন্তু তিনি ঐ কাজীকে সামান্য মানব বলিয়া জানিতেন না, এজন্য তাঁহার কৃতকর্ম্মে অনুমোদন পূর্ব্বক নবাবকে যে পত্র লেখেন তাহার শেষ ভাগে স্বহস্তে পারস্য অক্ষরে এই কয়েকটী শব্দ লিখিয়া দেন "কাজী সরফ খোদা কি তরফ,,। কথিত আছে যে ঐ কাজী বহরমপুরের পূর্ব্বভাগে শিরডাঙ্গা নামক স্থানে বাস করিত: এখন পর্য্যন্ত তাহার বাটীর চিহ্ন এবং বংশাবলী লোপ হয় নাই।

মুরশেদ কুলী খাঁ প্রায় ২২ বৎসর সুখে রাজ্যভোগ করিয়া ১৭২৫ খৃঃ অব্দে আপন পদ এবং বিভবের উত্তরাধিকারী আপন কন্যা জয়তন্নেছা বেগমের গর্ব্ভজাত পুত্র সরফরাজ খাঁকে স্থির করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। সরফরাজ খাঁ তাঁহার সমাধি ক্রিয়া সমাধা করণানন্তর তাঁহার কৃত নিয়মানুসারে সমুদায় বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়াও সহসা নবাবী আসনে আসীন না হইয়া সম্রাটের বিশেষ আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অবকাশে আপন মাতামহের দীর্ঘ কালের সঞ্চিত অর্থ এবং রত্নাভরণ আপন বাসস্থান ন্যাকটাখালী (যাহা বর্ত্তমান নবাব বাটীর অনতি

পূর্ব্বাংশে ছিল) তথায় লইয়া যাইতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট রাখেন নাই। সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন, যাহার লাম্পট্য দোষের আতিশয্য প্রযুক্ত সরফরাজের মাতা জয়তন্নেসা বেগমের সহিত তাঁহার সদ্ভাব পরম্পরায় কালাতিপাত হইত না বলিয়া মুরশেদ্‌কুলীখাঁর জীবিতকালে তিনি উড়িষ্যার ডিপুটী গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় থাকিতেন এবং জয়তন্নেসা আপন পুত্র সরফরাজকে লইয়া পিতার আশ্রয়ে ন্যাক্‌টাখালীতে বাস করিতেন।

সুজাউদ্দীন আপন শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঐ পদ প্রত্যাশায় কটক হইতে মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। তিনি মুরশিদাবাদের অনতিদূরবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় পিতাপুত্রে বিরোধ হইবার বিলক্ষণ অনুষ্ঠান হইয়া উঠিল। এতাদৃশী বিষয়বাসনা একেই অনর্থের মূল, তাহাতে উভয়ে অবিনীত এবং গর্ব্বিত, সুতরাং উভয়ে উভয়ের প্রাণবধ করণেও ব্রতী হইয়া উঠিল।" অনন্তর মৃত নবাবের বিধবা স্ত্রী এবং সরফরাজের মাতা, পিতাপুত্রের সমরশজ্জা শ্রুত হইয়া সরফরাজকে অন্তঃপুর মধ্যে আহ্বানপূর্ব্বক উপদেশচ্ছলে কহিলেন বৎস—তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে যদিও তিনি নবাব হন, পরে তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে। অতএব পিতাপুত্রে বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে:—তুমি আপন অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হও, পিতার সহিত পুত্রের যথাকর্ত্তব্য ব্যবহার কর।

সরফরাজ খাঁ মাতামহী এবং মাতার প্রদর্শিত সৎপথারূঢ় হইয়া পিতার সহিত বিবাদ করা অকর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং

বিনীতভাবে একাকী পিতৃ সদনে উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলেন। সুজাউদ্দীন সমর সজ্জায় বিমুখও প্রণত এবং বিনয়াবনত পুত্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। তখন স্বভাবসিদ্ধ পিতাপুত্রের মনোমধ্যে স্নেহ ও ভক্তি সম্পৃক্ত অমিয়ভাবের প্রবাহ বৃদ্ধি হওয়ায় সরফরাজ আপন পিতার অভীষ্ট সিদ্ধার্থে সচেষ্টিত হইলেন। সুজাউদ্দীনের কর্ম্মদক্ষতা পূর্ব্বহইতেই সম্রাটের সমীপে প্রকাশ ছিল। বিশেষতঃ তিনি নানাবিধ ব্যয়দ্বারা বাদশাহের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণের সন্তোষ জন্মাইয়া শ্বশুরের ন্যায় এই তিন প্রদেশের নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। নবাব সুজাউদ্দীন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এবং রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর ন্যায় কোন প্রকার অত্যাচার ব্যতীত ও তাঁহার অবলম্বিত উপায়ের অনুগামী না হইয়াও অপেক্ষাকৃত প্রজাগণকে সুখে রাখিয়া অধিক সংখ্যা কর সংগ্রহ পূর্ব্বক অতি অল্পকালের মধ্যে দিল্লীশ্বরের সন্তোষ ভাজন হইয়াছিলেন।

মৃজা মহম্মদ নামা একজন মন্ত্রম সুজাউদ্দীনের নিকট বৈবাহিক সূত্রে বিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন। সেই কারণে সুজাউদ্দীন উড়িষ্যাপ্রদেশে অবস্থানকালে ঐ মৃজামহম্মদ আপন দুই পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লী হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পুত্র দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হাজী * আহাম্মদ ও কণিষ্ঠ মৃজা মহম্মদ আলি (বিশেষ বিখ্যাত আলিবর্দ্দি।)

---

* মক্কানামক তীর্থ দর্শন করিয়া যে আইসে তার নাম হাজী।

সুজাউদ্দীন এই তিন ব্যক্তির যোগ্যতা বিবেচনায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ সুশিক্ষিত এবং কর্ম্ম-দক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের কৃত কর্ম্মে কেবল তাঁহারা সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এমত নহে বরং সম্রাটের সম্মান ও লাভ জনক অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কারণে সুজাউদ্দীন উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে মুরশিদাবাদে আনাইয়া ঐ দুই জন ও রায় আলমচাঁদ ও সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যস্থ সমুদায় কর্ম্ম ঐ চারিজনের পরামর্শানুসারে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। উক্ত নবাব সদ্বিচারক, ন্যায়পরায়ণ ও সাধারণ হিতকারী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর সময় হইতে যে সকল ভূম্যধিকারিগণ কারাবদ্ধ ছিল তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ আপন আপন জমিদারীতে কর্ত্তৃত্ব করণের ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক বিমুক্ত করিয়া দেন। ফলতঃ বিবিধ প্রকারে প্রজার মঙ্গল চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের অনুগামী হইয়া রাজ্যপালন করিতেন এই নিমিত্ত এই তিন প্রদেশীয় লোকের প্রিয় পাত্র হন।

১৭২৯ খৃঃ অব্দে বেহারের গবর্ণরী পদ শূন্য হইল। ঐ পদে যে সকল ব্যক্তিকে নবাব মনোনীত করিয়াছিলেন কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিচতুষ্টয়ের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন যে, ঐ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি অন্য কেহই নাই। আমাদিগের মধ্যে কেবল আলিবর্দ্দি খাঁ উপযুক্ত পাত্র আছেন। তাঁহাকে—

আমরা তিনজনে মনোনীত করিয়াছি। নবাব ঐ অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য দ্বারা অনতিবিলম্বেই সম্রাটের প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়া উঠিলেন।

পতন ধর্ম্মশীল মানবদেহে পরমাত্মা চিরনিবাস করেন না। তিনি এক শরীরের অবস্থা ভেদে চতুর্ব্বিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সেই কলেবর জরাজীর্ণ দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান। সুজাউদ্দীন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত জরাগ্রস্ত হইয়া ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অনতিপূর্ব্বে মুরশিদাবাদের অপরপার ডাহা-পাড়া নামক স্থানে একটী মসজীদ এবং স্বীয় মৃতশরীরের মকবরা (গোরের মন্দির) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং তথায় তাঁহার মৃত দেহ সমাহিত হইয়াছিল।

নবাব সুজাউদ্দীন শমনালয়ের পথিক হইবার পূর্ব্বেই আপন সমুদায় বৈভবের উত্তরাধিকারী আপন পুত্র সরফরাজ খাঁকে এইনিয়মে স্থির করিয়াছিলেন যে, সরফরাজ রাজ্যস্থ সমুদায় কর্ম্ম হাজী আহাম্মদ, জগৎশেঠ এবং আলমচাঁদ এই মন্ত্রিত্রয়ের পরামর্শানুসারে নির্ব্বাহ করিবেন। সরফরাজ পিতৃপদারূঢ় হইয়া ঐ বিবরণ সম্রাটের সমীপে লিখিয়া পাঠাইলেন। এই নবাবীপদ উত্তরাধিকারিত্বস্বত্বে বলবৎ হইবার নিয়ম এক প্রকার ঐ সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল বলিতে হইবেক। কেননা সরফরাজ নবাবি হওয়ার পক্ষে দিল্লীশ্বর কোন আপত্তি করেন নাই। সরফরাজ পিতৃপদের

উত্তরাধিকারী হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার কোন একটী সদ্‌গুণ পরম্পরার অধিকারী হইতে পারেন নাই, অথবা দীর্ঘ কালপর্য্যন্ত সেই মহাত্মার প্রদর্শিত উপায়াবলম্বী হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করেন নাই বলিয়া অনেকেই তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ফলতঃ তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিমুখ হইয়া কতিপয় অশ্বারোহী বয়স্য সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে এবং অন্তঃপুরবর্ত্তিনী উপভোগ্যা কামিনীগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে অভিভূত হইয়া অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং রমনীয় রমনীগণের রূপলাবন্যে এতাদৃশ বিমুগ্ধ ছিলেন যে, সুন্দরী স্ত্রীর প্রস্তাব তাঁহার শ্রুতি পথারূঢ় কি লাবন্যবতী যুবতী তাঁহার নয়ন পথে একবার মাত্র পতিত হইলে, তিনি সেই স্ত্রীর সমাগম ব্যতীত কোনক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেন না। এই দুষ্প্রবৃত্তির ঈদৃশ বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন যে, পঞ্চদশ শত প্রমদা সর্ব্বদা তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় অন্তঃপুর বর্ত্তিনী ছিল। রক্ষার বিষয় এই যে, ইহার উপর মদ্য পানাদি দোষ ছিলনা।

ঐ সময় জগৎশেঠের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। ঐ পরিণেতা প্রমদার অসামান্য রূপ লাবন্যের খ্যাতি ঐ দুর্ব্বিনীত নবাবের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি ঐ নব প্রণয়িনীকে একবার দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, এমন কি তাহাতে করিয়া কি অমঙ্গল এবং ঐ অতুল সম্ভ্রমশালী পরিবারের কি অপযশ সংঘটিত হইবেক তৎপ্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া স্বীয় সংকল্পিত ব্রত পালনের বিবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। তখন উপায়ান্তর না থাকায় ঐ নববিবাহিতা

কামিনী ঐ হতভাগ্য নবাবকে একবার দেখাইতে হইয়াছিল্ ।* এইঘটনার পরেই হাজী মহম্মদ স্বীয় পৌত্রের সম্বন্ধ আপন জামাতার কন্যার সহিত স্থির করণ পূর্ব্বক বৈবাহিক অগ্রিম উৎসব সকল সমাধা করিয়াছিলেন । নবাব তাহা রহিত করিয়া ঐ পাত্রীর সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। এই উভয় ঘটনা ঐ নবারের মৃত্যুর হেতুভুত হইয়া উঠিল। হাজী আহাম্মদ, জগৎশেঠ এবং আলমচাঁদ এই তিনব্যক্তি তৎকালে এই তিন প্রদেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইহাঁরা গোপনে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে. এই দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ নবাবকে পদচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁকে নবাব করিতে হইবেক। এই বিষয়ের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া গোপনে আলিবর্দ্দির সহিত লিখন পঠন হইতে লাগিল এবং দিল্লীতে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সরফরাজের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করাইয়া দিল্লীশ্বর আহাম্মদ শাহের দুরাত্মা মন্ত্রিগণকে বিপুলার্থ উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইলেন। বাদশাহ এইনিয়মে আলিবর্দ্দি খাঁকে এই মুরশিদাবাদের নবাবী পদে নিযুক্ত করিলেন যে, তিনি সরফরাজকে পরাভব করিয়া নবাব হইবা মাত্রেই সরফরাজের মাতামহ মুরশেদকুলীখাঁর এবং পিতা সুজাউদ্দিনের দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থ যাহা সরফরাজের অধিকারে আসিয়াছে তাহা সমুদায় দিল্লীতে পাঠাইয়া দিবেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই হাজী এবং জগৎশেঠ নবাবের ব্যয় সংক্ষেপ করণ বিষয়ে বিশ্বাস পাত্র হইয়া

* ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরী অব বেঙ্গলের ২৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

সৈন্য সংখ্যা কম করিতে লাগিলেন এবং অতি গোপনে ঐ সৈনিক পুরুষগণকে আলিবর্দ্দির নিকটে প্রেরণ করিলেন। তথায় তাহারা সমাদরে পরিগৃহীত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন অলিবর্দ্দির সংগৃহীত সৈন্যদল নবাব সরফরাজের অপেক্ষায় প্রবল এবং তাহাদিগকে পরাভব ক্ষম বোধ হইল, তখন তিনি সুসজ্জিত সেনাগণ সমভিব্যাহারে ১৭৪০ খৃ অব্দের মার্চ্চ মাসে সরফরাজের বিরুদ্ধে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে নবাব এই সংবাদ শ্রুত মাত্রেই অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন সমুদায় সেনাপতিগণকে এইরূপ দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন যে,তোমারা আপনাপন সুসজ্জিত সেনা সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া খামরা এবং গিরিয়া নামক স্থানে যাইয়া অবস্থিতি কর। কথিত আছে নবাবের ৩০০০০ সৈন্য ঐ দুই স্থানে (যাহা মুরশিদাবাদ হইতে আট এবং দশ ক্রোশ দূর) যাইয়া শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক শত্রুদলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে স্বয়ং নবাব খামরায় উপস্থিত হইয়া আলিবর্দ্দির সহসা এতাদৃশ বিপরীত ব্যবহারের কারণ এবং তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দি ঐ দূতের নিকট নবাবের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার মানস নহে বরং পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে সমীপস্থ হইবার অভিলাষ নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। এবং তিনি যত নবাবের অদূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই প্রকাশ্য সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। আলিবর্দ্দির এতাদৃশ সদ্ব্যবহারে নবাব এবং তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণের মনোমধ্যে যুদ্ধের দিন যে অতি নিকট বোধ হইয়াছিল তাহা দূরবর্ত্তী

হইতে লাগিল। ফলতঃ তখন সেনাপতিগণকে হতোদ্যম দেখিয়া সেনাগণ অপেক্ষাকৃত অনুদ্যোগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রি আলিবর্দ্দি আপন সমরকুশল সৈন্যসমূহে সুসজ্জিত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং রজনী অবসানা না হইতেই সৈন্যগণ নবাবের শিবির পরিবেষ্টন করিয়া রণ বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল। তখন নবাবের সৈনিক পুরুষগণ আসন্ন বিপদ দেখিয়া যদিও কয়েকদল সেনা রণোন্মুখ হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেনাপতিগণকে সম্যক রূপে অগ্রবর্ত্তী না দেখিয়া তাহারা প্রতিক্ষণ পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে লাগিল। এই অবস্থায় নবাব স্বয়ং সমর ক্ষেত্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া হস্তী আনয়ন করিবার অনুমতি করিলেন। ইতিমধ্যে বিপক্ষদলের নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার পটমণ্ডপ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তদনন্তর নবাব এক করভিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মাহুতকে অনুমতি করিলেন "আমার সেনাগণের মধ্যে আমাকে লইয়া চল্", কিন্তু সে উভয় দলের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া নবাবকে বিনীতভাবে নিবেদন করিল প্রভো-অনুমতি হইলে প্রাণ রক্ষার জন্য করিণীকে অন্য দিকে চালনা করি। আসন্ন মৃত্যু; তখন হিত বাক্য কেন শুনিবেন। ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন "সৈন্যগণের পুরোভাগে আমাকে লইয়া চল্।" নবাবের আদিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হইতেই শত্রু দলের পরিত্যক্ত কামানের গোলা নবাবের মস্তকে লাগিয়া মস্তক উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া নবাবের সেনানী এবং

সেনাগণ সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল।

আলিবর্দ্দি এইরূপে জয়লাভ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি আমি এই সেনাগণ সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে প্রবেশ করি, তবে ইহারা রাজভাণ্ডার প্রভৃতি লুঠ করিতে কদাচই ক্ষান্ত হইবে না। অতএব তখন তিনি চতুরতার সহিত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পথ শ্রান্তে এবং যুদ্ধে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম কর। এইরূপে তথায় দুই দিবস বাস করিয়া তৃতীয় দিবস প্রভাত সময়ে অত্যল্প সৈন্য লইয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আলিবর্দ্দি এই তিন প্রদেশের নবাবী আসনে আসীন হইবার জন্য মুরশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত না হইয়া মৃত নবাবের মাতা জয়তন্নেসা বেগমের বাসস্থান ন্যাক্‌টাখালীতে উপস্থিত হইলেন। জনৈক কৃতক্রীষের দ্বারা ঐ বেগমের নিকট নিম্নের লিখিত প্রবোধ বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। "প্রাক্তনের পুস্তকে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে, সময়ে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে: অতএব আপনকার এই অধম দাসের কৃতঘ্নতা চিরস্থায়িনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইল। এক্ষণে আমি শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব কখনই আপনকার অসন্তোষের কর্ম্ম করিব না, অতএব আমি প্রার্থনা করি আমার অধমতা জনিত আপনি যে উৎকট শোকাক্রান্ত হইয়াছেন তাহা আপনকার ক্ষমাশীল অন্তঃকরণ—

হইতে দূর হউক এবং আমার অপরাধ লাঘব করণে সম্মত হউন।„ পুত্রশোকাভিভূতা জয়তন্নেসার নিকট উক্ত প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ঐ প্রস্তাবের কোন একটী উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন ইহাই ভাবিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি প্রবর্দ্ধমানা নদীর সলিল প্রবাহে মৃৎ পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া স্রোতের অবরোধ করা কঠিন বিবেচনায় তথাহইতে মুরশিদাবাদের রাজবাটীতে উপনীত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদায় বৈভবের উত্তরাধিকারী হইলেন। তখন মুরশিদাবাদের রাজভাণ্ডারে যে কত অর্থ সংগৃহীত ছিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। আলিবর্দ্দি নবাব হওয়ার পরক্ষণেই দিল্লীর বাদশাহের জন্য এক কোটি মুদ্রা, সপ্ততি লক্ষ টাকার রত্নাভরণ এবং বহু সংখ্যক হয় হস্তী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বাদশাহ ঐ প্রেরিত অর্থে পরিতৃপ্ত না হইয়া মুরাদ খাঁ নামা ব্যক্তিকে মৃত সরফরাজের ত্যক্ত সমুদায় ধন সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। সুচতুর আলিবর্দ্দি ঐ ব্যক্তি মুরশিদাবাদে উপস্থিত না হইতেই কয়েক লক্ষটাকা এবং সত্তর লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি লইয়া রাজমহলে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বাদশাহের জন্য ঐ সকল মুদ্রাদি প্রদান পূর্ব্বক মুরাদকে প্রচুরার্থ উৎকোচ দিয়া বিদায় করিলেন।

আলিবর্দ্দির রাজ্য বিবরণ এস্থলে বিশেষ বিবৃত করা প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ বঙ্গদেশের ইতিহাসে

তদ্বিস্তার লিখিত হইয়াছে। আলিবর্দ্দি ষোলবৎসর রাজ্য করিয়া আশী বৎসর বয়ক্রমে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে উদরী রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ মহাত্মার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি যে বৎসর বেহাররাজ্যের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হন সেই বৎসর তাঁহার কন্যার গর্ভে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। তিনি ঐ বালককে আপন পালিত পুত্র স্থির করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মরিবার পূর্ব্বেই সিরাজউদ্দৌলাকে নবাবীপদে অভিষিক্ত করিয়া আপন উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে সিরাজউদ্দৌলা অবিবাদে এই তিন প্রদেশের নবাব হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে মৃত আলিবর্দ্দি খাঁ ভূভারধারণক্ষম ও অসাধারণ বুদ্ধিমান হইয়াও আপনার উত্তরাধিকারীর চরিত্র শোধনের পক্ষে কিছু মাত্র যত্নবান হন নাই ও তাঁহাকে সৎস্বভাবান্বিত করণ যোগ্য বিদ্যায় বিভূষিত করেন নাই! সেই কারণেই হউক কি দৈব অনুকুল হইয়া এই বৃহৎ রাজ্য ইংরেজদিগের অধিকার করিয়া দিবে বলিয়াই হউক, সিরাজউদ্দৌলা ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত ও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই দেশস্থ সমুদয় ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকুলাচরণে কৃতসংকল্প হইল এবং সেই বিপক্ষতা তাঁহার বিনাশের এবং এই রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারের হেতুভূত হইল।

বঙ্গদেশের হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা অনতিচিরকাল মধ্যে, এমন কি পঞ্চদশ মাস রাজ্য করত মুরশিদাবাদের স্বাধীন নবাবী আসন এককালে বিসর্জ্জন দিয়া ১৭৫৭

খৃঃঅব্দের জুন মাসে মীরজাফরের অবিনীত পুত্র মীরণের নিয়োগানুসারে তদনুচর নৃশংস মহম্মদিবেগ কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর পলাশীর যুদ্ধ জয়কারী কর্ণেল ক্লাইব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক ২৯ এ জুন দিবসে সম্মানের সহিত মীরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলার আসনে বসাইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে তিনি রজত পাত্র পূরিত স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিলে তৎপশ্চাৎ নাগরীক ধনাঢ্যবর্গ যথাক্রমে দর্শনী দিয়া সম্মানিত করিলে আনন্দ উদ্দীপক বাদ্য ধ্বনিদ্বারা সাধারণকে শুভ সংবাদ প্রদত্ত হইতে লাগিল। যদিও মীরজাফর ধর্ম্ম বিগর্হিত উপায় দ্বারা ইংরাজদিগের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বাঙ্গালা বিহার এবং উড়িষ্যার একাধিপত্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার সূক্ষ্মদর্শন ও কার্য্য কুশলা বুদ্ধি ছিলনা বলিয়া অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি নাম মাত্র মুরশিদাবাদের নবাব হইলেন। মীরজাফরকে এতাদৃশ হতবুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার জনৈক বিচক্ষণ সভাসদ অবজ্ঞার সহিত তাঁহার এই নাম করিয়া দেয় যে "মীরজাফর কর্ণেল ক্লাইবের গাধা।" দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মীরজাফর ১৭৬০ খৃঃ অব্দের আক্‌টোবর মাসে প্রচুর বৃত্তিভোগী হইয়া আপন পদ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কাসিম্‌আলি খাঁকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং এই রাজ্য ইংরাজদিগের হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া অযোধ্যার অধিবাসী হন। তদনন্তর ১৭৬৩ খৃঃ

অব্দের জুলাইমাসে মীরজাফর পুনঃ পদারূঢ় হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব পরম্পরায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মীরজাফর স্বীয় নাম দীর্ঘ স্থায়ী করিবার মানসে নবাব বাটীর উত্তর ভাগে জাফরাগঞ্জ নাম প্রদান পূর্ব্বক এক বাজার সংস্থাপন করেন, অদ্যাপিও উহা ঐ নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ বাজার বলিয়া গণ্য আছে। মীরজাফর অতি প্রাচীনাবস্থায় ৭৪ বৎসর বয়ক্রমে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে এই পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজামউদ্দৌলা তৎস্থলাভিষিক্ত হন। ঐ বৎসরেই দিল্লীর বাদশাহ সাজাহান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে কেবল সদর নিজামৎ আদালতের এক্ষণে যে ক্ষমতা আছে তাহাই এখানকার নবাবের ছিল।

নিজামউদ্দৌলা একবৎসর চারিমাস মাত্র নবাবী করিয়াছেন কি না এমন সময় নির্দ্দয় বসন্ত রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সেই রোগেই মৃত্যু মুখ দর্শন করেন। এই নবাব অতি অল্প কাল রাজ্য করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তরুণাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্তি সকলের পক্ষেই শোচনীয় হইয়াছিল। ঐ মৃত নবাবের ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি পদোপযুক্ত বিচক্ষণ ছিলেন না, অতএব বৃত্তিভোগী হইয়া নবাবী পদমাত্র বহন করিতে লাগিলেন। ডেপুটী নাজিম উপাধিতে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ অপর এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া নিজামত সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে

লাগিলেন। ঐ ডেপুটী তৎকালে যাবনিক ব্যবস্থানুসারে উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন। ঐ নবাব পাঁচবৎসর কাল পদস্থ আছেন এমন সময় এই মুরশিদাবাদ প্রদেশের দুর্ভাগ্য বশত এমন মারীভয় উপস্থিত হইল যে এই নগরের তৎকালীন রাজপথ যাহা সর্ব্বদা জনাকীর্ণ থাকিত এমন কি তাহাতেও ব্যক্তিমাত্রের সমাগম ছিল না। ঐ মহামারীর প্রবল তরঙ্গে ঐ নবাব পতিত হইয়া অকালে কাল কবলিত হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মবারক উদ্দৌলা ১৭৭০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে ভ্রাতৃবৎ নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। যদিও সে সময় ইংরাজেরা স্বাধীনত্বরূপে কর সংগ্রহ এবং স্বত্বের বিচার সম্বন্ধীয় সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ফৌজদারী সংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্মের ভার নবাবের প্রতি ছিল। উক্ত নবাবের সময়ে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের আক্টোবর মাসে ডেপুটী নাজিমের কর্ত্তৃত্বাধীনে ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য স্থানে২ এক এক জন ফৌজদার যবন অধ্যাপুরুগণের প্রদত্ত যাবনিক শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হন *। ঐ সকল ফৌজদার এতদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমানেরা ছিল কিন্তু ঐ নিয়ম দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইতেই ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে ফৌজদারের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া উভয় পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। অদ্যাপি ঐ ফৌজদার সংজ্ঞা বিলুপ্ত না হইয়া

---

* ১৭৯৩ অব্দের ৯ম আইনের হেতুবাদ দেখ।

ফৌজদারী আদালত নাম ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর গবর্ণমেণ্ট ঐ বৎসরেই নবাবের হস্ত হইতে নিজামত আদালতের ক্ষমতা উঠাইয়া লইয়া কৌন্সেলের প্রতি অর্পণ করেন। আর সেই সময় হইতে ডেপুটী নাজিমী পদ এককালে রহিত হইয়া যায়। ●

নবাব মবারকউদ্দৌলা প্রাচীনাবস্থায় ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টম্বর মাসে শমনালয়ের পথিক হন। এই নবাব বহুদার পরিগ্রহ করিয়া অনেক সন্তান সন্ততীর পিতা হইয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত যাহারা নবাব পরিবারের মধ্যে পরিগণিত তাহার অধিকাংশই ইহার শাখা প্রশাখা। মবারকউদ্দৌলার এক পুত্র নজীলমুল্ক পিতৃপদ প্রাপ্তহন। তিনি ষোল বৎসর সাতমাস নবাবী করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে জয়নলআবদীন খাঁ নামান্তর নবাব আলিজা নবাবীপদ প্রাপ্তহন। তিনি একাদশ বৎসর নবাবী করিয়া মৃত্যু শয্যায় শয়ন করেন। তদীয় ভ্রাতা ওয়ালাজা ১৮২১ খৃঃ অব্দে নবাব হন, ইনি অতি অল্প কাল পদস্থ থাকিয়া লোকান্তর গামী হইলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুঁজা ১৮২৪ খৃঃ অব্দে পিতৃ পদারূঢ় হন। তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করণ পূর্ব্বক এক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার ত্রিবিধ নাম প্রদান করেন, হুমায়ুমঞ্জেল, মবারেক মঞ্জেল, এবং মতিমহাল। ঐ অট্টালিকা এক মনোহর ক্রীড়াকানন মধ্যস্থিত, এই নিমিত্ত অতিমাত্র দর্শন

● এই সময় হইতে নবাবের দেয়ান নিযুক্তের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

সুখকর হইয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে ঐ স্থান বেগমগঞ্জ খানপুর নামে বিখ্যাত ছিল। ১৭৯৩ খৃ অব্দে যখন প্রত্যেক জিলায় জজ নিযুক্ত হইলেন, তখন মেঃ ফেণ্টাল সাহেব এই মুরশিদাবাদের জজ হইয়া ঐ বৃক্ষবাটিকার মধ্যে আপন বাস ও বিচারালয়ের উপযুক্ত একটী কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে ঐ স্থান ফেণ্টালবাগ নামেও বিখ্যাত আছে। পরে বিচারালয় প্রভৃতি বহরমপুরে উঠিয়া যাওয়ায় রাজা উদমন্ত সিংহ ঐ কুঠি ক্রয় করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে নবাব ঐ বিখ্যাত রাজার নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া স্বনাম বিখ্যাত উক্ত অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। নবাব হুমায়ুজার মৃত্যু সময় তদীয় ঔরসজাত পুত্র বর্ত্তমান নবাব ফরীদুঁজা অতি শিশু ছিলেন, সেই কারণেই হউক কি নবাবী পদ প্রত্যাশায় লোভান্ধ হইয়াই হউক মৃত নবাব মবারকউদ্দৌলার পুত্র রুগশন উদ্দৌলাপ্রভৃতি ঐশিশু পিতৃ পদারূঢ় হইতে না পারে এতাদৃশ কুৎসা রটনা দ্বারা রাজদ্বারে অভিযোগী হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে কয়েকজন সাহেব কমিশ্যন নিযুক্ত হইয়া ঐ অভিযোগের অবাস্তবিকতা প্রতিপন্ন করিয়া যান। * ঐ নবাবের বিদ্যা শিক্ষা জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

---

* এই বিষয় সংক্রান্ত কাগজ পত্র জজ আদালতে দৃঢ় বদ্ধ করা সংরক্ষিত ছিল। ১৮৫৪ সালে ডেপুটী গবর্ণর মান্যবর হেলিডে সাহেব তাহা লইয়া যান। সুতরাং তদাবলোকনে অক্ষম হইয়া পরম্পরা রাষ্ট্র কথানুসারে লিখিত হইল।

তৎপ্রযুক্ত নবাব স্বজাতীয় এবং ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন বলিতে হইবেক। ইনি অতি সরল স্বভাব এবং ধীর প্রকৃতি, ইহাঁর পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি উৎকৃষ্টবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল, তন্নিমিত্ত ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার পাত্র বটেন। কিন্তু প্রথমাবস্থায় অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃত্তির সমধিক সৌরভ বিনির্গত হইতে পারে নাই। মীর সাদেক্আলী নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি এই নবাবের অনুগ্রহ লাভ দ্বারা অল্পকাল মধ্যে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। তদনন্তর আমান্আলী নামে জনৈক কৃতক্লীব নবাবের সমীপে প্রতিপন্ন এবং তাঁহার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। ঐ ক্লীবের অসঙ্গত অত্যাচারে এবং অসদ্ব্যবহারে নবাবের অধীন ব্যক্তি সমূহ যে কতপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছে তাহা বলিবার নহে। বোধ হয় যে কারণে শ্বাপদ জনসমাজে স্থান না পাইয়া অরণ্যবাসী হইয়াছে, সেই কারণেই আমান্আলী রাজাজ্ঞাক্রমে এই মুরশিদাবাদ হইতে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। রাজাজ্ঞাক্রমে আমান্আলী এই নগর বহিষ্কৃত কেন হইল তাহা জানিবার জন্য সকলে কৌতুকাবিষ্ট হইতে পারেন। অতএব তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন জন্য সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে এই নবাব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মালদহ জিলার অন্তঃপাতী গাজল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এমত সময় তাঁহার সমভিব্যাহারী জনৈক ভৃত্যের কিঞ্চিৎ অর্থ এবং অলঙ্কারের সহিত একটী বাক্স অপহরণ করা অপবাদে নবাবের অনুচরগণের

মধ্যে অতি নিরীহ নিরপরাধী অতিমাত্র দরিদ্র হিন্দু এবং মদ্দী নামক দুই জন গাড়োয়ান ধৃত হয়। আমান্‌আলী নবাবের সহচর এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই বৃত্তান্ত তাঁহার শ্রুতিপথারূঢ় হইবামাত্রেই নরমাংসলোলুপ হিংস্র পশুরা স্নেহশূন্য হৃদয়ে যে প্রকার মানববধ করণে প্রবৃত্ত হয় আমান্‌আলী তদ্রূপ কোপ পরবশ হইয়া ঐ দরিদ্র এবং অনাথ ব্যক্তিদ্বয়কে স্বহস্তে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া অনাহারে হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখে। তাহাদিগের প্রাণ ক্ষুৎ পিপাসায় ওষ্ঠাগত হইতেছে দেখিয়াও ঐ দুরাত্মার শাসনে প্রহরীরা বারিবিন্দু প্রদান করিতে পারে না। যখন ঐ দুই হতভাগ্যের পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠের করুণা বিশিষ্ট কাতর ধ্বনি ঐ পাপাত্মার পাষাণময় হৃদয়কে সিক্ত করিতে পারিল না, তখন কি করে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থ নদীর জলে অপহৃত দ্রব্য আছে স্বীকার করিলে তথায় লইয়া যাইবে এবং তদুপলক্ষে জলপান করিয়া জীবন রক্ষা হইবেক, ইহা ভাবিয়া ঐ উপায় অবলম্বনে জলপান করিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ঐ নৃশংস আমান্‌আলী ঐ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এতাদৃশ যন্ত্রণা দিয়াছিল যে ঐ উপায়দ্বারা জলপান করা অপেক্ষা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণ বিযুক্ত হওয়াও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ ও প্রার্থনীয় ছিল। ঐ হতভাগ্যদ্বয়ের যন্ত্রণার বিষয় বর্ণনা করিতেও কাষ্ঠময়ী লেখনী অশ্রুপূর্ণা হয়। অধিক কি লিখিব, সর্ব্বশরীরে তৈল সিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া ছিল। এতাদৃশ নিত্য নূতন যন্ত্রণা সহ্য করত তাহারা তিন দিবা

বিভাবরী জীবিত ছিল । চতুর্থ দিবসে দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বক্ষণে এইমাত্র বলিয়া বিগত চেতন হইল "এখানে ত ইহার বিচার হইল না যদি পরমেশ্বর থাকেন তবে তথায় হইবে,, আহা ! কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ! নিকৃষ্ট বৃত্তির কি প্রবলতা ! এই নরাকার বিশিষ্ট পশুর অন্তঃকরণে দয়া দাক্ষিণ্যের কখন আবির্ভাব হইয়াছিল এমত অনুভব হয় না। যাহার জনকজননী কিঞ্চিৎ ধন লাভ লালসায় পুত্রের ক্লীবত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক চির জীবনের জন্য বিক্রয় করিয়া পুত্রধনে বঞ্চিত হইতে পারে, সে পুত্র এতাদৃশ অপকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ কি ?

যদি ও এই নরহত্যা ঐ দুরাত্মার প্রবলপ্রতাপে সহসা প্রকাশ হয় নাই কিন্তু তৎকালের সুবিচক্ষণ শান্তিরক্ষক (মাজিষ্ট্রেট) মাঃ এফ্, সি, কার্ণাক্ সাহেব অনতিবিলম্বেই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যথাসম্ভব পরিশ্রম এবং উদ্যোগ সহকারে আমান্আলীকে অপরাধী স্থির করিয়া দাওরার বিচার অপেক্ষায় কারাবদ্ধ করেন । সে দাওরার বিচারে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেপারে নাই। সেশন জজ মাঃ, ডি, জে, মনি সাহেবের বিচারে ১৪ বৎসর কারাবাস হইয়াছিল। খেদের বিষয় এই যে পরিশেষে নিজামত আদালতের বিচারে অব্যাহতি পায়। এই কারণেই হউক কি কারণান্তরই থাকুক নবাব উহাকে অপ্রিয় পাত্র স্থির করিয়া তৎপ্রতি বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রদত্ত কর্ত্তৃত্ব পদ হইতে রহিত করিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট উহাকে মুরশিদাবাদ নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

অনায়াসে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইলে প্রাণী মাত্রেই অলস হইয়া কোন কর্ম্ম করিবেক না আর তৎকর্ত্তৃক এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরাজ্যের শোভার ন্যূনতা হইবেক এই অভিপ্রায়ে পরম পিতা পরমেশ্বর যাবতীয় জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলকেই অপেক্ষাকৃত আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণের উপযোগী চেষ্টাসূত্রে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আর সেই কারণেই কোন জীবকেই ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেষ্ট দেখা যায় না। দেখ, মানব সমূহ জীবিকার প্রত্যাশায় যে কত প্রকার সংশয়ে আরোহণ করিতেছে তাহা বলা যায় না। কেহ দুরবগাহ সুবিস্তার তরঙ্গাকুল ভীষণ সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া রত্ন উদ্ধার করিতেছে, কেহ মানবসমাগমশূন্য বারিবিবর্জ্জিত অতিমাত্র বৃহৎ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ব্যবসায়দ্বারা অর্থলাভ করিতেছে, কেহ অকুতোভয়ে বিমানকে নদনদী জ্ঞান করিয়া বিদ্যার প্রভাবে অপূর্ব্ব ব্যোমযান স্বরূপ তরণী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বপ্নকল্পিত ব্যাপারের ন্যায় বিমানগামী হইতেছে, কেহ মৃত্যুমুখ দর্শনকে উপেক্ষা করিয়া সমর ক্ষেত্রে শত্রুদলের সহিত মহা সংগ্রাম করিতেছে; কোন স্থানে রজনী প্রারম্ভে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুকুল স্বীয়২ আবাস নিভৃত গিরিকন্দর হইতে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহারের জন্য সমস্ত রজনী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, কোন স্থানে রজনী প্রভাত প্রতীক্ষাকাতর বিহঙ্গকুল ব্যাকুল হইয়া যামিনী অবসানাভিমুখে স্বীয়২ মধুর ধ্বনি করত নীড় পরিত্যাগপূর্ব্বক আহারান্বেষণে দিগ্বিদিক্‌গমন করিতেছে। এই প্রকার সকল জীবকে বিবিধ বিধানে আবৃত করিয়া দিয়া পরমেশ্বর এই জগতের শোভা সন্দর্শন করিতে-

ছেন। কিন্তু এই নবাবের বংশধরেরা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেছেন বলিয়া ইহাঁরা শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্মেই মনোযোগী নহেন।

নবাবের এবং তাঁহার আমাত্যবর্গের বাসভূমিকে সাধারণে কেল্লা অর্থাৎ দুর্গ বলিয়া থাকে। এই কেল্লার পূর্ব্বভাগ হইতে অতিদৃঢ় এবং উন্নত প্রাচীর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি স্বরূপ পূর্ব্বদক্ষিণ ও পূর্ব্বউত্তর সীমা বেষ্টন করিয়াআছে। এবং পশ্চিমাংশে ভাগীরথী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যভাগে নবাবের ও তদাত্মীয় বর্গের বাসগৃহ সকল গৃহস্বামীর নামানুসারে দেউড়ী নামে বিখ্যাত। কুসংস্কার বশতই হউক কি অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই হউক ঐ সকল মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও প্রশস্ত গবাক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল গৃহ নাই। অপ্রশস্ত বাতায়ন বর্জ্জিত একতল গৃহে সকলেই বাস করিয়া থাকেন। প্রশস্ত অট্টালিকার মধ্যে নবাবের বড় কুঠি নামে বিখ্যাত প্রাসাদ। এই প্রাসাদ অতীব সৌন্দির্য্যশালী ইহার তুল্য অট্টালিকা কলিকাতার মধ্যে অধিক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা মেজর জেনেরল ম্যাক্‌লোড্‌ সাহেব দ্বারা ১৬৭০০৬১ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। দুঃখের বিষয় যে নবাব নিয়ত এই অট্টালিকায় বাস করেন না। ঐ কেল্লার বহির্ভাগ চক নামে খ্যাত। তাহা পণ্যশালা ও অপর প্রধান বর্গের বাসগৃহে আবৃত আছে। এই মুরশিদাবাদের পূর্ব্বতন সৌভাগ্য ও মহত্বের অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রাচীন প্রাসাদ বা চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি কিছুই নাই সুতরাং দর্শকগণের সমীপে এই নগর পূর্ব্বমহত্বের পরিচয় প্রদানে ব্রীড়াবনত থাকেন।

নবাব ও তদ্বংশায় ব্যক্তিগণের জাতীয় পর্ব্বের মধ্যে মহরম এক প্রধান পর্ব্ব। এই পর্ব্ব উপলক্ষে তাঁহাদিগের অধিক অর্থ ব্যয় ও মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। আনু-পূর্ব্বিক তদ্বিবরণ সকল গ্রন্থারূঢ় করিতে হইলে অতি বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব এ স্থলে সংক্ষেপ রূপে তদ্বিবরণ করা যাইতেছে। উক্ত বড় কুঠির ঠিক উত্তরাংশে গঙ্গার পূর্ব্ব তট সংলগ্ন অতি বৃহৎ অথচ রমণীয় যে এক অট্টালিকা আছে তাহার নাম এমাম্‌বাড়া, * তথায় মহরম্ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। চান্দ্রমাস গণনায় মহরমের চাঁদ উদয় হইলেই সেই দিবস হইতে পর্ব্ব আরম্ভ হয়। তখন ঐ এমাম্‌বাড়ার প্রশস্ত চারিদ্বারে চারিটী কৃত্রিম পর্ব্বত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা নানা প্রকার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রজনী প্রারম্ভে প্রত্যেক অস্ত্রের নিম্নভাগে এক২টী বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। ইহাতে প্রতি পর্ব্বতে প্রায় তিন চারি শত বাতী প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঐ শিখরনিকরের কৃত্রিমতার প্রভা অপহরণ পূর্ব্বক যেন চারি-দ্বারে উদয়াচল ও অস্তাচলের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। দর্শকগণ দ্বারদেশে এই প্রকার আলোকাতিশয্য পরিদর্শন করিয়া এমাম্‌বাড়ার মধ্যভাগে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন কোন অলৌকিক স্থানে উপনীত হইতেছে। তথায় কোন স্থানে কোরাণপাঠ, কোন স্থানে এমাম্ হোসেনকে নিষ্ঠুরতার সহিত বধ করণ জনিত আক্ষেপ উক্তির সঙ্গীত হইতেছে। কোন

---

* ঐ বাটী বর্ত্তমান নবাব নিজ ব্যয়ে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

স্থানে পলান্ন ও খেচরান্ন বিতরণের দ্বারা অভুক্ত ব্যক্তি-গণের পরিতৃপ্তি এবং কোনস্থানে শর্করা সংযুক্ত সুশীতল পানীয় প্রদানে শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতুর জননিকরের শুশ্রূষা সাধন করিতেছে দেখিতে পান। ঐ পুরীর চারি দ্বার অনাবৃত; কোন ব্যক্তিকেই তন্মধ্যে যাইবার নিষেধ নাই! কেবল কাহার উজ্জ্বল শোভনীয় পরিচ্ছদ দেখিলে দ্বাররক্ষক যাইতে নিষেধ করে। তাহার কারণ মহরম্ শোক সূচক পর্ব্ব। স্বয়ং নবাব প্রভৃতি নিরানন্দ চিত্তে পর্ব্ব ক্রিয়া সমাধা করণ জন্য কৃষ্ণবর্ণ বসন ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সকলেই তাহার অনুগামী হইবে ইহাই বো

এখানকার দ্বিতীয় পর্ব্ব নাওরা বা বেওড়া। এই পর্ব্বোপলক্ষে নবাবের অধিক অর্থ ব্যয় হয় না এমত নহে। বর্ষার প্রারম্ভে নবাবের বিবিধ প্রকারের নৌকা সকল সংস্কার ও সুসজ্জিত করা হয়। ভাদ্রমাসের প্রথমাংশের এক দিবস অপরাহ্ন কালে ঐ সকল সুসজ্জিত নৌকা যথা নিয়মে সাজাইয়া সর্ব্বাগ্রে গাঁড়ামর্দ্দন* নামা একখানি বৃহৎ তরণী অপর ক্ষুদ্র তরি সকলের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া

---

* ঐ নৌকা গাঁড়ামর্দ্দন, হাতী মর্দ্দন ও রংমহাল নামে বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ঐ পর্ব্ব উঠিয়া গিয়াছে। ব্যয় সংক্ষেপ করণার্থে রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুর অনেক নৌকা কমাইয়াছেন। গাঁড়ামর্দ্দনের ধ্বংস ও উক্ত বাহাদুর কর্ত্তৃক হইয়াছে। এক্ষণে নওয়াড়া মহালে তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট বৃহৎ ২ কাষ্ঠ ফলক এবং তাহার মস্তক ও পুচ্ছদেশ পতিত রহিয়াছে!

চালিত হইলে তৎপশ্চাৎ সমুদায় তরণী ক্রমেৎ যাইতে থাকে। কর্ণধার ও নাবিকেরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এক কালীন নানাবর্ণে রঞ্জিত নৌকা সকল চালনা করায় সে অবস্থা দেখিতে বড় মন্দ হয় না।

তৃতীয়পর্ব্ব। প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি বারের রাত্রিতে যে মহোৎসব হইয়া থাকে তাহার নাম বাড়া বা ব্যারা। এই পর্ব্ব অতি বিখ্যাত এবং এই উপলক্ষে নবাবের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভেই ইহার উদ্যোগ আরম্ভ হয়। নানাস্থান হইতে কলাগাছ এবং বাঁশ আনীত হইয়া তদ্দ্বারা ব্যারার কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কলারগাছ জলে ভাসাইয়া তদুপরি বংশের দ্বারা নানাবিধ গৃহ. দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা, রণতরি প্রভৃতি প্রস্তুত এবং তাহা রঞ্জিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত ও আলোকপূর্ণ করিয়া সন্ধ্যার সময় সুসজ্জিত অবস্থায় নবাব বাটীর উত্তরে প্রায় এক ক্রোশ অন্তর মাহীনগরের নিম্নে গঙ্গার জলে ভাসাইয়ে রাখে। এখানে নবাবের বড়কুঠি এবং গঙ্গার পশ্চিম পারে ত্রিতল গৃহের ন্যায় বংশের উচ্চ মঞ্চ এবং তাহা নানাপ্রকার কাগজ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তন্মধ্যে দীপ শিখা সকল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। যখন ঐ মঞ্চের সমু দায় স্থান আলোক পূরিত হয় তখন অপর পার হইতে বোধ হয় যেন আগ্নেয়গিরি ভেদ করিয়া অগ্নি শিখা সকল বিনির্গত হইতেছে। তৎকালীন ঐ স্থান এতাদৃশ দর্শন সুখকর হয় বলিয়া বুঝি তাহার নাম রোসনিবাগ (আলোকের উদ্যান) রাখা হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ব্যারা সকল স্রোতে

ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় যেন সুমেরু জলতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। ঐ সকল ব্যারার অগ্রপশ্চাৎ বহু সংখ্যক মৃৎপাত্র আলোক পূর্ণ করিয়া ভাসাইয়া দেয়, তাহার নাম কমল। বোধ হয় যেন ঐ কমল সকল প্রস্ফুটিত কমলবনের শোভাকে উপেক্ষা এবং চন্দ্রমার উজ্জ্বল জ্যোতিঃকে মলিন করিয়াছে বলিয়া গগণস্থিত তারকাবলী সলজ্জিত হইয়া আকাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলপ্রবেশ করিতেছে। তখন ঐ সকল দীপ শিখার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ গঙ্গার প্রখর বেগে নিপতিত হইয়া জলমধ্যে যেন শত২ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের গতায়াত হইতেছে অনুভব হয়। জলের ও স্থলের আলোক সমূহ নবাবের বড় কুঠির উজ্জ্বল ভিতে প্রতিফলিত হইয়া ঐ অট্টালিকার অতুল শোভা সম্পাদন করে। এই উৎসব দর্শনার্থে জল ও স্থলপথগামি ব্যক্তিগণের সংখ্যা ন্যূন কল্পে বিংশতি সহস্রের অধিক হইবেক। ঐ সকল ব্যারা প্রভৃতি নবাবের প্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ঐ অট্টালিকার সুম্মুখে নানা প্রকার আতসবাজী পোড়ান হয় এবং পরিশেষে তোপধ্বনি হইয়া উৎসবের শেষ হইয়া যায়। এই উৎসব উপলক্ষে নবাব বহরমপুরস্থ সমুদায় ইংরেজ দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ রাত্রে ভোজন করাইয়া থাকেন। এবং প্রাচীন প্রথানুসারে সাহেব লোকের সম্মানসূচক বাদলানির্ম্মিত সুদৃশ্য এক এক গাছি হার প্রত্যেক সাহেবের গলদেশে প্রদত্ত হয়। *

---

* এই কয়েক পর্ব্ব ব্যতীত ইদ, বক্‌রীদ, সুবেবরাত্ এবং নওয়ারোজ প্রভৃতি কতিপয় পর্ব্বেও যথোচিত উৎসব ও ব্যয় হইয়া থাকে।

নবাব বাটীর দক্ষিণপূর্ব্বাংশে এক পাদ ক্রোশ অন্তর মতিঝীল নামে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। ঐ মৃত নবাব আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসিটি বেগমের পতি নেবাইস মহম্মদ বিপুল অর্থ ব্যয়দ্বারা তাহা খনন করাইয়া ছিলেন। তিনি ঐ জলাশয়ের সন্নিহিত স্থানে স্বীয় বাসস্থান করণাভিপ্রায়ে তাহা খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম তটে অতি মনোহর এক উদ্যান এবং তন্মধ্যে অপূর্ব্ব এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। কথিত আছে, গৌড় রাজধানীর ভগ্নদশায় ঐ মহাত্মা তথা হইতে প্রস্তরের স্তম্ভ এবং মর্ম্মর প্রস্তর সকল আনাইয়া ঐ অট্টালিকার যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া সুশোভিত করিয়া ছিলেন। ঐ সুচারু পুরী সংলিপ্ত সোপানাবলী ঐ হ্রদের জল সংযুক্ত থাকায় অপর পার হইতে বোধ হয় যেন উদ্যান সহিত বাটীখানি জলমধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে। তথায় তিনি যে একটী মস্জীদ্ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা ও তাঁহার ঐ জলাশয়ের সমবর্ত্তী হইয়া তাহার পরিচয় প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেক না।*

নবাববাটীর সান্নিধ্য জাফরাগঞ্জ নামক স্থানে বর্ত্তমান নবাবের বংশীয়দিগের মকরবা (শবসমাধিস্থান) প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ঐ স্থানে নিত্য২ কোরাণ পাঠ হইবার জন্য অনেক বেতনভোগী কোরাণ পাঠক নিযুক্ত আছে। এবং দারোগা পদাতিক প্রভৃতি বহু সংখ্যক ভৃত্যগণ ঐ গোর স্থানের সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকায় সহসা

* এই মস্জীদ্ মধ্যে এক প্রস্তর খণ্ডে পারস্য ভাষায় ইহা লিখিত আছে "হিজরী ১১৬৩ সালে প্রস্তুত হইল।"

তন্মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। প্রায় অধিকাংশ গোরস্তম্ভের মধ্যভাগস্থিত প্রস্তর ফলকে মৃতার পরিচয়-সূচক প্রস্তাব সকল আরব ভাষায় খোদিত আছে। কথিত আছে প্রত্যহ তথায় ধর্ম্মোদ্দেশে অভুক্ত ব্যক্তি গণকে খেচরান্ন বিতরিত হইয়া থাকে।

নবাব বাটীর দক্ষিণপশ্চিমাংশে এক ক্রোশ অন্তর গঙ্গার পশ্চিম তটে খোসবাগ নামে বিখ্যাত এক উদ্যান পূর্ব্বতন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর এবং সিরাজউদ্দোলার সমাধিস্থান। ঐ বৃক্ষবাটিকার বিস্তৃত শাখা বিশিষ্ট উন্নত পাদপ সকল দেখিলে বোধ হয় তাহা দুই শত বর্ষের পূর্ব্বের। যে সময়ে ঐ বাগান রোপিত হইয়া ছিল তৎকালে ঐ উপবনের নিকট এমন কি সীমাস্পর্শ করিয়া ভাগীরথী বেগবতী ছিলেন তাহা ঐ স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবামাত্রেই বোধ হয়। এক্ষণে ঐ স্থান হইতে গঙ্গা একপাদ ক্রোশ পূর্ব্বাংশে প্রবাহিতা আছেন। ঐ উদ্যান উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং নানাজাতীয় ফলফুলে অতীব শোভা সম্পাদন করিয়া আছে। ঐ বাগানের অভ্যন্তরে একটী অট্টালিকামধ্যে উক্ত নবাবদ্বয়ের অনতি উচ্চ পাকা গোর আছে। কিন্তু তদুপরি পরিচয়সূচক নামাঙ্কিত কোন প্রস্তর খণ্ড নাই। তাহা বস্ত্র দ্বারা নিয়ত মণ্ডিত থাকে। দৈবায়ত্ত সিরাজউদ্দোলার গোরের কিয়দংশ ফাটিয়া যাওয়াতে তথায় এই প্রকার প্রবাদ আছে যে সিরাজউদ্দোলার এতাদৃশ অত্যাচার ছিল যে তাহার শরীরের প্রভাব বসুমতী সহ্য করিতে না পারিয়া ফাটিয়া গিয়াছেন। আমরা যখন সহসা আলিবর্দ্দির গোর

প্রত্যক্ষ করিলাম তখন তাঁহার রাজনীতি-প্রয়োগ-কুশল বুদ্ধি, ভূভার ধারণক্ষম ক্ষমতা, অপ্রতিহত সাহস, সমর বিজয়ী পরাক্রম এবং মহানুভাবকতা যুগপৎ আমাদিগের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া মনোমধ্যে যে এক অনীর্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না। হা ভারতবর্ষ ! তুমি কি ঐ মহাত্মার ন্যায় কৃতি কুশল একটি সন্তান প্রসব করিয়া বন্ধ্যা হইয়া রহিলে ? আলিবর্দ্দি খাঁ বর্ত্তমানে এই সমাধিমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বান্দরাডিহি এবং নবাবগঞ্জ নামে দুই খানি গ্রাম লাখরাজ রূপে ইহার অধীন করিয়া দেন। তদুপস্বত্ব হইতে মাসিক ৩০৬ টাকা এখনও ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলার পত্নী লুৎফন্নেসা যিনি তাহার মৃত্যুরপরে ঢাকায় অধিবাসিনী হইয়াছিলেন, পরে তিনি এই স্থানের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া এই উদ্যান সংলগ্ন বাটীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। তিনি উক্ত টাকা এবং মাসিক একহাজার টাকা বৃত্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতেন। এখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আলিবর্দ্দির বংশে একটী স্ত্রী লোকের প্রতি আছে। ঐ বাটীর অপর এক খণ্ডে আঠারটি গোরস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় অধুনাতন নবাব বা তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তিকে ঐ উদ্যান প্রভৃতির তত্ত্বাবধারণে সমুৎসুক না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ স্থানকে উত্তমাবস্থায় রাখিবার জন্য মাসিক ব্যয় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। তথায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে এক জন দারগা নিযুক্ত আছে। এই প্রকার প্রাচীন মহৎকীর্ত্তি সকল

রক্ষার পক্ষে তাঁহারা প্রশংসার পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডিপুটী নাজিমী পদ রহিত হইয়া নবাব সরকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য দেওয়ান নিযুক্ত হয়। এ স্থলে তদ্বিবরণ করা হইতেছে। প্রথমে দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কটকের পূর্ব্বস্থিত সুবাদার মহারাজা জানকী রায় নিযুক্ত হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাজা দুর্ল্লভরাম তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর মহারাজা নন্দ কুমার মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মেং হেষ্টিংস্ সাহেবের বিচারে এই নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়াছিল। তাঁহার বাটী এই জেলার অন্তঃপাতী ভদ্রপুরগ্রামে ছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীর ভগ্নাংশ এবং বংশের শেষাংশ লোপ হয় নাই। পরে রাজারাজবল্লভ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া নবাবের পক্ষ হইতে কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার মৃত্যুঅন্তে ঐ নন্দকুমারের পুত্র রাজাগুরুদাস তৎপদারূঢ় হন। তদনন্তর অতি অল্প দিনের জন্য রাজা প্রভুরাম এবং রাজাসুন্দর সিংহ নামধেয় ব্যক্তিদ্বয় ক্রমে দেওয়াম নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। রাজা মহানন্দের মৃত্যু ঘটনার পর দীর্ঘকাল ঐ পদ শূন্য থাকে। পুনরায় নবাব আলিজার সময়ে রাজা উদ্মন্ত সিংহ ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পদচ্যুত হইলে রাজা গঙ্গাধর দেওয়ান হইয়া দীর্ঘকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। তাহার মৃত্যান্তর বর্ত্তমান নবাবের অপ্রাপ্তব্যবহার সময়ে রাজা পরেশ নাথ রায় ঐ

পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ পদ প্রাপ্তির অনতি বিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে রাজা সীতানাথ দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অপদস্থ হইলে কিছু দিন ঐ পদ শূন্য থাকে। তদনন্তর অল্প দিনের জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঐ পদ লাভ করেন। পরিশেষে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব ঐ পদে নিযুক্ত হন। এই দেওয়ানী পদে কখন হিন্দু ভিন্ন অপর জাতিকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না।

নবাব বাটীর দক্ষিণ ত্রিপাদ ক্রোশ অন্তর কারবালার* ময়দান নামে বিখ্যাত এক ক্ষুদ্র প্রান্তর আছে। মহরমের সময় স্বয়ং নবাব এবং তদ্বংশীয় সমুদায় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া মহা সমারোহের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক এমাম এবং হোসেনের সমাধিক্রিয়া যথাশাস্ত্র সমাধা করিয়া থাকেন। ঐ প্রান্তরে যে একটী মস্‌জীদ্‌ আছে তথায় মহরমের সময় ও অপর পর্ব্বোপলক্ষে এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে নিজ মুরশিদাবাদের অনেক প্রধান বর্গেরা আসিয়া নমাজ করিয়া থাকেন। বোধ হয় মুরশিদাবাদ বিখ্যাত হইবার সঙ্গেসঙ্গেই ঐ কারবালার নামকরণ হইয়া থাকিবেক। ১৭৭০ খৃ অব্দের পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী ঐ কারবালার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তিনী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে বেগবতী হইয়া ফরাসডাঙ্গার উত্তর পশ্চিম দিয়া নিরবচ্ছিন্ন দক্ষিণে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ কারবালার দক্ষিণ সীমা হইতে সমান্তরাল রেখাক্রমে ফরাসডাঙ্গা এক ক্রোশের অধিক ছিল না। কিন্তু প্রথমোক্ত স্থান হইতে ভাগীরথী আমানিগঞ্জ

---

* এমাম হোসেনের শব সমাধি স্থানের নাম।

বহরমগঞ্জ, চুনাখালী, ভাটপাড়া, কালিকাপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থান পরিবেষ্টন করায় ছয় ক্রোশ পথ ব্যবধান ছিল। ঐ প্রকার গঙ্গার বক্রগতি কেবল জলপথগামী ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্লেশকর ছিল এমত নহে বরং স্থলপথগামী ব্যক্তিবূ্যহের সম্বন্ধেও ততোধিক বৈরক্তি জনক ও ক্লেশপ্রদ ছিল। সেই কারণে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ঐ কারবালা হইতে ফরাসডাঙ্গা পর্য্যন্ত যে এক ক্রোশ দূর ছিল তাহা খনন করান হয়। ঐ বৎসর বর্ষাকালে যখন গঙ্গা প্রখর বেগ ধারণ পূর্ব্বক স্রোতস্বতীর সহিত সম্মিলিত হইবার অভিলাষে বিশাল বিক্রমে প্রবাহিতা হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত বক্রপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গা খনন করা সোজা পথে এককালে বেগবতী হইলেন। যদিও তাহার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত বর্ষার সময় উভয় খাতই প্রশস্ত ছিল কিন্তু কিছুকাল পরেই পূর্ব্ব প্রচলিত মুখ এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। এখন ঐ কারবালার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া গঙ্গানদী কখন বেগবতী ছিলেন তাহা অনুভব করা দূরে থাকুক কেহ তাহার প্রস্তাব করিলে তদ্বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু বহরমগঞ্জ, চুনাখালি, ভাটপাড়া, কালিকাপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের নিম্নে এখন পর্য্যন্ত গঙ্গার খাত ও তাহাতে অধিক জল বিদ্যমান আছে। তত্রত্য লোকেরা ঐ জল অদ্যাপি গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল স্থান ব্যাপিয়া গঙ্গা বক্রগামিণী থাকাকালে বহরমপুর, খাগড়া, এবং গোরাবাজার প্রভৃতি স্থান এক্ষণকার

ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট ছিল না। রাজসংক্রান্ত বিচারালয় সকল বহরমপুরের সান্নিধ্য স্থান ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ঐ স্থান বিবিধ শ্রেণী লোকের বাসভূমি এবং সর্ব্বদাই জনাকীর্ণ ছিল। কালিকাপুরের চক কলিকাতার বড় বাজারের ন্যায় নানা প্রকার ব্যবসায়ী ও বণিকগণের আপণে নিয়ত সুশোভিত থাকিত। এবং দেশ বিখ্যাত কাশিমবাজারে কোম্পানির রেশমের কুঠী ও বিপুলধনশালী ব্যক্তি সমূহের বাসভূমি থাকায় ঐ স্থান নিজ মুরশিদাবাদ অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন ছিল না। কিন্তু ১৮০৯। ১০ খৃঃ অব্দে ঐ সকল স্থানের যে কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের বর্ষার সময় সহসা তথায় এক প্রকার সংক্রামক জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া এমত মারীভয় উপস্থিত হয় যে আগামী বৎসরের বর্ষার মধ্যে ঐ সকল স্থান এক কালীন জন শূন্য হইয়া পড়ে। এবং ঐ সময় হইতে বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। এবং ঐ সকল স্থান এককালীন হতশ্রী হইয়া উৎসন্ন দশায় পতিত হয়। এতাদৃশ দুর্ঘটনার কারণ বিচক্ষণ ডাক্তারেরা ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে উক্ত স্থান সকলের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা গঙ্গার স্রোত এককালীন রোধ হওয়াতে ঐ আখাতের বারিরাশি নিয়ত রুদ্ধ থাকায় এবং সেই অপরিমিত বদ্ধ জলের পরিশোধন যোগ্য প্রভূত বেগবিশিষ্ট বর্ষাজলের সমাগম না হওয়ায় ঐ জলে এক প্রকার দূষিত বাষ্প জন্মিয়া ছিল। তৎকর্ত্তৃক প্রথমত নীচ শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া অপর অনিয়ম সহকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের মৃতশরীর সেই জলে নিক্ষেপ

করিতে লাগিল। একে পূর্ব্ব হইতে সেই জল বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় মৃতশরীরের শঠিত মেদমাংস তাহার সহায় হইয়া একেবারে ঐ জল বিষ তুল্য হইয়া সকলের পক্ষে বিশেষ অস্বাস্থ্য জনক হইয়া উঠিল। এমত কি তখন যে ব্যক্তি সেই জল ব্যবহার করিল সে তৎক্ষণাৎ ঐ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ক্রমে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সেই জলের সংঘাতকতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে বর্ষার শেষ ভাগে দিবাকর প্রখর কর বিস্তার দ্বারা পৃথিবীস্থ রস আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেই জলরাশি স্বীয় গর্ভস্থ দূষিত বাস্পরাশি যে পরিমাণে বিনির্গত করিতে লাগিল সেই পরিমাণে তথাকার বায়ু দূষিত হইয়া জীবমাত্রেরই পক্ষে এককালে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল।

এই মরুভূমি তুল্য কাশিমবাজারে কোম্পানির যে রেশম কুঠি ছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ কুঠীর সীমা মধ্যে অনতি বৃহৎ খণ্ড ভুমিতে ইউরোপীয় মৃত ব্যক্তিগণের সমাধি চিহ্ন বিশিষ্ট কোম্পানির প্রথম সময়ের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বতন গবর্ণর ওয়ারন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের প্রথমা পত্নীর একটী ক্ষুদ্র গোর আছে। নিম্নের লিখিত প্রস্তাবটী ওয়ারন্ হেষ্টিংসের পত্নী এবং তাঁহার কন্যা এলিজেবেথের স্মরণ চিহ্ন ইংরেজী ভাষায় লিখিত আছে।

১৭৫৯ খৃঃঅব্দের ১১ই জুলাই দিবসে ২ * বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যু হইয়াছে।

---

* ২ এর দক্ষিণাংশে যে কিঅঙ্কছিল তাহা পাঠ করা যায় না।

এই সমাধিমন্দির তাঁহার পতি ওয়ারন্ হেষ্টিংসের দ্বারা স্মরণার্থে প্রস্তুত করা হইল।

ইংরেজী ভাষায় যদ্রূপ লেখা আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করাগেল।

TO THE MEMORY OF
MRS. WARREN HASTINGS AND HER daughter
ELIZABETH
SHE died the 11th July 1759 in the 2 * year
of the age.
This monument was erected by HER Husband WARREN HASTINGS ESQR. in due regard
to HER MEMORY.

ঐ বাটীর সীমামধ্যে মাঃ চার্লস অ্যাডেম সাহেবের স্ত্রীর একটী গোর আছে। ১৭৪১ খৃঃঅব্দে তাহার মৃত্যু ঘটনা হয়। ইহার পশ্চিমাংশে কালিকাপুর নামে বিখ্যাত যে স্থান আছে তথায় ডচের দিগের এক টী কুঠী এবং দুর্গ ছিল। ১৭৮১ খৃঃঅব্দের ৬ ই জুলাই তারিখে ওয়ারন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের আদেশ ক্রমে ঐ স্থান কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হয়। এক্ষণে যদিও সেই দুর্গের চিহ্ন মাত্র নাই কিন্তু তথায় ডচের দিগের ৪৭ টী সমাধিস্তম্ভ এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের পশ্চিমাংশে আরমানি দিগের এক উত্তম ভজনাগার ও তন্মধ্যে সমাধি ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে সাধারণে তাহাকে নিমতলার গীর্জা কহে। মাঃ পিটার এরাটুন কর্ত্তৃক ১৭৫৮ খৃঃঅব্দে ঐ ভজনাগার

---

* So in original no second Figure to mark the unit.

প্রস্তুত হয় এবং এখন পর্য্যন্ত ও উহা উত্তম অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। ঐ বাটীর অনতি দূরে ফ্রেঞ্চ দিগের অধিকারে ফরাসডাঙ্গা নাম বিখ্যাত স্থান ছিল তথায় তাহারা বাণিজ্য এবং বসতি করিত। যদিও তাহাদিগের চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত তথায় নাই কিন্তু ফরাসডাঙ্গা নাম বিলুপ্ত না হইলে তাহাদিগেরনামের ধ্বংস হইবেকনা। এই ফরাসডাঙ্গায়এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের একটী মদের ভাটী আছে, ইহাতে যে মদিরা প্রস্তুত হয় তাহা প্রায় এই জেলার সমুদায় ভাগে বিক্রীত হয়।

এই মুরশিদাবাদের সান্নিধ্য, এবং নবাব বাটীর দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বাঁশবাড়ীর ঝিল নামে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া এমত বোধ হয় যে উক্ত অবরুদ্ধ হওয়া গঙ্গার মধ্যে তাহা খনন করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রবাদ আছে যে এই স্থান ইংরেজদিগের অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের নায়েব সুবা মোজঃফরজঙ্গ ঐ জলাশয় খনন করিয়াছেন। উহার চতুঃপার্শ্বে বাঁশের জঙ্গল থাকায় বোধ হয় উহার নাম বাঁশবাড়ীরঝিল হইয়াছিল। ১৮২০ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত সকল যখন ঐ ঝিলের সন্নিহিত স্থল ব্যাপিয়াছিল তখন এক সময়ে ঐ ঝিলের জল বিশেষ দূষিত হওয়ায় তৎকালের বিচক্ষণ মাজিষ্ট্রেট মাঃ লীকসাহেব ঐ ঝিলের পার্শ্বস্থ জঙ্গল সকল পরিষ্কার করিয়া দিতে অনুমতি করায় তথায় আর বংশের জঙ্গল নাই। ঐ ঝিল নির্ম্মাতার প্রপৌত্র নবাব জাফরজঙ্গের সময় তাহা বিক্রয় হইলে নবাব নাজিম ক্রয় করেন। এক্ষণে উহা নবাব নাজিমের সম্পত্তি।

প্রাচীন প্রথানুসারে এই নবাব বাটীর অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী গণের প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমনাগমন জন্য প্রতিহারী স্বরূপ কতকগুলি কৃতক্লীব নিযুক্ত আছে। ঐ ক্লীবদিগের বাসভুমি আফ্রিকা। উহাদিগের পিতামাতা অতি শিশুকালে ক্লীব করিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। ক্রয়কর্ত্তার ক্রীতদাস হইয়া উহারা আজন্ম অনেকেই তাঁহার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে। কিন্তু ঐ ক্লীব দিগের উত্তরাধিকারী না থাকার গতিকেই হউক কি তাহাদিগের ক্রয়কর্ত্তাদিগের প্রাচীন প্রথানুসারেই হউক মরণোত্তর উহাদিগের ত্যজ্যধনে ক্রয়কর্ত্তারাই অধিকারী হন।

এই স্থানে একটী রহস্যজনক প্রস্তাব যাহা সাধারণে রাষ্ট্র আছে তাহা এই, বসন্তআলি খাঁ নামে জনৈক কৃতক্লীব ঐ প্রকার নবাব সরকারে ক্রীতদাস হইয়া বহুকাল কর্ত্তৃত্ব করত বিপুল অর্থ সঞ্চয় এবং জমীদারী ক্রয়করে কিন্তু সে ব্যক্তি স্বাভাবিক ধার্ম্মিক এবং সৎস্বভাবান্বিত ছিল; পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে আমার মরণোত্তর আমার ত্যজ্য সম্পত্ত্যাদি নবাব সরকার ভুক্ত হইবেক আমার পরকাল উদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় হইবেক না ইহা ভাবিয়া জীবিত মানে ভাবী উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চিত করিয়া অর্থের সার্থকতা করিতে কিছু ত্রুটি করেন নাই প্রত্যুত ভাবী পরিতোষ সাধন জন্য হগনি কাষ্ঠের বৃহৎ ২ সিন্দুক প্রস্তুত পূর্ব্বক তন্মধ্যে জীর্ণ পাদুকা পরিপূর্ণ করিয়া অতি যত্নে ধনসম্পত্তির ন্যায় তাহা রক্ষা করিতেন। তদ্দৃষ্টে সাধারণে বিবেচনা করিত ইহার সংগৃহীত অর্থ সকল ইহার মধ্যেই আছে এবং ভঙ্গীক্রমে তাহাই রাষ্ট্র করত স্বীয়

ভুসম্পত্তি যাহা ছিল তাহা, [illegible] অর্থাৎ সাধারণহিত উদ্দেশে দান করিয়া তাহার মতওলি বর্ত্তমান নবাব নাজির দরাবালী খাঁকে নিযুক্ত করিয়া যান। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ব প্রথা মত নবাব সরকার হইতে তাহার সঞ্চিতধনের প্রহরী নিযুক্ত হইয়া রহিল। মৃত্যুর পরেই ঐ সকল সিন্দুক খুলিয়া দৃষ্ট করায় উক্ত রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল। এখন পর্য্যন্ত তাহার কৃত নিয়মানুসারে তাহার ত্যজ্য জমীদারীর উৎপন্ন দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া আসিতেছে।

মুরশিদাবাদের নবাবের এবং তদ্বংশীয় বিবরণ এই পর্য্যন্ত উপসংহার করিয়া এই স্থানের অপর বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিলাম, নবাব সিরাজউদ্দৌলার আধিপত্য সময়ে এবং মীরজাফরের নবাবীপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণেই তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত যে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন সেই সন্ধি পত্রের মর্ম্ম সাধারণের অবগতি জন্য এস্থলে প্রকাশ করা নিতান্ত অসংলগ্ন কি প্রয়োজন শূন্য নহে।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসে
ইংরাজদিগের সহিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা
সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক যে সন্ধি পত্র
লিখিয়া দেন তাহার মোহর।

অপরাজানীয় বাদশাহ আলমগীরের
চাকর মুনস্সুরলমুল্লুক্ সিরাজউদ্দৌলা
সাঁ। কুলি খাঁ বাহাদুর হয়বৎ জঙ্গ।

সন্ধিপত্র।

১। প্রথম। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের আদেশ পত্রী এবং তাঁহার আদেশানুসারে কোম্পানির প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা প্রবল থাকিবেক। এবং হুকুম নামা দ্বারা ৩৮ খানি গ্রাম যাহা কোম্পানিকে প্রদত্ত এবং যাহা সুবা কর্ত্তৃক আবদ্ধ করা হইয়াছে তদুপরি জমীদারগণের কোন একটী ক্ষমতা না রাখিয়া মুক্ত দেওয়া যায়।

২। দ্বিতীয়। বাঙ্গালা কি বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ মধ্যে কি জল, কি স্থল কোন স্থানেই কোম্পানির কোন প্রকারে দ্রব্য কিম্বা আদেশ পত্রের শুল্ক স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করা যাইবেক না সুতরাং জমীদার প্রভৃতি উপরোক্ত বিষয়ে বিরোধী হইতে পারিবেক না।

৩। তৃতীয়। কোম্পানির কলিকাতা, ঢাকা এবং কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের যে সকল কুঠী অধিকার করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করা যায়। ইংরাজদিগের অধিকার হইতে যে সকল মুদ্রা ও দ্রব্যাদি লওয়া হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়া যাইবেক। আর যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠন বা ক্ষতি বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তত্তুল্য মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক। কিন্তু নবাবের বিচারে তাহার শেষ হইবার অপেক্ষা রহিল।

৪। চতুর্থ। কোন প্রতিবন্ধক ব্যতীত কোম্পানি আত্ম রক্ষার উপযুক্ত এক দুর্গ কলিকাতায় নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন।

৫। পঞ্চম। যে নিয়মে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার

উত্তমতার সহিত মুরশিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই প্রকার আলিনগরে (কলিকাতায়) প্রস্তুত হইবেক।

৬। ষষ্ট। এই নিয়ম পরমেশ্বরের সমীপে অতি দৃঢ়রূপে করা হইলে ইহাতে নবাব এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান পদস্থ ব্যক্তিরা স্বাক্ষর এবং মোহর করিলেন।

৭। সপ্তম। ইংলিস কোম্পানির পক্ষ হইতে এড্‌মায়ারল্‌চারলস ওয়েষ্টন্‌ এবং কর্ণেল ক্লাইব এই মত অঙ্গীকার করিলেন এক্ষণ হইতে কোম্পানি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবহার আর করিবেন না এবং যে পর্য্যন্ত এই নিয়ম পত্রীর মর্ম্ম সকল অবিচলিত রূপে প্রতি পালিত হইবেক তাবৎ কোন উপদ্রব ব্যতীত কোম্পানি নবাবের সহিত বন্ধুতা ব্যবহার করিবেন।

অপরাভবনীয় বাদশাহ আলমগীরের চাকর ইরাজল্‌ মুলক্‌ মবাদদ্দোলা লওয়াসজআলি খাঁ বাহাদুর জন্নুর জঙ্গ।

অপরাভবনীয় বাদশাহের চাকর মীরজাফর খাঁ বাহাদুর।

অপরাভবনীয় বাদশাহের চাকর দুর্ল্লভ রায় বাহাদুর।

সাক্ষী লক্ষ্মীনারায়ণ কানন গো,

সাক্ষী মহেন্দ্রনারায়ণকাননগো

মীরজাফেরর সহিত যে সন্ধি হয় তাহার মর্ম্ম।

আমি পরমেশ্বরের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই

সন্ধিপত্রের নিয়ম সকল আমি জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রতি-পালন করিব।*

আলমগীর বাদশাহের চাকর

মীরমহম্মদ জাফরখাঁ বাহাদুর

এই সন্ধি এড্মায়রল এবং ডুকের গবর্ণর ক্লাইব (সর্ব্বত জঙ্গবাহাদুর) এবং মাঃ ওয়াটের সহিত সংস্থাপিত হয়।

১ প্রথম। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মুন্সুরল্ মুলক সাঁ কুলিখাঁ হয়বৎজঙ্গ বাহাদুরের সহিত ইংরাজ কোম্পানির সদ্ভাবথাকা কালে তিনি যে সকল দ্রব্যাদি দিতে সম্মত হইয়াছিলেন তাহা আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

২ দ্বিতীয়। কি ইউরোপ রাজ্যস্থ ব্যক্তি কি অত্রদেশীয়লোক যে কেহ ইংরাজদিগের শত্রু সে আমার শত্রু হইবেক।

৩। তৃতীয়। বাঙ্গলা বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের মধ্যে ফ্রেঞ্চদিগের যেসকল কুঠী ও সম্পত্তি আছে তাহা সমুদায় ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবেক। এবং এই তিন প্রদেশে আর উহাদিগকে কিছুই করিতে দিবনা।

৪। চতুর্থ। নবাব কলিকাতা জয় এবং লুণ্ঠন করণ সম্বন্ধে ইংরাজ কোম্পানি যে সকল ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যয়হইয়াছে তজ্জন্য এক কোটি টাকা দিব।

৫। পঞ্চম। কলিকাতা প্রবাসী ইংরাজদিগের যে সকল সম্পত্তি লুঠ হইয়াছে তজ্জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমি দিতে সম্মত হইলাম।

এই কয়েকটী কথা মীরজাফর স্বীয় হস্তে লিপি করেন

৬। ষষ্ঠ। কলিকাতা নিবাসী হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির যেসকল সম্পত্ত্যাদি লুঠ হইয়াছে তাহার জন্য বিংশতি লক্ষ টাকা দিব।

৭। সপ্তম। কলিকাতা প্রবাসী আরমানিগণের দ্রব্যাদি লুঠিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি সপ্তলক্ষ টাকা দিব। ইংরাজ, হিন্দু এবং মুসলমানগণকে ঐ সকল টাকা বিভাগ করিয়া দেওনের ভার এড্‌মায়রল এবং কর্ণেল ক্লাইবকে দেওয়াগেল এবং অবশিষ্ট জাতির ক্ষতি পূরণের টাকা বণ্টনের ভার কৌন্সিলের প্রতি রহিল, তাঁহারা যাহাকে দেওনের পাত্র বিবেচনা করিবেন তাহাকে দিবেন।

৮। অষ্টম। ভিন্ন২ জমিদারের সীমার অন্তঃপাতি যে স্থান কলিকাতার সীমা বেষ্টন করিয়া আছে তাহা এবং তদতিরিক্ত ইংরাজ কোম্পানিকে ঐ স্থানের বহির্ভাগে ছয়শত গজ জমি দিলাম।

৯। নবম। কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত যেসকল ভূমি আছে তাহা ইংরাজ কোম্পানির জমিদারী হইল এবং ঐ স্থানের কর্ম্মকারকগণ কোম্পানির অধীন হইবেন কিন্তু ঐ সকল জমিদারীর রাজস্ব অন্যান্য জমিদারের ন্যায় কোম্পানি আমাকে দিবেন।

১০। দশম। যখন আমি ইংরাজদিগের সাহায্য চাহিব তখন ঐ সাহায্যকারিদিগের আহার সম্বন্ধীয় ব্যয় আমি দিব।

১১। একাদশ। হুগলীর নিম্নে (দক্ষিণ) গঙ্গার তটের সন্নিহিত কোন স্থানে আমি নূতন গড় নির্ম্মাণ করিব না।

১২ দ্বাদশ। যখন আমি এই তিন প্রদেশে আধিপত্য

সংস্থাপন করিব তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সংখ্যক মুদ্রা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রদান করিব।

১৩ ত্রয়োদশ। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার সহিত উপরোক্ত নিয়ম সকল লিখিয়া দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পরমেশ্বরের সমীপে ধর্ম্মতঃ স্বীকার করিলেন যে, মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের বাঙ্গালা বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদারী পাইবার জন্য আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিব এবং যদি তিনি নবাব হইয়া উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন তবে আমরা সাধ্য পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুবিরুদ্ধে তিনি যখন যে সাহায্য চাহিবেন তখনই তাহা করিব।

ভূগোল সম্মত এই মুরশিদাবাদ ২৪ ০ ১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৫ ° ১৫´ ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই জেলার মধ্যে ৪২৩৬৭১৫ বিঘা ভূমি আছে এবং তাহা প্রায় ৬৬১৯ বর্গমাইলে * বিভক্ত। ইহার পূর্ব্বভাগে খড়িয়া নদী প্রবাহিতা। পশ্চিমে রাজমহল এবং ভাগলপুরের অনতিবৃহৎ পর্ব্বতের নিম্নদেশ ও সাঁওতাল জাতির বাসভূমি। দক্ষিণে নদীয়া এবং বর্দ্ধমান জেলার সীমা, উত্তরে ভীষণকায় প্রখরবেগা গঙ্গা এবং পদ্মানদী। এই প্রদেশের মধ্যভাগ হইয়া গঙ্গানদী প্রবাহিতা হওয়ায়, গঙ্গার পশ্চিমাংশের নাম রাঢ়, পূর্ব্বাংশের নাম ভড় বা বাগড়ী। এই জেলার লোক সংখ্যা ১১০০০৮০। ইহার মধ্যে ৩৯৫৩৬৩ জন মুসলমান আর ৭০৪৭১৭ জন হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বৈষ্ণব মতাবলম্বী। কি কারণে বা কোন্ মহৎ

* দুই মাইলে এক ক্রোশ।

ব্যক্তির আদর্শানুসারে অনেকেই ঐ মতাবলম্বী হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যবনদিগের উপাসনা ভেদ বিষয়ে যে প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি তদ্রূপ হইতে পারিলাম না বলিয়া আমার খেদ রহিল। মুসলমানের মধ্যে সিয়া এবং সুন্নি দুই সম্প্রদায়। এই দ্বিবিধদলের লোক যদিও এই প্রদেশের মধ্যে আছে কিন্তু অধিকাংশই সিয়া। তাহার কারণ এখানকার নবাব বংশীয়েরা সিয়া মতাবলম্বী থাকার গতিকেই ঐ প্রধান ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বলিয়াই হউক কি তাহাদিগের শাসন বলেই হউক সকলেই ঐ ধর্ম্ম যাজন করিত। এমত কি শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশে সুন্নিদলের লোক প্রায় পাওয়া যাইতনা কিন্তু কালক্রমে নবাবের হীন অবস্থা হওয়ায় এক্ষণে ঐ দলের লোক অপেক্ষাকৃত অধিক বোধ হইতেছে। যখন পূর্ব্বকালে মহরমের সময় মুরশিদাবাদের নিকটস্থ হিন্দু বর্গকেও মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইত, এবং এক্ষণেও নবাবের ভৃত্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু আছেন তাঁহাদিগকেও প্রভুর ন্যায় শোকসূচক পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়, তখন যে সিয়া সম্প্রদায়ের লোক অধিক হইবে ইহা অসম্ভব কি!

এই প্রদেশের ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি এই বঙ্গভূমির অপরাংশের ভূমি অপেক্ষা অল্প বোধহয়। ইহার রাঢ় অংশের ভূমিতে বিবিধ প্রকার ধান্য জন্মিয়া থাকে। বাগড়ীর অংশের ক্ষেত্র সকল যদিও রাঢ় অংশের ন্যায় উর্ব্বরা নহে কিন্তু অত্রস্থ ভূমিতে হৈমন্তিক শস্য অধিক জন্মিয়া থাকে। এই অংশে মুগ, কলাই, সরিষা, নীল প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মে, আর

তৎকারণে অপর ভাগ অপেক্ষা এই ভাগে নীলের 'কুঠি' অধিক আছে। এই প্রদেশ মধ্যে তুতের চাষ এবং রেশমের বাণিজ্যের যে প্রকার আতিশয্য এবং অত্রত্য মৃত্তিকা উহার যে প্রকার সহায়, বোধ হয় এই বঙ্গভূমির মধ্যে অন্য কোন স্থানে এরূপ নহে। অনেকেই অবগত আছেন ইংরাজেরা প্রথমে এই রেশমের বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া এই মুরশিদাবাদে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহারা কাশিমবাজারে যে কুঠি প্রস্তুত করেন পরে তাহাই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়ের হেতু ভূত হইয়াছিল। তদনন্তর ইংরাজেরা এই দেশাধিপ হইয়াও অধিকদিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিযাছিলেন। ফলতঃ রেশমের বাণিজ্য যে এই জেলার অধিকাংশ লোককে ধনাঢ্য করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা বিদ্বান কি বিশেষ বুদ্ধিমান নহেন কেবল ঐ কর্ম্মকুশল সামান্য বোধ মাত্র থাকাতেই তাহারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জন সমাজে প্রতিপন্ন ও মান্য হইয়া আছে। রাষ্ট্র আছে যে কোন সময়ে ঐ অর্থকর ব্যবসায়াবলম্বী কোন ব্যক্তি আপন পুত্রকে বিদ্যাধ্যয়নে বিমুখ দেখিয়া তাড়না করিয়াছিল তাহাতে ঐ পুত্রের প্রসূতি বলিয়াছিল যে "আমার ছেলে লেখা পড়া না শেখে কোরার কারবার করিয়া খাইবে।"

ঐ রেশমের মূলীভূত তুতপাত। কৃষকেরা ভূমিকর্ষণ করিয়া আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে তাহাতে তুতের মূড়া (মূল) রোপণ করে। ক্রমে বিনা জলসেচনে ঐ মূল বদ্ধমূল ও অঙ্কুরিতহইয়া শাখাসকল হরিতবর্ণ নবদলেপূর্ণ ও বর্দ্ধিতা হইলে

তাহাই কাটিয়া পলু পোকা (রেশমকীট) সকলকে খাইতে দেয়। তাহারা ঐ পত্র খাইয়া ক্রমে পরিণতাবস্থায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণবিনিন্দিত রেশম সূত্র সকল উদ্গীরণ পূর্ব্বক গুটী প্রস্তুত করে। ঐ গুটী কোয়া নামে খ্যাত। উহা কেবল উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া অতি সূক্ষ্ম রেশম সূত্র সকল সহজে বাহির করিয়া লয়। ঐ পলুপোকা দ্বিবিধ। একপ্রকার বড় পলু তাহা বৎসরের মধ্যে একবার চৈত্র মাসে জন্মিয়া থাকে। তাহার রেশম সূত্র সকল অতি মাত্র শুভ্র। ঐ রেশমে গরদ প্রভৃতি শুভ্র কান্তি কৌশেয় বস্ত্র উত্তম হয়। দ্বিতীয় ছোট পলু। বৎসরের মধ্যে তিনচারি বার জন্মিয়া থাকে।

যে চুণাখালি আম্র নামে প্রসিদ্ধ আছে তাহা এই জেলার একটী পরগণার নাম। নিজ মুরশিদাবাদের পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে এমত কি নগরের অতি নিকট পর্য্যন্ত এই পরগণার গ্রাম সকল ও তন্মধ্যে অতি বৃহৎ২ আম্রের বাগান আছে। তথায় অপর্য্যাপ্ত ঐ সুস্বাদু ফল জন্মিয়া থাকে বলিয়া এবং বঙ্গদেশ মধ্যে মালদহ ভিন্ন অন্য স্থানাপেক্ষা এই পরগণার আম্র আস্বাদ বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত বিধায় চুণাখালী আম্রের নামে সকলের নিকটে পরিচিত আছে। নিজ চুণাখালী গ্রামে দেশীয় কাগজ উত্তম প্রস্তুত হয়। এখন পর্য্যন্তও অনেক কাগজ ব্যবসায়ী ঐ গ্রামে আছে।

এই জেলায় ৭৩৩৭ টী পাকা ২১২৬৮২ খান কাঁচা বাটী আছে। ইহা স্বাস্থ্যজনক প্রদেশ নহে। তবে ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশের জল বায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু কোন অংশের লোককেই দৃঢ়কায় বা বলবান্ তথা

সুদৃশ্য দেখা যায়না। সকলেই খর্ব্বাকৃতি এবং দুর্ব্বল। জ্বর এবং ওলাউঠা এই জেলার প্রধান রোগ। বিশেষ গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ সহর এবং প্রধান নগরে ফাল্গুন হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত উক্ত বিবিধ রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগদ্বয়ের কারণ অনেকেই নির্দ্দেশ করেন যে গঙ্গার অল্প এবং বদ্ধজলে মৃতদেহ সকল নিক্ষেপ করার গতিকে ঐ জল বাস্প দূষিত হইয়া ওলাউঠা এবং জেলার প্রায় সমুদায় ভাগ ঝিল বিল বেষ্টিত নিম্ন ভূমি থাকায় বর্ষার প্রারম্ভেই ঐ সকল স্থান জলে ডুবিয়া যায় আর তাহার সঠিত তৃণাদি জাত মন্দবায়ু জ্বররোগ উৎপাদন করে।

এই জেলার মধ্যে জঙ্গীপুর, শ্রীমন্তপুর, নসীপুর, ভগিরথপুর, ফরিদপুর, চোয়া এবং গোয়াসে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজি বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। আর সয়দাবাদ এবং কাঁদি প্রভৃতি স্থানে কেবল ঐ প্রকার বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। সম্প্রতি শেষোক্ত স্থানের সুবিখ্যাত এবং দেশ হিতৈষী রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের প্রযত্নে তথায় একটী উত্তম ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বহরমপুরে গবর্ণমেণ্টের একটী কালেজ প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু কালেজ গৃহ এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। ঐ কালেজে একটী প্রিন্সিপল বারজন মাষ্টার এবং দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, প্রক্ষণে ব্যবস্থা শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। নিজ মুরশিদাবাদে দুইটী কালেজ আছে তাঁহার একটীর নাম নিজামত কালেজ। তাহাতে কেবল নবাব বংশীয় বালকগণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। তথায় ইংরাজী উর্দ্দ, এবং পারস্য ত্রিবিধ

ভাঁয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা নিজামৎ ফণ্ড হইতে ৭৮০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। অপর কালেজটীও নবাবের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে জাতিবর্ণ ভেদে সকলেই বিনাবেতনে পাঠ করিতে পায়।

মেলেটরি ষ্টেসন এবং বিচারালয় সকল বহরমপুরে আছে। ক্যাণ্টনম্যাণ্টের মধ্যে সাহেব লোকের বাস। ইহার পূর্ব্বাংশে পল্‌টন বাজার, তাহাতে এদেশীয় সৈন্যগণ অবস্থিতি করে। ঐ স্থানের উত্তরাংশে ইংরাজ দিগের এক বৃহৎ সমাধি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে বিস্তর সমাধি মন্দির মৃতার পরিচয়ার্থে যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পল্‌টন বাজার সমাধি ক্ষেত্র এবং সাহেব লোকের বাস স্থান, ইহার মধ্যে বিস্তৃত যে সমতল ভূমি খণ্ড আছে তথায় সৈন্য গণ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে তথায় ঘোড়দৌড়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই স্থানের দক্ষিণে অনতিদূরে ফৌজদারী কালেক্‌টরি এবং দেওয়ানী বিচারালয় সকল আছে। মাজিষ্ট্রেট দ্বারা কালেকটরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াথাকে। জজের দ্বারা দেওয়ানী ও সেশনের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। একজন ছোট আদালতের জজ আছেন তিনি প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন এবং সদর মুনসেফীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সদর আমীন আছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত একজন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কয়েকজন ডেপুটী কালেকটর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ ফৌজদারী কেহ কালেকটরী এবং কেহ আবগারি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অল্প দিন গত হইল সাধারণের উপকার

বিবেচনায় ঐ সকল বিচারালয় একত্রে করা হইয়াছে। এক্ষণকার নূতন কনষ্টেবুলারি পুলিসের ডিষ্ট্রিকট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসও এই স্থানে আছে। অরঙ্গাবাদ, কাঁদি এবং লালবাগ এক একটী সবডিবিজন, তথায় এক২জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও ডেপুটী কালেক্‌টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আছেন। মফঃসলে জঙ্গীপুর, গোয়াস, হরহর পাড়ায়, মুন্‌সেফী আদালত স্থাপিত আছে।

এই প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ এবং বালুচর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় (ওসোয়াল) কেঁয়ে মহাজনেরা এই স্থানে বাস করে। যদিও তাহারা কৃতবিদ্য নহে কেবল স্বজাতীয় ভাষা (যাহাকে কুঠিয়াল নাগরী কহে) অল্প মাত্র অধ্যয়ন করে কিন্তু বাণিজ্য বিষয়ে তাহারদের বুদ্ধিচতুরতা, অধ্যবসায়, এবং শ্রম সহিষ্ণুতা দেখিয়া বোধহয় ইহারা বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ দ্বারায় ঐ সকল সদ্গুণের অধিকারী এবং লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। ইহারা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী; অহিংসা ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমাদিগের ন্যায় উপবাস দ্বারা দেহকষ্টে স্বর্গলাভ স্বীকার করে। ইহাদিগের উপদেষ্টা যতি নামধারী। তাহারা চামরের ন্যায় উপবীত স্কন্ধে ধারণকরে এবং কোনস্থানে গমন করিতে হইলে জীবহিংসার ভয়ে ঐউপবীত দ্বারা পথ মার্জ্জনা করত পদ বিক্ষেপ করিয়া থাকে। এতদ্দেশের মধ্যে পরেশনাথ পর্ব্বত ইহাদিগের পবিত্র তীর্থস্থান। এক্ষণে আজিমগঞ্জ হইয়া একটী শাখা রেলওয়ে বাহির হইয়া নলাহাটীতে মিলিত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা উক্তস্থান সকলের বাণিজ্য দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আজিম গঞ্জ হইতে নলাহাটী যাইতে

মধ্যে বোঁখরা নামক একটী ষ্টেসন আছে। দূরত্বের পরিমাণ ৩॥• মাইল হইবে।

পরিবর্ত্তন শীল সংসারের সকলই অনিত্য, পর্য্যায় ক্রমেপরি বর্ত্তন হইতেছে। শতাব্দির কিঞ্চিৎ অধিক পূর্ব্বে এই মুরশি দাবাদ কলিকাতা অপেক্ষায় অধিক উন্নতাবস্থায় ছিল। বলিতে-কোর্ট আব্ ডাইরেকটর হইতে রাজ্য এবং রাজনীতি সংক্রান্ত সকল বিধি এবং আদেশ হইয়াছে তাহা এই মুরশিদাবাদ হইতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, এক্ষণে ইহার মহত্বের চিহ্ন মধ্যে নাম মাত্র রহিয়াছে। বিখ্যাত নন্দ-কুমার জগৎশেঠ এবং বঙ্গাধিকারীরা ইহারই অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে নন্দ কুমারের যে দশ সহস্র সৈন্য থাকিত তাহা দিগের শিবির এবং তাঁহার বাটীর ধ্বংসাবশিষ্ট এখনও তথায় বিদ্যমান আছে। অসংখ্য ধনশালী জগৎশেঠ নবাব বাটীর কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে মহিমাপুরে বাস করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা সামান্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দিগের বাস গঙ্গার পশ্চিম পারে ডাহা-পাড়া, এক্ষণে তাঁহাদের পূর্ব্ব মহত্বের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন।
১০	১৭	নবাব	যবন
ঐ	২১	সম্ভ্রম	সম্ভ্রম
৯	১২	বদ্ধিমান	বুদ্ধিমান
২	৫	তৎকালীন	তৎকালীনের
১৪	৩	ফেগুণ	ফেগুাল
ঐ	৬	ফেগুণবাগ	ফেগুালবাগ
২৪	১৪	রওমনউদ্দোলা	রপসনউদ্দোলা
২৫	১৪	স্বাপদ	শ্বাপদ
[illegible]	১	পোয়াকক্ষ	ওয়াখক্ষ
৫১	১	আদেশানুসারে	আদর্শানুসারে